আসরারুল আহকাম



হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রাহঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أسرار الأحكام

শরয়ী বিধানের গূঢ় রহস্য

মূল

হাকীমুল উম্মত আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী

এম. এম, এম. এফ, বি. এ, (সম্মান) এম. এ, অল ফার্স্ট ক্লাস

অধ্যাপক : মাদ্‌রাসা-এ তৈয়বিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

আল মদিনা প্রকাশনী

১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

◈ গ্রন্থের নাম
আস্‌রারুল আহকাম বা শরয়ী বিধানের গূঢ় রহস্য

◈ মূল
হাকীমুল উম্মত আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী

◈ ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী

◈ প্রকাশকাল
১ আগস্ট ২০১২ ইং, ১২ রমযান ১৪৩৩ হিজরি, ১৭ শ্রাবণ ১৪১৯ বাংলা

◈ কম্পোজ, প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও বর্ণবিন্যাস
হক কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, জি. এ. ভবন, ৪র্থ তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : 01718-387101

◈ প্রকাশনায়
আল মদিনা প্রকাশনী, ১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : 01819-513163

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র।

Asrarul Ahkam, By : Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yaar Kha. Translated & Edited By : Mawlana Muhammad Mujibur Rahman Nizami. Published By: Mohammad Eliyas, Al-Madina Prokasoni. Price: Tk: 150/-

সূচীক্রম

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

সুন্নী জগতে হাকীমুল উম্মত আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ অতি পরিচিত একজন মহান মনীষী। সুন্নী জনতা তাঁর অনবদ্য রচনাবলী দ্বারা উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে। আসরারুল আহকাম অনুরূপ তাঁর একটি অনবদ্য, বিস্ময়কর, যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি। শরীয়ত ইসলামের বিধি-বিধান অন্ধভাবে মেনে নেয়ার নাম নয়। এগুলোর প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞানসম্মত রহস্য নিহিত আছে। শরীয়তের উপযোগিতা কোনকালে অকার্যকর হবে না।

আস্‌রারুল আহকামে হাকীমুল উম্মত ইসলামী আক্বীদা, শরীয়তের মাসয়ালা, তরীক্বতের আহকামের গূঢ় রহস্য কুরআনের দৃষ্টিসহ বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ছাত্র, শিক্ষক, ইসলামী গবেষক, দার্শনিক, তরীক্বতপন্থী, সাধারণ মুসলমান প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মূল গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অনুবাদক

ইসলাম ও কলেমা তৈয়্যিবা

(১) প্রশ্ন : দ্বীন-ই মুহাম্মদীকে ইসলাম কেন বলে?
উত্তর : এ জন্য যে, ইসলাম 'সিলমুন' থেকে গঠিত যার অর্থ সন্ধি অথবা আনুগত্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا ﴿٦١﴾

"আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে আপনিও সে দিকেই আগ্রহী হোন।"[১]

এ কারণে ইসলামের অর্থ হয় প্রভু এবং তার রাসূলের আনুগত্য করা। খোদাভীরু মুসলমান নিজে অনুগত। পাপী মুসলমান যদিও কু-কর্মে লিপ্ত তবে প্রভু বিদ্রোহী নয়। যেহেতু সে নিজকে অপরাধী মনে করে তাই সেও মুসলিম।

(২) প্রশ্ন : অতীত নবীদের ধর্মের নামও কি ইসলাম ছিলো?
উত্তর : না, কিছু সম্মানিত নবীকে আভিধানিক অর্থে মুসলিম এবং তাদের কার্যাবলীকে 'ইসলাম' বলা হয়েছে। যেমন-

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

"যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করলেন।"[২]

আরো বলেন-

حَنِيفًا مُّسْلِمًا ﴿٦٧﴾

"তিনি ছিলেন হানীফ অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের হতে বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী।"[৩]

তবে ইসলাম কেবলমাত্র দ্বীন-ই মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

---

[১]. আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৬১
[২]. আল কুরআন, সূরা আস সাফ্ফাত, আয়াত : ১০৩
[৩]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد

সুন্নী জগতে হাকীমুল উম্মত আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ অতি পরিচিত একজন মহান মনীষী। সুন্নী জনতা তাঁর অনবদ্য রচনাবলী দ্বারা উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে। আসরারুল আহকাম অনুরূপ তাঁর একটি অনবদ্য, বিস্ময়কর, যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি। শরীয়ত ইসলামের বিধি-বিধান অন্ধভাবে মেনে নেয়ার নাম নয়। এগুলোর প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞানসম্মত রহস্য নিহিত আছে। শরীয়তের উপযোগিতা কোনকালে অকার্যকর হবে না।

আস্‌রারুল আহকামে হাকীমুল উম্মত ইসলামী আক্বীদা, শরীয়তের মাসয়ালা, তরীক্বতের আহকামের গূঢ় রহস্য কুরআনের দৃষ্টিসহ বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ছাত্র, শিক্ষক, ইসলামী গবেষক, দার্শনিক, তরীক্বতপন্থী, সাধারণ মুসলমান প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মূল গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অনুবাদক

ইসলাম ও কলেমা তৈয়্যিবা

(১) প্রশ্ন : দ্বীন-ই মুহাম্মদীকে ইসলাম কেন বলে?

উত্তর : এ জন্য যে, ইসলাম 'সিলমুন' থেকে গঠিত যার অর্থ সন্ধি অথবা আনুগত্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا ﴿٦١﴾

"আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে আপনিও সে দিকেই আগ্রহী হোন।"[১]

এ কারণে ইসলামের অর্থ হয় প্রভু এবং তার রাসূলের আনুগত্য করা। খোদাভীরু মুসলমান নিজে অনুগত। পাপী মুসলমান যদিও কু-কর্মে লিপ্ত তবে প্রভু বিদ্রোহী নয়। যেহেতু সে নিজকে অপরাধী মনে করে তাই সেও মুসলিম।

(২) প্রশ্ন : অতীত নবীদের ধর্মের নামও কি ইসলাম ছিলো?

উত্তর : না, কিছু সম্মানিত নবীকে আভিধানিক অর্থে মুসলিম এবং তাদের কার্যাবলীকে 'ইসলাম' বলা হয়েছে। যেমন-

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

"যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করলেন।"[২]

আরো বলেন-

حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا ﴿٦٧﴾

"তিনি ছিলেন হানীফ অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের হতে বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী।"[৩]

তবে ইসলাম কেবলমাত্র দ্বীন-ই মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

---

[১]. আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৬১

[২]. আল কুরআন, সূরা আস সাফ্‌ফাত, আয়াত : ১০৩

[৩]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৭

هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٨﴾

"তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন।"[৪]

আরো বলেন-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴿٨٥﴾

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।"[৫]

যেভাবে কুরআন অভিধানিক অর্থে কিছু বান্দাকে রব (প্রভু) অথবা মুস্তফা (নির্বাচিত) বলেছেন। ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ তবে পরিভাষায় 'রব' খোদার, 'মোস্তফা' হুজুরের নাম।

(৩) প্রশ্ন : ইবাদতের জন্য ঈমানের কি প্রয়োজন, যে ব্যক্তিই পুণ্য কাজ করে তার সওয়াব পাওয়া উচিৎ। যে ব্যক্তিই রুটি আহার করে তার ক্ষিধা থেকে মুক্তি মিলে।

উত্তর : এ জন্য যে, পুণ্য বা নেক আমলসমূহ অধ্যাত্মিক খাবার, কুফুর হচ্ছে বিষ। যদি বিরাণীতে বিষ মিশিয়ে দাও তাহলে ক্ষতিই করবে। অনুরূপ কুফুরীর সাথে ইবাদত বিষ মিশ্রিত আহার। অথবা আমলসমূহ যেন বীজ পুণ্যসমূহ তার ফল। বীজ তখনই ফল দেবে যখন উত্তম জমিনে বপন করা হবে এবং নিজেও দোষ মুক্ত হবে। কাফেরের আমলে কুফুরির দোষ বিদ্যমান, তার হৃদয় অনাবাদি ভূমি। অতএব পুন্য কিভাবে পাবে। প্রথমে বাদশাহর অনুগত প্রজা হও অতঃপর রীতি অনুযায়ী আমল কর।

(৪) প্রশ্ন : অতীত নবীদের দ্বীনের উপর এখন আমল করতে পারে কি পারে না, যদি না পারে তাহলে কেন? ঐ গুলো তো আল্লাহ তায়ালার দ্বীন।

উত্তর : না, এখন মুক্তি কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মে। প্রভু ইরশাদ করে

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴿٨٥﴾

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।"[৬]

[৪]. আল কুরআন, সূরা হজ্ব, আয়াত : ৭৮
[৫]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫
[৬]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫

উক্ত দ্বীনসমূহ নিজেদের সময়ে রহমত ছিলো। বৈদ্যুতিক বাতি ও গ্যাস রাতে আলো দেয়, দিনে নয়। সূর্য ঐ সবগুলোকে অকার্যকর করে দিয়েছে। শিশুকালে মা'র দুধ ও খিচুড়ি শিশুকে জীবিত রাখে, বড় হলে নয়। যদিও এ সব জিনিস আল্লাহর তৈরী তবে প্রত্যেক জিনিসের ব্যবহারের একটি উপযুক্ত সময় আছে। অনুরূপ এ দ্বীনগুলোর ব্যবহারের সময় এখন চলে গেছে। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র রোগীর অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন করতে থাকেন। যদি উক্ত দ্বীনসমূহে এখনো মুক্তি থাকতো তাহলে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ইসলাম ও কুরআন মানার দাওয়াত কেন দেওয়া হচ্ছে?

(৫) প্রশ্ন : তাহলে ইসলাম ধর্মও রহিত হয়ে যাওয়া উচিত, এখনো নবী আগমনের ধারা অব্যাহত থাকবে।

উত্তর : না। এ জন্য যে, খাদ্য এবং ঔষধে পরিবর্তন ঐ সময় পর্যন্ত হতে থাকে যতক্ষণ না শিশু অথবা রোগী সুস্থ অবস্থা ও পূর্ণতায় পৌছে। দুধ, ঘি ইত্যাদি রুটির উপর শেষ হয়ে যাবে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿٣﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।"[৭]

ঘোষিত হয়েছে। নবুয়তের অদ্ভুবস্ত সূর্য উদিত হয়েছে। তাছাড়া অবুঝ শিশুকে প্রথমে সাধারণ মামুলী বর্ণমালা এবং ছোট কিতাব দেয়া হয়। সে পড়তে থাকে, ছিড়তেও থাকে। কিছু বোধ শক্তি আসলে যদিও ছিড়েনা তবে তাতে লিখে কালো করে দেয়, আবর্জনাময় করে দেয়। পূর্ণ বোধ শক্তি আসলে পুস্তককে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে ও সংরক্ষণ করে। সৃষ্টি প্রথমে আদম, নুহ এবং ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালামের সহিফা পেয়েছে যে গুলোকে ধ্বংস করা হয়। জ্ঞান আসার কারণে তাওরীত, ইঞ্জিল ও যবুর কিতাব পুরোপরি নষ্ট তো করে নাই তবে তাতে লিখে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে দিয়েছে। এখন পূর্ণ জ্ঞান আসার কারণে কুরআনকে প্রাণাধিক সংরক্ষণ করছে।

(৬) প্রশ্ন : কলেমার নাম তো কলেমা তাওহীদ তবে তাতে আল্লাহ তায়ালা ও হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা। উচিৎ ছিলো আল্লাহর আলোচনা থাকা যাতে নাম ও নামীয় সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়।

[৭]. আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩

উত্তর : কলেমা তৈয়্যিবার প্রথম অংশে তাওহীদ'র আলোচনা, দ্বিতীয় অংশে তাওহীদ'র প্রকারভেদের। কেননা তাওহীদ দু'প্রকার। এক. পয়গম্বর প্রবর্তিত। দুই. পয়গম্বর বিমুখ কেবল মাত্র বিবেকপ্রসূত। প্রথমটি তাওহীদ-ই রব্বানী যা গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়টি তাওহীদ-ই শয়তানী যা প্রত্যাখানযোগ্য। মনে হয় কলেমা পাঠক তাওহীদ স্বীকৃতির সাথে সাথে ঘোষণা করছে যে, আমার ঐ তাওহীদ যা পয়গাম্বর শিক্ষা দিয়েছেন যার নাম ইসলাম ও রব্বানী তাওহীদ।

(৭) প্রশ্ন : সৃষ্টির নবুয়ত ও নবীর কি প্রয়োজন, প্রভু কি নবী ব্যতীত ফয়জ দিতে পারে না?

উত্তর : যখন দুর্বল সবল থেকে ফয়জ নিতে চায় তাহলে মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, নতুবা দুর্বল ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি রুটি গরমে তাপ দিতে চায় তাহলে 'তাবার' প্রয়োজন হয়। যদি সূর্যকে দেখতে চায় শীতল কাঁচের মাধ্যম প্রয়োজন। স্রষ্টা শক্তিশালী, সবল এবং সৃষ্টি দুর্বল। তাই মাঝখানে বড় মাধ্যমের প্রয়োজন যে প্রভু থেকে ফয়জ নিয়ে সৃষ্টি পর্যন্ত পৌছাতে সামর্থ রাখে। উক্ত মহান মাধ্যমের নাম 'নবুয়ত'।

(৮) প্রশ্ন : অতঃপর তো প্রভু বাধ্য হন যে, নিজ বান্দাদেরকে পয়গাম্বর ব্যতীত আহকাম পৌছতে পারেন নাই।

উত্তর : না, বরং আমরা বাধ্য হলাম যে, প্রভু থেকে মাধ্যম ব্যতীত ফয়জ অর্জন করতে পারি নাই। রুটি দুর্বল আগুন নয়, আমাদের চোখ দুর্বল সূর্য নয়। পৃথিবীতে প্রভুর রহমত ও কহরের খজিনা নির্ধারিত যেখান থেকে এ রহমত ও কহর বন্টিত হচ্ছে। স্বর্প ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জন্তু প্রভুর গজবের প্রকাশ স্থল। সমুদ্র, কূপ ও অন্যান্য উপকারী জিনিস তারই রহমতের খজিনা। অনুরূপ নবীগণ, অলিগণের হৃদয় প্রভুর রহস্যাবলী, বিধানসমূহের খজিনা। যেমন স্বর্ণের খনি থেকে স্বর্ণই বের হয়ে থাকে অনুরূপ নবীদের থেকে প্রভুর রহস্যাবলী প্রকাশ হতে থাকে।

(৯) প্রশ্ন : কি কারণ নবী সর্বদা মানুষ, পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত মানুষদের থেকে হয়েছেন। সাধারণ সম্প্রদায়, ফেরেশতা, মহিলাদের নবুয়ত মিলে নাই কেন?

উত্তর : উন্নত ও স্পর্শকাতর বস্তু অত্যন্ত মজবুত ও উত্তম পাত্রে রাখা হয়। প্রত্যেক পাত্রে দই বসানো যায় না। দুর্বল সিন্দুকে মুক্তা রাখা যায় না। নবুয়ত অত্যন্ত উত্তম ও দুর্লভ নি'মত। তার জন্য ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি উপযুক্ত

নয় কেননা তারা প্রচার করতে পারে না। প্রচার ঐ ব্যাক্তি করতে পারে যে মানুষদের সামনে এসে তাদের বুঝতে পারে নিজকে বুঝাতে পারে। তাদের দুঃখ ব্যথা উপলব্ধি করতে পারে। উত্তম বস্তুকে আবৃত করা আবশ্যক, তা বাইরে ঘুরা ফেরা করা ফিৎনার কারণ। তাছাড়া ঋতুস্রাব, নেফাস, প্রসুতি অবস্থায় সে কর্মকাণ্ড থেকে অক্ষম থাকে। তাই সে ধর্ম প্রচার কিভাবে করবে। নিম্ন বংশ মানুষের সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে কোন সম্মান নেই, তার কথার প্রতি তাদের কোন মনযোগও থাকে না। ধর্ম প্রচারের কাজ তার দ্বারাও পূর্ণ হতে পারে না। তাই নবী ভদ্র ও উন্নত বংশের পুরুষই হতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم ﴿١٠٩﴾

"এবং আমি আপনার পূর্বে যতো রাসূল প্রেরণ করেছি সবই পুরুষ ছিলো।"[৮]

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ﴿١٢٤﴾

"আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।"[৯]

(১০) প্রশ্ন : কলেমা পড়া মাত্র কুফুরীর সমস্ত পাপ কেন মাফ হয়ে যায়?

উত্তর : এ জন্য যে, ইসলাম সমুদ্রের মত। উহাতে যতই আবর্জনাময় গোসল করেনা কেন পবিত্র হয়ে যায়। সমুদ্র বাহ্যত: আবর্জনা দূর করে। বিশুদ্ধ অন্তরে কলেমা পড়া অভ্যন্তরীণ নাপাকি পবিত্র করে।

[৮]. আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৯

[৯]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১২৪

নামায

(১১) প্রশ্ন : নামায সমস্ত ইবাদতের মধ্যে উত্তম কেন? তাতে তো কষ্টও অধিক হয় না। হজ্ব ও রোযায় পরিশ্রম বেশী। ঐ গুলোই সর্বোত্তম হওয়া উচিৎ ছিল।

উত্তর : কয়েকটি কারণে-

১. নামায অবস্থায় কোন পার্থিব কাজ করা যায় না কেননা তাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যান্য ইবাদতসমূহে পার্থিব কাজ কারবারও হতে পারে। হজ্বে ব্যবসা, রোযায় পার্থিব কাজ কারবার হতে পারে। তাই তাতে ইখলাস বেশী হয়। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴿٤٥﴾

"নিশ্চয় নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।"[১০]

২. নামায যাবতীয় বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় হয়। রোযা কেবলমাত্র মুখ ও পেট দ্বারা। তাই এটি প্রত্যেক অঙ্গের ইবাদত।

৩. নামায সমস্ত ফেরেশতার ইবাদতের সমন্বিত রূপ। কোন কোন ফেরেশতা রুকুতে, কোন ফেরেশতা কেয়ামে, কোন ফেরেশতা সিজদায়।

৪. নামায সমস্ত সৃষ্টির ইবাদতের সমন্বিত রূপ। গাছপালা কিয়ামে, চতুষ্পদ জন্তু রুকুতে, কীট-পতঙ্গ সিজদায়, ব্যাঙ বৈঠকে। তাই নামায সমস্ত ফেরেশতা এবং সমস্ত সৃষ্টির ইবাদতের সমন্বয়।

৫. নামায সকলের উপর ফরজ। যাকাত, হজ্ব গরীবের উপর ফরজ নয়, রোযা মুসাফিরের উপর ফরজ নয়। তাই এ ইবাদতটি ব্যাপক।

৬. নামায দৈনিক আদায় করা হয়। রোযা, যাকাত বছরে একবার এবং হজ্ব জীবনে একবার।

৭. নামায মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে। নামাযীকে নিজ শরীর, কাপড় সর্বদা পবিত্র রাখতে হয়। দিন রাত সর্বদা নামাযের চিন্তায় থাকতে হয়। তাই নামাযী সর্বদা ইবাদতে থাকে। ইবাদতের চিন্তাও ইবাদত।

[১০]. আল কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৪৫

(১২) প্রশ্ন : নামায পাঁচ ওয়াক্ত কেন ফরজ হল, কম বেশী কেন হয় নাই?

উত্তর : এ কারণে যে, মি'রাজ এ প্রথমত: পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ হয়ে ছিলো তন্মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত মাফ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে নেকীর বিনিময় দশ গুণ হয়ে থাকে। স্বয়ং ইরশাদ করছেন-

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿١٦٠﴾

"যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে।"[১১]

তাই এখন নামায পড়তে হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত এবং সওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

(১৩) প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসমূহের জন্য এ সময়গুলো কেন নির্ধারণ করা হয়েছে?

উত্তর : এ কারণে যে, মু'মিনের প্রত্যেকটি অবস্থা প্রভুর স্মরণ দ্বারা শুরু হওয়া চাই। যার সুচনা ভাল হবে আশা করা যায় শেষও ভাল হবে। এ জন্য শিশুর জন্মের পরেই কানে আযান দেয়। এটি জীবনের সূচনা যেহেতু চব্বিশ ঘন্টায় মানুয়ের পাঁচটি অবস্থা হয়। সকাল দিনের সূচনা। মনে হয় নতুন জীবন পাওয়া গেল। প্রথমে নামায পড়বে। যোহরের সময় আহার ও বিশ্রাম শেষ করে। দিনের দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়েছে নামায পড়বে। আসরের সময় কর্মচারীরা কর্ম থেকে অবসর হয়ে আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। ব্যবসা থেকে অবসরের সময় এলো, নামায পড়ে নেবে। শয়নের সময় হচ্ছে জাগ্রত থাকার শেষ। নিদ্রা একপ্রকার মৃত্যু শুরু হচ্ছে। নামায পড়ে শয়ন করবে। সম্ভবত: এটি শেষ নিদ্রা, কিয়ামতের পরই জাগ্রত হবে।

(১৪) প্রশ্ন : নামাযের রাকাতসমূহ ভিন্ন কেন, এক সমান নয় কেন, যদি মাগরিবে চার রাকাত পড়ে তাহলে হবে না কেন?

উত্তর : যোগ্য ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্রে ঔষধসমূহের পরিমাণ/মাত্রা ভিন্ন হয়। নামাযও রকমারী ঔষধ। যে তালার জন্য তিন দাঁত ওয়ালা চাবি দরকার তা চার দাঁত ওয়ালা চাবি দ্বারা খোলা যায়না। এ নামাযসমূহ বিভিন্ন পয়গাম্বরদের স্মরণ। আদম আলাইহিস সালাম জমিনে অবতরণ করে রাত দেখে হতবাক হয়ে যান। প্রভাত হলে দু'রাকাত শোকরানার নামায আদায় করেন। ফজর নামায প্রবর্তিত হয়। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সন্তান যবেহের বিনিময়ে দুম্বা

[১১]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১৬০

পান। সন্তানের প্রাণ রক্ষা পাওয়া, কুরবানী কবুল হওয়ার উপর চার রাকাত শোকরানার নামায আদায় করেন। এটি হচ্ছে যোহর। ওজাইর আলাইহিস সালাম যোল বছর পর জীবিত হয়ে চার রাকাত শোকরানার নামায পড়েন। এটি হচ্ছে আসর। কেননা তিনি ঐ সময় জীবিত হয়েছিলেন। দাউদ আলাইহিস সালাম তাওবা কবুল হওয়ার শোকরিয়ার্থে সূর্যাস্তের পর চার রাকাতের নিয়ত করেন তবে তিন রাকাতে দুর্বল হয়ে যান এবং সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। এটি হচ্ছে মাগরিব। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায আদায় করেন।[১২]

(১৫) প্রশ্ন : সফরে কসর অর্থাৎ চার রাকাত ফরজকে দু'রাকাত কেন পড়ে, তিন রাকাতে কসর নেই কেন?

উত্তর : এ জন্য যে, মি'রাজের সফরে দু'রাকাত-ই ফরজ হয়েছিলো। কিছু নামাযে পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা হয়েছে (হাদিস) যখন তোমরাও সফরে যাবে তখন মি'রাজ সফরের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করো। এ জন্য শেষের দু'রাকাতে কেরাত ফরজ নয় এবং ইমাম উহাতে নিম্নস্বরে কেরাত পড়েন। যাতে এ স্মরণটি টাটকা থেকে যায় যে, এ রাকাতগুলো প্রথমে ফরজ হয়েছে এবং এগুলো পরবর্তীতে। যেহেতু তিনের পূর্ণ অর্ধেক নেই। তাই তাতে কসরও নেই।

(১৬) প্রশ্ন : ইমাম যোহর ও আসরে আস্তে কেরাত কেন পড়েন এবং অন্যগুলোতে উচ্চস্বরে কেন?

উত্তর : এ কারণে যে, ইসলামের সূচনাকালে কাফেরদের প্রাধান্য ছিলো। তারা কুরআন শরীফ শ্রবণ করত: মহান প্রভু, জিব্রাঈল ও হুজুর আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যাচ্ছে তাই বকাবকি করতো। উক্ত দু'সময়ে তারা লম্পট অবস্থায় ঘুরা ফেরা করতো। মাগরিবে আহার পানাহারে মগ্ন থাকতো, এশার সময় শুয়ে যেত, ফজরে জাগ্রত থাকতনা। তাই উক্ত দু'সময়ের নামাযে আস্তে কেরাতের বিধান হয়েছে। মহান প্রভু বলেন-

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

"আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচচগ্রাসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।"[১৩]

---

[১২]. তাহাভী শরীফ

[১৩]. আল কুরআন, সূরা আল ইসরা, আয়াত : ১১০

না এত উচ্চস্বরে কুরআন পড়ো স্বর বাইরে যাবে, না এত নিম্ন স্বরে নিজেই শুনবেনা। বর্তমানে যদিও ঐ অবস্থা নেই তবে বিধান তা রয়েই গেল। যাতে মুসলামানরা দুর্দিনের অবস্থা স্মরণ করে ইসলামের বিজয়ের উপর আল্লাহর শোকরিয়া করে।

(১৭) প্রশ্ন : নামাযের আরকানের মধ্যে দাঁড়ানো, বৈঠকের কি কি হেকমত নিহিত আছে?

উত্তর : নামাযে চারটি জিনিস পড়া হয় এবং চারটি কাজ করা হয়। কুরআন, তাছবীহ, দরূদ শরীফ এবং দোয়া পড়া হয়। দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা ও বৈঠক করা হয়। এ চারটি কাজের মধ্যে দুটি হেকমত আছে।

প্রথম হিকমত : মানুষের চারটি গুণ আছে। মানুষ জড়বস্তু ও বর্ধনশীল উভয়ই। প্রাণী যেমন অনুরূপ ইনসানও। জড়বস্তুর ইবাদত বসে থাকা। প্রাণীর আসল ইবাদত রুকুতে। উদ্ভিদের ইবাদত সিজদায়। মানুষের বন্দেগী দাঁড়ানোতে। যা কুরআনের আলোকে প্রমাণিত। তাই নামাযে উক্ত চার পদ্ধতির ইবাদতের সমস্বয় করা হয়েছে। তাছাড়া এ চারটি গুণ মানুষের জন্য প্রভু থেকে দূরত্বের কারণ হবে। মনে হয় মানুষ চার স্তর নিচে আবতরণ করেছে। তার উন্নতির জন্য চারটি কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হিকমত : মানুষের মধ্যে আগুন, পানি, বাতাস, মাটি একত্রিত হয়েছে। আগুনের ধর্ম অহংকার ও গরিমা। তাই তা উর্ধ্বমূখী। দেখুন! শয়তান আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করে নাই। পানির ধর্ম প্রবাহিত ছড়িয়ে পড়া। মাটির ধর্ম স্থিরতা ও অনুভূতিহীন হওয়া। বায়ুর ধর্ম উত্তেজনা। তাই উত্তেজনা বৃদ্ধিকর ঔষধসমূহ উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। মনে হয় মানুষ উক্ত চারটি উপাদানসমূহের খামীরকৃত সংগঠিত রূপ। একক বস্তুসমূহের প্রভাব সংগঠিতের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। তাই মানুষের মধ্যে এ চারটি ক্রুটি বিদ্যমান আছে। তা দূরীভূত করার জন্য এ চারটি আরকান নামাযে প্রতিষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আরকানগুলো আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন জিকিরে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে যাতে ঐ দোষসমূহ থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয়। যার বর্ণনা এ আয়াতে বিদ্যমান আছে-

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴿٤٥﴾

"নিশ্চয় নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।"[১৪]
তিনি আরো বলেন,

إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ ﴿١٢﴾

"আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর।"[১৫]

(১৮) প্রশ্ন : নামাযর জন্য অজু কেন প্রয়োজন?
উত্তর : এ জন্য যে, নামায অন্তরকে পবিত্র করে। উচিৎ প্রথমে দেহ পবিত্র করা। কেননা বাহ্যিক পবিত্রতার কারণ হয়। ক্ষয়-জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কাপড়, ঘর ও দেহ পবিত্র রাখা হয় যাতে সুস্থতা অর্জিত হয়।

(১৯) প্রশ্ন : অজুতে চারটি অঙ্গ ধৌত করা কেন ফরজ? মুখ, হাত, মাথা মাছেহ, পা।
উত্তর : দুটি কারণ। ১. অজুর পানি দ্বারা ত্রুটিসমূহ এবং পাপ সমূহ ঝরে যায়। আদম আলাইহিস সালাম থেকে প্রথম যে পদস্খলন সংঘটিত হয়েছে অর্থাৎ গন্দম আহার করা তাতে উক্ত চারটি অঙ্গ কাজ করেছে। মস্তিষ্কে খাওয়ার চিন্তা এসেছে। পা সেদিকে চলেছে। হাতে গন্দম নিয়েছে। পবিত্র মুখ তা ভক্ষণ করেছে। তাই হুকুম হলো নামাযের জন্য এ সব অঙ্গসমূহের উপর পানি পৌছাও।
২. এখনো অধিকাংশ পাপে উক্ত অঙ্গসমূহের অধিকাংশ ভূমিকা থাকে। হাত, পা, চোখ, নাক, কান, অন্তর, মস্তিষ্কের দ্বারা পাপ করা হয়। অন্তর ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক যেন বাদশাহ ও মন্ত্রীর সম্পর্ক। অন্তরে আঁচ পড়েছে তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ক থেকে পানি অশ্রুর আকৃতিতে পড়তে থাকে। যখনই মস্তিষ্কে খারাপ চিন্তা সৃষ্টি হয় অন্তর বিষণ্ন হয়ে যায়। তাই মাথায় মস্তিষ্কে মাছেহর বিধান দেয়া হয়েছে। অন্তরকে ধৌত করা হয় নাই, মস্তিষ্ক দ্বারা অন্তর পবিত্র হবে।

(২০) প্রশ্ন : প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু, বমি, রক্ত ইত্যাদি দ্বারা অজু কেন ভেঙ্গে যায়?
উত্তর : অজু গন্দম খাওয়ার দ্বারা আবশ্যক হয় এবং এগুলো গন্দমের দ্বারাই তৈরী হয়। তাই হুকুম হলো যখন দেহ থেকে গন্দমের চিহ্ন প্রকাশ হবে অজু করে নাও। নিদ্রাও ঐ কারণে অজু ভেঙ্গে দেয় তখন বায়ু নির্গত হওয়ার

[১৪]. আল কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৪৫
[১৫]. আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১২

সম্ভাবনা থাকে। নবীর নিদ্রা যেহেতু অলসতা সৃষ্টি করে না তাই তাদের অজুও ভাঙ্গে না।

(২১) প্রশ্ন : বীর্য নির্গত হওয়া দ্বারাও অজু ভাঙ্গা উচিৎ। কেননা বীর্যও গন্দম থেকে তৈরী হয়। তা দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় কেন?
উত্তর : বীর্যের সম্পর্ক সমস্ত দেহের সাথে। প্রত্যেক অঙ্গের রক্ত থেকে বীর্য তৈরী হয়। তা নির্গত হওয়ার সময় সমস্ত দেহে আনন্দ আসে। তাই সমস্ত দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করা উচিৎ।

(২২) প্রশ্ন : পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম কেন করা হয়, তাতে কি সুবিধা নিহিত আছে?
উত্তর : সমস্ত উপাদানে অর্থাৎ আগুন, পানি, মাটি, হাওয়া'য় অন্তরসমূহের আরোগ্যতা দেহের পবিত্রতা নিহিত আছে। তাই অনেক জিনিস আগুন দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। যেমন মাটি, তামার নাপাক পাত্র, নাপাক জমিন বায়ু দ্বারা শুকিয়ে পবিত্র হয়ে যায়। অনেক অবস্থায় মাটি দিয়ে ঘর্ষনের ফলে পবিত্রতা অর্জিত হয়। পানি পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। অনুরূপ পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীদের পান করানো হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রোগীর উপর থুথু শরীফ ফুঁক দেন। ফুঁকের হাওয়ায় আল্লাহ তায়ালা আরোগ্যতা দান করেন। মোটকথা উক্ত উপাদানসমূহে পবিত্রতার প্রভাব আছে। তাই তাহারতে হুকমী অর্থাৎ অজু, গোসলের জন্য পানিকে মূল ধরা হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে মাটিকে স্থলাভিষিক্ত কেননা মাটিও একটি উপাদান।

(২৩) প্রশ্ন : নামাযের অবগতির জন্য আযানের ব্যবস্থা কেন রাখা হয়? হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মত শিঙ্গা ও বাঁশি কেন বানানো হয় নাই?
উত্তর : আযান নামাযের অবগতির উত্তম মাধ্যম। তার সাদৃশ না শিঙ্গা হতে পারে, না বাঁশি হতে পারে। কয়েকটি কারণে। প্রথমত: শিঙ্গায় মৃত জন্তুর হাঁড় ব্যবহার হত। বাঁশিতে লৌহ, পিতল ইত্যাদি ধাতব বস্তুর ব্যবহার। তবে আযানের মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ মানুষের ব্যবহার। তাও কণ্ঠস্বরের। হাত তালি ও শীশ ব্যবহার নয়। কেননা কণ্ঠ ভেতর ও বাইরের মধ্যম অবস্থার নাম। বাইর থেকে হাওয়া, পানি, খাদ্য ভেতর যায় তা কণ্ঠ পথ দিয়ে, মনের কথা যা বাইরে আসে তাও কণ্ঠের মাধ্যমে।
দ্বিতীয়ত: শিঙ্গা ইত্যাদিতে বে মানান শব্দ যার যথার্থ কোন অর্থ নেই। যেমন রেল গাড়ির শীশ কেবল মাত্র অবগতি, তবে আযানে নিছক ধ্বনি নয় আল্লাহর

মহানত্ব ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। যা ঈমানের মূল ও ইবাদতের সার বস্তু। অতঃপর নামাযের আহ্বান নামাযের উপকারিতার বর্ণনা। যার দ্বারা নামাযের প্রতি উৎসাহ আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কোন ব্যক্তি মধুর কণ্ঠে আযান দিলে শুনে আবেগ আপ্লুত হতে হয়। মোট কথা আযানে নামাযের আহ্বান যেমন আছে ধর্মের প্রচারও আছে।

(২৪) প্রশ্ন : নামায জামাতে কেন পড়া হয়, তাতে কি রহস্য, মসজিদে উপস্থিতি কেন দেয়া হয়?

উত্তর : জামাতে ধর্মীয় ও পার্থিব অনেক রহস্য আছে। পার্থিব রহস্যাবলী হচ্ছে এই যে, জামাতের বরকতে জাতির মধ্যে শৃংখলা থাকে। মুসলমান নিজেদের প্রত্যেকটি কাজে ইমামের মত নেতা বা প্রধান নির্বাচন করবে। অতঃপর নেতার এরূপ আনুগত্য করবে যেমন মুকতাদি করে। জামাতের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। দৈনিক পাঁচবার সাক্ষাৎ, দোয়া, সালাম অন্তরের শত্রুতা দূর করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাবে। সমস্ত মানুষ জামাতের সময় অনুযায়ী দৌড়ে আসবে। জামা'তের দ্বারা অহংকারীদের অহংকার চূর্ণ হয় কেননা এখানে বাদশাহকে ফকিরের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়। তাছাড়া মসজিদ আমাদের কমিউনিটি সেন্টার অথবা পরামর্শ ঘর। যেখানে একত্রিত হয়ে মুসলমানগণ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করতে পারে।

মনে হয় মসজিদে দৈনিক মহল্লার পাঁচ বার কনফারেন্স হয়। মসজিদে নববী থেকেই বের হয়ে ইসলামী সৈন্যরা জিহাদ ইত্যাদি করতেন। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, যদি জামাতে একজনের নামায কবুল হয় তাহলে সকলের নামায কবুল হবে। জামাতে যেন মুসলমানদের প্রতিনিধি প্রভুর দরবারে উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য যে, বাদশাহর কাছে একক ব্যক্তির তুলনায় প্রতিনিধির সম্মান বেশী হয়। জামাতে মানুষ প্রভুর আদালতে ওকিল অর্থাৎ ইমাম'র মাধ্যমে আবেদন নিবেদন পেশ করেন। মসজিদ পানে যাতায়াতে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে দশটি পুণ্য পাওয়া যায়। জামাত দ্বারা মানুষের ধর্মীয় গুরু ও আলেম সুফি দ্বারা শিক্ষা লাভ করার অপূর্ব সুযোগ হয়।

(২৫) প্রশ্ন : জুমা এবং দু'ঈদে জামাত ফরজ কেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ফরজ নয় কেন?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'ত সমগ্র মহল্লার কনফারেন্স। জুমার জামা'ত সম্পূর্ণ শহর অথবা অধিকাংশ শহরের কনফারেন্স। পাঁচ ওয়াক্ত

নামাযে জামাত ফরজ করার দ্বারা মুসলমানদের উপর কষ্ট হবে। জঙ্গল, পাহাড়, ক্ষেত খামার ইত্যাদি থেকে পলায়ন করে শহরে আসতে হবে। তাই ঐ গুলোতে জামা'তকে সুন্নাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু জুমা সপ্তাহে একবার। ঈদ বছরে দু'বার আসে ঐগুলোর জন্য আসা তেমন কষ্টকর হবেনা। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মুসলমানদের সমাবেশও হতে থাকবে। কাজ কারবার ও বন্ধ হবে না চলতে থাকবে।

(২৬) প্রশ্ন : ইসলামে জুমাকে 'মু'মিনদের ঈদ' হিসেবে কেন মানা হয়, খ্রীষ্টানরা রবিবারকে কেন সম্মান করে, জুমায় কোন সুন্দরটি আছে?

উত্তর : খ্রীষ্টানরা রবিবারকে কেবলমাত্র এ জন্য মানে যে উক্ত দিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর আসমান থেকে 'মায়েদাহ' অর্থাৎ খাদ্য ভর্তি ঢালা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبَّنَآ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴿١١٤﴾

"ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন, হে আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ- আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে।"[১৬]

তাই এই দিনটি তাদের ঈদ হলো। তবে জুমা মুসলমানদের জন্য ঈদ এ জন্য হয় যে, তা মানব জগতের প্রথম দিন এবং শেষ দিন। জুমার দিনেই আদম আলাইহিস সালামের জন্ম ও তাঁর বেহেশতে যাওয়া হয়েছে। বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করাও সে দিন হয়েছে। কিয়ামতও জুমার দিন সংঘঠিত হবে।

তাছাড়া নবীগণের উপর বড় বড় নি'মতও উক্ত দিনে এসেছে- মুসা আলাইহিস সালামের ফেরাউন থেকে মুক্তি পাওয়া, ইউনুস আলাইহিস সালামের মাছের পেট থেকে বেরিয়ে আসা, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফিরে পাওয়া, নুহ আলাইহিস সালামের নৌকা কুল পাওয়া সবগুলো জুমার দিন হয়েছে। উপরন্তু সপ্তাহে সাতদিন তন্মধ্যে প্রথম

---

[১৬]. আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১৪

দিন হচ্ছে জুমার দিন। তাই জুমাকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে সপ্তাহর সূচনা বরকত দিয়ে হয়।[১৭]

(২৭) প্রশ্ন : আমরা আল্লাহর বান্দা, কেবলমাত্র ফরজ পড়ব যা আল্লাহর হুকুম, সুন্নাত কেন পড়ব, তার কি প্রয়োজন?

উত্তর : ফরজের জন্য সুন্নাত এরূপ যেমন খদ্যের জন্য পানি, খাদ্য পানি ব্যতীত তৈরী হয়না। খাওয়াও যায় না। স্বয়ং ফরজ নামাযে সুন্নাত অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন- হাত উঠানো, সুরা ফাতিহা পড়া, সূরা মিলানো ইত্যাদি। প্রত্যেক ফরজ নামাযের কাছাকাছি সুন্নাতও আদায় করা হয়। পানি পান করা ব্যতীত দাওয়াত যেমন অপূর্ণ থেকে যায় অনুরূপ সুন্নাত ব্যতীত ফরজ নামায অসম্পূর্ণ। সুন্নাত বর্জনকারী শাফায়াত থেকে মাহরূম হবে। বরং মানুষের উপর ফরজসমূহ বালেগ হওয়ার পর জারি হয় তবে সুন্নাতসমূহ জন্মের পর পরই আরম্ভ হয়। খতনা, আকিকা, নাম রাখা সব সুন্নাত। অনুরূপভাবে মরণের সাথে সাথেই সমস্ত ফরজ শেষ হয়ে যায় তবে সুন্নাত সমূহ মরণের পরও সঙ্গ ছাড়ে না। যেমন কবর, দাফন, কাফন, ফাতেহা, ইসালে সওয়াব সুন্নাত এমন কি মরণও সুন্নত। এ জন্য আমাদের নাম আহলে ফরজ নয় বরং আহলে সুন্নাত। আহলে বিদয়াত, সুন্নাত অস্বীকারকারীদের উচিৎ নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত জাঙ্গিয়া পরিধান করা। জান বের হওয়ার সময় কিছু ছনা ছাবানো যাতে জীবন রক্ষা পায় কেননা ফরজ তো কেবলমাত্র এতটুকুই। বিবাহ করা, সন্তান জন্ম দেয়া সব তো সুন্নাতই।

(২৮) প্রশ্ন : কিছু খাবার পানি ছাড়াও তৈরী হয় এবং পানি ব্যতীত খাওয়া যায় যেমন সিক্ত ফল মুল।

উত্তর : ঐ গুলোতেও পানি প্রয়োজন। উক্ত বৃক্ষগুলো পানির উপর লালিত পালিত হয়। তাছাড়া ঐ গুলোতে কুদরতী পানি বিদ্যমান থাকে নতুবা এ গুলো শুকিয়ে যেত।

(২৯) প্রশ্ন : নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরজ পড়ুয়ার নামায হবেনা কেন, ফরজ পড়ুয়ার পিছনে নফল পড়ুয়ার নামায হয়ে যায় কেন?

উত্তর : মুক্তাদির নামায ইমামের পিছনে যেন খামের ভেতর চিঠি। হাদিস শরীফে আছে, ইমাম জিম্মাদার। উল্লেখ্য যে, জিম্মাদার হয়ত শক্তিশালী হবে অথবা সমান হবে। কাগজের খাম লৌহের পাত্তাকে নিজের জিম্মায় নিতে পারে

[১৭]. তাফসীর রূহুল বয়ান উক্ত আয়াত সংশ্লিষ্ট

না, ফেটে যাবে। তাই আবশ্যক হলো হয়ত ইমামের নামায মুক্তাদির চাইতে শক্তিশালী হবে অথবা সমান হবে। তাই ফরজ নামায নফল পড়ুয়ার পিছনে হতে পারে না। কেননা ফরজ নফলের চেয়ে শক্তিশালী। এ জন্য ইমাম মুক্তাদির থেকে শক্তিশালী হওয়া অথবা সমান হওয়া আবশ্যক।

(৩০) প্রশ্ন : হাদিসে বর্ণিত আছে, মিরাজের সকালে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম দু'দিন হুজুরকে নামায পড়ান। অথচ এ নামাযগুলো হুজুর আলাইহিস সালামের উপর ফরজ ছিলো এবং জিব্রাইল আলাইহিস সালামের জন্য নফল কেননা ফেরেশতাদের উপর এ নামাযগুলো ফরজ নয়। দেখুন ফরজ নফলের পিছনে আদায় হয়েছে।

উত্তর : যখন জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে প্রভু এ নামায গুলোর হুকুম দেন তখন উক্ত নামাযসমূহ তাঁর উপর ফরজ হয়ে গেছে। তাই ইমামত জায়েয হয়েছে। যেমন গ্রামের মানুষ যখন শহরে আসে তখন তাদের উপর জুমা ও ঈদ ফরজ হয়ে যায় এমনকি শহরবাসীর ইমামতিও করতে পারে।

(৩১) প্রশ্ন : ইমাম মুক্তাদি থেকে উত্তম হয়, তাহলে বুঝা গেল যে, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হুজুর আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম হবেন?

উত্তর : এটি সামগ্রিক নীতি নয়। হুজুর আলাইহিস সালাম সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফের পিছনেও এক রাকাত নামায পড়েছেন। অথচ তিনি উম্মত এবং হুজুর নবী। শিক্ষক ছাত্রের পিছনে, শায়খ মুরিদের পিছনে নামায পড়েন। এটি তো ইমামত। হুজুর তো মহান কা'বা থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাবাও অন্তর্ভূক্ত। আর নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোত্তম এবং কা'বা হচ্ছে যার দিকে সিজদা করা হয়।

(৩২) প্রশ্ন : কমপক্ষে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নামাযের শিক্ষক হন কেননা তিনি হুজুরকে নামায শেখান। হুজুর আলাইহিস সালাম ছাত্র। শিক্ষক ছাত্র থেকে উত্তম হয়।

উত্তর : শিক্ষক নন কেবল মাত্র প্রচারক ও বার্তা বাহক। তাই হুজুরের নিবাসে উপস্থিত হতেন। যদি শিক্ষক হতেন তাহলে হুজুর আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে যেতেন। দেখুন মুসা আলাইহিস সালাম হযরত খিজিরের কাছে গমণ করেন। হুজুর আলাইহিস সালাম মহান প্রভুর প্রিয় ছাত্র। কবির ভাষায়-

لکھے نہ پڑھے جناب والا ★ شاگرد رشید حق تعالی

'হুজুর আলাইহিস সালাম পড়া লিখা শেখেন নাই। তিনি মহান প্রভুর প্রিয় ছাত্র'।

(৩৩) প্রশ্ন : সম্মানিত নবীগণকে নিছক মুবাল্লিগ মানতে হবে, তাঁদের এত সম্মান ও ইজ্জত কেন করা হবে এবং হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকেও নবী মানা চাই। যিনি মুবাল্লিগ তিনি নবী।

উত্তর : সম্মানিত নবীগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে واسطہ فی العروض (স্বয়ং আমলকারী মাধ্যম) যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল, আক্বদের যাবতীয় বিধান। প্রথমতঃ তার সাথে সম্পৃক্ত হবে অতঃপর মুয়াক্কিল'র সাথে। পয়গম্বর যে সব কথা উম্মতকে পৌছান স্বয়ং নিজেই ঐ গুলোর উপর আমল করেন। অনুরূপ শিক্ষক ও শায়খ। নবী ও উম্মতের মধ্যে মনে হয় واسطہ فی العروض বিদ্যমান তবে ফেরেশতা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে নিছক واسطہ فی الثبوت এর স্থলাভিষিক্ত। যেমন বিবাহের উকিল যে কেবলমাত্র মুয়াক্কিলের শব্দাবলী বর্ণনা করে দেয় বিবাহের আহকামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যেমন পেইন্টার কাপড়ে রঙ দেয় যে নিজে আমল করে না অন্যকেও আমলে উদ্বুদ্ধ করে না। তাই কোন কোন সময় জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সাহাবাদের সমাবেশে কিছু দ্বীনি মাসয়ালা সমূহ জিজ্ঞাসা করতেন যাতে মানুষ শুনতে পারে ও আমল করে। নিজে আহকাম শুনান নাই। তাই পয়গম্বর নবী এবং ফেরেশতা নবী নয়।

(৩৪) প্রশ্ন : অজুর বাকী পানি দাঁড়িয়ে পান করা হয়, তবে অজুর ব্যবহৃত পানি পান করা মাকরূহ- একই পানি দু'ধরনের হুকুম কেন?

উত্তর : এ কারণে যে, অজুর পানি দ্বারা ইবাদত করা হয়েছে, তাই তার সম্মান বেড়ে গেছে। একই কারণে ব্যবহৃত মিসওয়াক, মসজিদের আবর্জনাও সম্মান করা হয়। তবে অজুর ব্যবহৃত পানি নামাযীর গুনাহ নিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে পৃথক হয়েছে, তাই তা পান করা মাকরূহ। তবে নবীর ব্যবহৃত পানি মাকরূহ নয় বরং সওয়াব। সাহাবাগণ পান করতেন। নবীগণ পাপ থেকে মুক্ত ও নিষ্পাপ। তারা আপাদমস্তক নুর আর নুর। তাদের ব্যবহৃত পানি গুনাহ নিয়ে নয় জ্যোতি নিয়ে পতিত হয়।

(৩৫) প্রশ্ন : যখন অজু দ্বারা পাপ ঝরে যায়, তাহলে পয়গম্বরদের উপর অজু ওয়াজিব না হওয়া উচিৎ ছিলো কেননা তাঁরা পাপমুক্ত, অজুর উদ্দেশ্য সেখানে অর্জিত হয় না।

উত্তর : আমাদের জন্য অজুর দু'টি উপকারিতা- জাহেরী এবং বাতেনী। জাহেরী উপকারিতা নাপাক দূর হওয়া। বাতেনী উপকারিতা পাপ মোচন হওয়া। নবীগণের জন্যও দু'টি উপকারিতা। জাহেরী উপকারিতা পবিত্রতা অর্জন করা, বাতেনী উপকারিতা মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া। যে পুণ্য পাপীদের পাপ মোচন করে দেয় তা নিষ্পাপদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যেমন মসজিদের পানে চলা তা দ্বারা পাপীর পাপ দূর হয়ে যায়, পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(৩৬) প্রশ্ন : কুরআন বলছে, নামায অশ্লীল ও পাপ থেকে বাঁধা দেয় অথচ কিছু কিছু নামাযী পাপীও হয়ে থাকে। শয়তান বড় নামাযী ছিলো তবে বড় পাপী হয়েছে।

উত্তর : তার তিনটি জবাব আছে। ১. নামাযরত অবস্থায় পাপ করেনা, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি মিথ্যা, পর দোষ চর্চা থেকে বাঁধা দেয় না। তবে নামাযে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। ২. পাপ থেকে বাঁধা দেয়া নামাযের প্রভাব। যদি অশ্বারোহীর তৃষ্ণা পানি দ্বারা নিবারন না হয় তাহলে পানির দোষ নয়। যদি কেউ বিষ দ্বারা মরে না যায় তাহলে বিষ যে হত্যাকারী সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন আসবেনা। ৩. ان الصلوۃ মধ্যে আলিফ-লাম নির্দিষ্টের জন্য। অর্থাৎ মকবুল নামায যাতে জাহেরী ও বাতেনী শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা অবশ্যই পাপসমূহ থেকে বাঁধা দেয়। যে নামায পাপসমূহ থেকে বাঁধা দেয় না তা নামে মাত্র নামায। মকবুল নামায নয়।

রোযা

(৩৭) প্রশ্ন : রোযায় কি হেকমত আছে? ইসলামে এ বিধান কেন রাখা হয় আমরা নিজেদের জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেতে পারব না।

উত্তর : পেট ভর্তি হলে আত্মা শক্তিশালী হয়, খালি হলে 'রূহ' তে শক্তি সঞ্চার হয়। রূহ এবং নফস মনে হয় আমাদের দুটি বাহু অথবা মানব জীবনের দুটি চাকা। তাই কিছু দিন নফসকে খাদ্য দাও এবং কিছু দিন রূহকে। তাছাড়া রোযা পেটের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা। যদি কেউ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখে পেটের পীড়া থেকে মুক্ত থাকবে। রোযা দ্বারা দারিদ্রতা ও ক্ষিধার মূল্যায়ন হয় এবং দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। রোযা দ্বারা নিজের বন্দেগী এবং প্রভুর মালিকানা প্রকাশ পায়। আমরা নিজেদের কোন জিনিসের স্বতন্ত্র মালিক নয়। ঘরে সব কিছু আছে তবে প্রভু বাঁধা দিয়েছেন তাই কিছুই ব্যবহার করতে পারছিনা। রোযা দ্বারা ক্ষিধা সহ্য করার অভ্যাস গড়ে উঠে। যদি কোন সময় ক্ষিধার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে রোযাদার সহ্য করতে পারে। রূহ দেহে এলে খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয় তাই পাপ করাও শুরু করে। এখন কিছু সময়ের জন্য ক্ষুধার্ত রাখো যাতে নিজের পূর্ব অবস্থা মনে থাকে এবং পাপ থেকে বিরত থাকে।

(৩৮) প্রশ্ন : রোযার বৈশিষ্ট্যগুলো কি যা অন্যান্য ইবাদতসমূহে নেই?

উত্তর : রোযায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে-

১. সমস্ত ইবাদতে কিছু করতে হয় এবং রোযার মধ্যে ছাড়তে হয়। অর্থাৎ- আহার পানাহার যৌনাচার ছাড়তে হয়। প্রভুর নিমিত্ত প্রবৃত্তি বর্জন করা বড়ই ইবাদত।

২. সমস্ত ইবাদতে আনুগত্যের প্রাধান্য আর রোযার মধ্যে ইশকের প্রাধান্য। কেনান আশেকের যাবতীয় লক্ষণ উত্তমভাবে বিদ্যমান। কবির ভাষায়-

عاشقاں را شش نشان است اے پسر ☆ آہ سرد رنگ زرد و چشم تر
گر ترا پر سند مہ دیگر کدام ☆ کم خورد کم گفتن و خفتن حرام

৩. অন্যান্য ইবাদত বিশেষ অবস্থায় থাকে তবে রোযা সর্বাবস্থায় মু'মিনের সঙ্গে থাকে। কেননা চেতনে-শয়নে, খেলা-ধুলায়, কাজ-কারবারে প্রত্যেক অবস্থায় রোযা মুখের মধ্যে থাকে।

৪. রোযা পেট ভর্তির যাকাত।

৫. ইবাদতসমূহে আছে শোকর। রোযা হচ্ছে ধৈর্য্য। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

(৩৯) প্রশ্ন : হাদিসে কুদসীতে আছে-

اَلصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

'রোযা আমার জন্য আমিই তার প্রতিদান দেব।'[১৮]

তার অর্থ কি? সমস্ত ইবাদত প্রভুর এবং তিনিই প্রতিদান দেবেন অতঃপর রোযাকে কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর : দুটি কারণে।

১. অন্যান্য ইবাদতে রিয়া হতে পারে তা স্পষ্ট। তবে রোযার মধ্যে রিয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা এটি গোপন জিনিস। যদি কেউ ঘরে কিছু আহার করে এবং মানুষের কাছে রোযা প্রকাশ করে, তাহলে কেউ কিভাবে জানবে? তাই রোযাদার নিশ্চিতভাবে প্রভুর জন্যই রোযা রাখছে।

২. কিয়ামতের দিন জালেমের অন্যান্য ইবাদত ছিনিয়ে নেয়া হবে। তবে রোযা কাউকে দেয়া হবে না। নির্দেশ হবে যে, "এটি তো আমার জিনিস কেউ পাবে না।"

(৪০) প্রশ্ন : অতঃপর তার অর্থ "আমি তার বিনিময় প্রদান করব"

উত্তর : উক্ত হাদিসের দুটি ক্বেরাত আছে। أُجْزَي بِهِ অর্থাৎ আমি রোযার বিনিময় হব। সমুদয় ইবাদতের বিনিময় জান্নাত এবং রোযার বিনিময় স্বয়ং জান্নাতের স্রষ্টা। অন্য ক্বেরাত হচ্ছে- أَجْـزِي بِـهِ অর্থাৎ- আমি স্বয়ং রোযার বিনিময় দেব। অন্যান্য ইবাদতের সওয়াব নির্ধারিত তবে রোযার বিনিময় কিছুই নির্ধারিত নেই। প্রভু দাতা বান্দা গ্রহীতা, যে পরিমাণ চাইবে দেবেন। কেননা রোযাদার প্রেমিক, প্রেমের সওয়াব হচ্ছে মাহবুবের সাক্ষাত। মাহবুবের সাক্ষাতের সাথে সমুদয় নি'মত অসীমাবদ্ধ।

---

[১৮]. ১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুস সওম, بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ ২৩/১১, হাদিস : ৬৯৩৮

২. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুস সওম, بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ ৬/১৯, হাদিস : ১৯৪৬

(৪১) প্রশ্ন : রমজান মাসের কি বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য মাসসমূহে নেই?

উত্তর : কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. কুরআন শরীফে কেবলমাত্র রমজান মাসেরই নাম আছে, অন্য কোন মাসের নাম আসে নাই। যেমন সাহাবীদের নামের মধ্যে কেবলমাত্র যায়দের নামই এসেছে।

২. রমজান, রহমান, গোফরান, কুরআন এবং শয়তান প্রায়ই সম ওজনের অর্থাৎ দয়াময় রমজানে কুরআন প্রেরণ করেছেন যাতে মু'মিনদের ক্ষমা হয়ে যায় এবং শয়তান বন্ধি হয়ে যায়।

৩. অন্যান্য মাস সমূহে বিশেষ দিন অথবা বিশেষ সময়সমূহ ইবাদতের জন্য। জিলহজ্ব মাসে চার দিন নয় তারিখ থেকে বার তারিখ পর্যন্ত, মহররম মাসে দশম তারিখ, শাওয়াল মাসে প্রথম তারিখ, শাবান মাসে চৌদ্দ তারিখ, রজব মাসে সাতাশ তারিখ। তবে রমজানে প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতের। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা। অতঃপর ইফতার, তারাবীহ, সাহরী, কুরআন তেলাওয়াত কি আশ্চর্য বরকতময় মাস। রমজান মাস ইসলামী কাননে বসন্ত ঋতু। তার আগমনের সাথে সাথেই মসজিদসমূহ কুরআন, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে সৌন্দর্য এসে যায়। এমনকি উক্ত মাসে জান্নাত ও সজ্জিত হয়ে যায়। অন্যান্য মাসসমূহে একটি বা দুটি বিশেষ ইবাদত করা হয় তবে রমজানে অগণিত রোযা, ইফতার, সাহরী, তারাবীহ, ই'তেকাফ শবে কদরের ইবাদত, যাকাত প্রদান ইত্যাদি হয়। সাধারণ মুসলমানরা অন্যান্য মাসের তারিখ সম্পর্কে অবগত থাকেনা তবে রমজান মাসের প্রতিটি তারিখ তাদের হিসেবে থাকে।

(৪২) প্রশ্ন : রোযার জন্য রমজান মাসকে কেন নির্বাচন করা হয়?

উত্তর : এ জন্য যে, রমজান মাসে কুরআন শরীফ লওহে মাহফুজ থেকে স্থানান্তর হয়ে প্রথম আসমানে আসে। অতঃপর উহা থেকে ২৩ বছরে আস্তে আস্তে হুজুর আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়। কুরআন প্রভুর বড় নি'মত। নি'মত প্রাপ্তির উপর শোকরিয়ার্থে রোযার বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া রমজানে প্রত্যেক পুণ্যের সওয়াব ৭০ (সত্তর) গুণ পাওয়া যায়। তাই এ মাসে রোযা, ই'তেকাফ ইত্যাদি রাখা হয় যাতে অধিক সওয়াব লাভ করা যায়।

(৪৩) প্রশ্ন : রমজানে তারাবীহ বিশ রাকাত কেন পড়ে এবং তারাবীহ'-এ কুরআন কেন পড়া যায়?

উত্তর : এ জন্য যে, প্রত্যেক রমজানে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শুনাতেন। নেক কর্মের বর্ণনাও নেক। মানুষ প্রত্যেক দিন-রাতে বিশ রাকাত ফরজ ওয়াজিব পড়ে। ১৭ রাকাত

ফরজ ও তিন রাকাত ভিতর। ঐ গুলোর পূর্ণতার জন্য রমজান মাসে আরো বিশ রাকাত অতিরিক্ত পড়া হয়েছে। যাতে ঐ মোবারক মাসে যদি ঐ রাকাতগুলো অপূর্ণ থাকে তাহলে এগুলো দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় এবং এ মাসের ইবাদত পূর্ণ হয়।

(৪৪) প্রশ্ন : যখন রমজান মাস এমন পবিত্র মাস তার প্রস্থানে ঈদ পালন করা হয় কেন? বরকতময় জিনিসের প্রস্থানে দুঃখ করা উচিৎ, খুশি নয়।

উত্তর : এ আনন্দ দুটি কারণে।

১. রমজান মাসে ইবাদতের সৌভাগ্য লাভের শুকরিয়া প্রভু আপনার কৃতজ্ঞতা আপনি মঙ্গলের সাথে রোযা তারাবীহ, ই'তেকাফ ইত্যাদি আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন।

২. মুসলমানদের রমজানের প্রস্থানে ব্যথা হয়, বিদায় জুমায় মানুষ অনবরত ক্রন্দন করে। উক্ত চিন্তাকে হালকা করার জন্য এ খুশির ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ব্যাথার অনুভব কম হয়।

(৪৫) প্রশ্ন : রোযা দিনে কেন রাখা হয়? রাতে উচিৎ ছিলো।

উত্তর : শারীরিক ইবাদতে পরিশ্রম এবং আত্মার বিরোধিতা চাই। তার উপর বিনিময় পাওয়া যায়। রাতে মানুষ তেমন আহার পানাহার করে না। ঐ সময় আহার পানাহার বর্জন কষ্টকর নয়। তাছাড়া রাত নিদ্রাতেই চলে যায়, ইবাদত অনুভব হয় না।

(৪৬) প্রশ্ন : যদি রোযায় কষ্ট একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে হিন্দু, সাধু এবং জুগীদের মত দশ পনের দিন রোযা রাখা ইফতার না করা উচিৎ।

উত্তর : জুগীদের মত রোযা রাখা সাধারণ মানুষের সামর্থের বাইরে সাধু ইত্যাদিরা এ ধরনের রোযা রাখে। তারা দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কাজ করতে পারেনা। ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে- এই ইবাদত যাতে সমস্ত মুসলমান করতে পারে। রোযার মধ্যে যাতে অন্যান্য ইবাদতও কাজ কারবার বন্ধ না হয়। এ উদ্দেশ্য এ পন্থা ছাড়া অন্যান্য পন্থায় অর্জিত হয় না। ইসলাম কর্মমুখী ধর্মের নাম। অন্যান্য ধর্মে কর্মের কোন বালাই নেই।

(৪৭) প্রশ্ন : রোযার মধ্যে ভুল ক্রটি মাফ, ভুল করে আহার পানাহার করা হলে রোযা ভাঙ্গেনা তবে নামাযে মাফ নয়। ভুল করে কেউ নামাযে ভুল পড়লে নামায ভেঙ্গে যায় পার্থক্য কি?

উত্তর : রোযার মধ্যে ভুল ক্রটি বেশী হয়। কেননা তাতে স্মরণ করিয়ে দেয় এ রূপ কোন জিনিস নেই। তাই এখানে মাফের অবকাশ আছে। তবে নামাযের প্রত্যেক অবস্থা কিয়াম, রুকু ইত্যাদি নামাযের কথা বলছে। তাতে ভুল কম হয়, তাই তাতে ক্ষমার অবকাশ নেই।

যাকাত

(৪৮) প্রশ্ন : ইসলাম যাকাত কেন ফরজ করেছে? নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ অন্যকে মফত দিয়ে দেয়ার বিধান করল কেন?

উত্তর : কয়েকটি কারণে।

১. বদান্যতা মানুষের পূর্ণতা আর কৃপণতা ত্রুটি, দোষ। যাকাত প্রদানের দ্বারা এ দোষ দূর হয় এবং উক্ত পূর্ণতা অর্জিত হয়।

২. যেভাবে আমাদের উপার্জনে সরকারের অংশ থাকে যাকে টেক্স বলে। এ টেক্স আমাদের উপকারের জন্য অর্থাৎ দেশ পরিচালনার জন্য খরচ হয় অনুরূপ আমাদের উপার্জনে প্রভুরও হক আছে যা আমাদের দরিদ্রের উপর খরচ হবে।

৩. চলাচল থাকলে জিনিস ভালো থাকে। বাঁধাপ্রাপ্ত জিনিস পরিবর্তন হয়ে যায়। কুপের পানি বের হতে থাকলে ভাল থাকে নতুবা পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই সম্পদকে আটকে না রেখে তাকে চলাচল করতে দাও।

৪. যাকাত দ্বারা পরস্পরের সাহায্যের অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। যা মানুষের উত্তম গুণ। প্রভুর নি'মত ভাগ বন্টন করে ভোগ কর।

৫. খরচের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়। খরচ না করলে হ্রাস পায়। আঙ্গুর ও কুল গাছের ডাল কেটে দিলে ফলন বেশী হয়, না কাটলে কম হয়। দানা শষ্য ক্ষেতে ছিড়িয়ে দিলে অধিক হয়। একত্রিত করে রাখলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

(৪৯) প্রশ্ন : যখন প্রভু আমাদের সম্পদ দিয়েছেন তাহলে তা আমাদের অংশ আমরাই ব্যবহার করব। আমাদের অংশ মফতখোরদের দেব কেন?

উত্তর : প্রভু যে জিনিস কাউকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেবেন তাহলে তাতে অন্যের অংশও থাকে। মহিষের স্তনে দশ সের দুধ থাকে, তা কেবল মাত্র তার বাচ্চার জন্য নয়। অন্যদের তাতে অংশ আছে। মা কুকুরের স্তনে অল্প পরিমাণ দুধ থাকে তা কেবলমাত্র তার বাচ্চাদের জন্য। যদি নিমন্ত্রণকারী অতিথিদের সামনে প্রয়োজনের বেশী খাবার রাখে তা সব অতিথিদের জন্য নয়। বরং হাঁড় সমূহ তার কুকুরদের জন্য অবশিষ্টগুলো তার চাকর বাকরদের জন্য। ক্ষেতে কূপ থেকে পানি আসছে, তা কৃষকদের জন্য। যদি ক্ষেতের মালিক পানি

ছাড়িয়ে না দেয় তাহলে কূপের মালিক পানি ছাড়বে না। দরিদ্ররা প্রভুর ক্ষেত, তার প্রদত্ত সম্পদ তাঁদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

(৫০) প্রশ্ন : কি যাকাত কেবলমাত্র সম্পদের মধ্যে না প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে?

উত্তর : শরয়ী যাকাত কেবলমাত্র ব্যবসায়িক সম্পদের মধ্যে। তবে যাকাতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য প্রত্যেক স্থানে বিদ্যমান। ফলের শাঁস মানুষের জন্য আর চামড়া জন্তুদের জন্য, গমে ফল আমাদের অংশ, ভূষি জন্তুদের অংশ, গমে আটা আমাদের অংশ, ভূষি জন্তুদের প্রাপ্য। আমাদের দেহে চুল ও নখ পৃথক করা আবশ্যক এ সবগুলো যাকাত। অসুস্থতা সুস্থতার যাকাত, বিপদ শান্তির, নামাযসমূহ যেন পার্থিব কাজ-কারবারের যাকাত।

(৫১) প্রশ্ন : যাকাত দ্বারা সম্প্রদায়ের মধ্যে রোগ এবং ভিক্ষা মনোবৃত্তি বেড়ে যাচ্ছে। তাই বর্তমানে যতগুলো ভিক্ষুক মুসলমানদের মধ্যে আছে সে পরিমাণ অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। যখন মফত পাওয়া যাচ্ছে পরিশ্রম করবে কেন?

উত্তর : যাকাত দ্বারা মুসলিম সম্প্রদায় অন্যের মুখাপেক্ষী হবেনা, নিজেদের প্রয়োজন নিজেদের জাতি দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। মুসলিম বেনিয়া সম্প্রদায়ের দিকে দেখ যাকাতের সুষম বন্টনের ফলে তাদের মধ্যে দরিদ্র নেই। মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্রতা একশত বছর থেকে এসেছে। যাকাতের বিধান চৌদ্দশত বছর থেকে প্রচলন হয়েছে। যদি যাকাত সম্প্রদায়কে গরীব করত তাহলে প্রথম যুগের মুসলমান ধনী ছিলেন কেন? বর্তমান দারিদ্রতার কারণ মুসলমানদের বিলাসিতা, বেকারত্ব, মামলাবাজী, হারাম রীতি নীতি প্রবর্তন। ইসলাম যেখানে যাকাতের বিধান সম্পদশালীদের উপর প্রবর্তন করেছে সেখানে দরিদ্রদেরকে ভিক্ষা করার বিষয়ে কঠোর নিষেধ আরোপ করেছে। বৈধ উপার্জনের জোড়ালো নির্দেশ দিয়েছে। দরিদ্রদের যাকাত পাওয়ার আশা থাকবে তবে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবেনা যাকাত পাওয়া যাবে অথবা যাবে না।

(৫২) প্রশ্ন : যাকাত নিকটাত্মীয়দের দেয়া জায়েয কেন? একেবারে দূরবর্তীদের দেয়া উচিৎ যাদের সাথে পার্থিব কোন সম্পর্ক নেই।

উত্তর : নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়ার দু'টি উপকারিতা আছে। ১. ইবাদত। ২. নিজ আত্মীয়র সেবা, আত্মীয়র সেবা ও সুন্দর আচরণ এমনিতে আবশ্যক। প্রভুর বিশেষ দয়া হচ্ছে তিনি সেবার ভেতরে ইবাদতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

(৫৩) প্রশ্ন : নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানদের যাকাত দেয়া উচিৎ তারাও তো নিকট আত্মীয় বরং শক্তিশালী নিকট আত্মীয়।

উত্তর : মাতা, পিতা, স্বামী, স্ত্রী পরস্পর সম্পদের অংশীদার। এরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ নিঃসংকোচে খরচ করে, তা নিজের সম্পদ মনে করে খরচ করে। বলা হয়, এটি আমাদের পৈতৃক সম্পদ। যদি তাদের যাকাত দেয়া হয় তাহলে যাকাত যেন নিজ ঘরে দেয়া হলো। তাই ঐ সব আত্মীয়দের যাকাত দিওনা।

(৫৪) প্রশ্ন : পয়গম্বরের উপর যাকাত ফরজ নয় কেন? নামায রোযার মত এটিও তাঁদের উপর ফরজ হওয়া উচিৎ ছিলো।

উত্তর : দুটি কারণে।

১. পয়গম্বর এমন ফানাফিল্লাহ যে, তাদের মাল সরাসরি প্রভুর মালিকানাধীন। তাঁরা মালিকই নন। প্রভুর মালিকানার যাকাত নেই। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদির ওয়াকফকৃত মালে যাকাত নেই। কেননা এসব মাল কারো মালিকানাধীন নয়, প্রভুরই মালিকানাধীন । এ রূপ নবীদের মাল, তাই নবীদের মালে মীরাস নেই। ওয়াক্‌ফকৃত মালে মীরাস কিভাবে হয়।

২. উম্মত নবীর বিধানগত দাস-দাসী। তাই যদি পয়গম্বর কারো বিবাহ অপর কারো সাথে করিয়ে দেয় তা মানা আবশ্যক। যেমন হযরত যায়দ ও জয়নাবের বিবাহ। যদি কারো বিবি কারো উপর হারাম করে দেন তা বিবি হওয়া সত্ত্বেও তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যেমন- হযরত কা'ব বিন মালেকের অবস্থা। মাওলা নিজ দাস-দাসীকে নিজের যাকাত দিতে পারে না। তাই কোন মুসলমান পয়গম্বরের যাকাত'র মসরফ নয়। তাই তাদের উপর যাকাত ফরজ নয়। যে ইবাদত আদায় করা যায় না তা ফরজ হয় না।

(৫৫) প্রশ্ন : যাকাত $\frac{১}{৪০}$ অংশ কেন? কম বেশী হয় নাই কেন?

উত্তর : বনি ইস্রাইলের উপর $\frac{১}{৪}$ অংশ যাকাত ছিল অর্থাৎ প্রতি এক টাকায় চার আনা। শতকরা পঁচিশ (২৫%)। এ উম্মতের প্রতিটি পুণ্যে দশগুণ সওয়াব মিলে। আল্লাহ বলেন- فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا। তাই প্রভু এ উম্মতের জন্য দশগুণ নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করেছেন যাতে এটি দশগুণ হয়ে $\frac{১}{৪}$ চার ভাগের এক ভাগের সমান হয়ে যায়। যেমন

নামায পড়তে হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্রে দশগুণ হয়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত। অনুরূপ যাকাত আদায় করতে হবে শতকরা ২.৫০% (আড়াই) তবে সওয়াব পাওয়া যাবে শতকরা ২৫%।

(৫৬) প্রশ্ন : যাকাত বছরে একবার কেন ফরজ? নামাযের ন্যায় দৈনিক অথবা হজ্বের মত জীবনে একবার ফরজ নয় কেন?

উত্তর : ইসলামের উদ্দেশ্য এই যে, সম্পদ বাড়তে থাকবে এবং যাকাতও বের হতে থাকবে। তাই মালিককে পূর্ণ এক বছরের অবকাশ দিয়েছে। ব্যবসায়ী পূর্ণ এক বছর ব্যবসা করতঃ খুব ভালভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করবে অতঃপর সম্পূর্ণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বের করবে। কেননা বছরে তিনটি মৌসুম এবং চারটি ঋতু আসে। অতএব সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিস কোন মৌসুমে মূল্য হ্রাস পায় অন্য ঋতুতে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(৫৭) প্রশ্ন : যাকাতকে যাকাত কেন বলা হয়?

উত্তর : যাকাতের অভিধানিক অর্থ পবিত্রতা- بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ তাই যবেহকৃত প্রাণীকে مُزَكّٰى বলা হায়। যেহেতু যাকাত বের করার পর অবশিষ্ট মাল পবিত্র হয়ে যাবে। তাই তাকে যাকাত বলা হয়। অথবা যাকাত অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কেননা যাকাত বের করার দ্বারা মাল বৃদ্ধি পায় এবং নিরাপদ থাকে। তাই তাকে যাকাত বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰا وَيُرْبِى الصَّدَقَٰتِ ۝٢٧٦

"আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে নিশ্চিন্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন।"[১৯]

---

[১৯]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬

হজ্ব ও জিয়ারত

(৫৮) প্রশ্ন : হজ্বের অর্থ কি এবং হজ্বকে কেন হজ্ব বলে?

উত্তর : হজ্বের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা ও সংকল্প। যেহেতু তাতেও মানুষ আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে সফর করে তাই তার নাম হজ্ব।

(৫৯) প্রশ্ন : ইসলামে হজ্ব কেন ফরজ? অকারণে মুসলমানদেরকে সফরের কষ্ট ও টাকা খরচে কেন ফেলা হলো?

উত্তর : হজ্বে ধর্মীয় এবং পার্থিব হাজার সুবিধা আছে। পার্থিব সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

১. যেমন দৈহিক আনন্দের জন্য বাগানে ভ্রমণ করতে যায়। তথাকার আবহাওয়া মস্তিষ্ককে উর্বর করে। তথাকার সুঘ্রাণ তাকে সুভাসিত করে। অনুরূপ পবিত্র হেরেমের জমিন ঈমানের বাগান। সেখানকার আবহাওয়া ঈমানকে সতেজ করে। যেহেতু উহা হাজার হাজার নবীদের অতিক্রমস্থল এবং লক্ষ লক্ষ নবীদের দাফনের স্থান তাই তথাকার সুঘ্রাণ ঈমানকে সুভাসিত করে।

২. হজ্বে জলে ও স্থলে সফর করতে হয় যাতে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

৩. হজ্বে প্রত্যেক দেশের মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। যাতে বিশ্ব মুসলিমে একতা ও সংহতি বাড়তে থাকে।

৪. হজ্ব মুসলমানদের বার্ষিক কনফারেন্স। যাতে অনায়সে মুসলানগণ একত্রিত হয়।

৫. হজ্বের মাধ্যমেই হেজাজের বাসিন্দারা লালিত-পালিত হয় কেননা সেখানকার ভূমি অনুর্বব। তারা হজ্বের উপর জীবন নির্বাহ করে।

৬. হজ্বে সফরের মূল্যায়ন ও মুসাফিরের কষ্ট অনুভব হয়। যা দ্বারা মানুষের মধ্যে মুসাফিরদের সেবার মানসিকতা ও প্রেরণা তৈরী হয়।

৭. হজ্ব দ্বারা মানুষ কষ্ট সহ্য করার অভ্যস্ত হয়। কেননা উভয় হেরেম শরীফে অবশ্যই কষ্ট সহ্য করতে হবে।

(৬০) প্রশ্ন : হজ্বে ধর্মীয় সুবিধাসমূহ কি কি?

উত্তর : শত শত সুবিধা আছে।

১. হজ্বে মুসলমান আল্লাহর জন্য নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে, যাতে মুহাজিরের সওয়াব আছে।

২. হজ্বে পয়গম্বরের স্মরণ নবায়ন হয়। যা দ্বারা তাদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। নবীদেরকে ভালবাসাই হলো ঈমানের অঙ্গ।

৩. হজ্বে হযরত হাজেরা, হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামের অনুসরণ। ভাল লোকদের অনুসরণই ভাল।

৪. হজ্বে হযরত হাজেরার অসহায়ত্ব এবং মহান প্রভুর কুদরত মনে পড়ে। যা দ্বারা মানুষের মধ্যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়। কেননা হযরত হাজেরার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক হচ্ছে এই হজ্ব। হজ্ব দ্বারা কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মিনায় হযরত খলিল নিজ সন্তানকে কুরবান দিয়েছেন যার স্মৃতিচারণে হাজীরা এখনো কুরবানী দিচ্ছেন।

(৬১) প্রশ্ন : হজ্বে তাওয়াফ কেন হয়? কা'বার চতুর্দিকে ঘোরা পাগলের মত মনে হয়।

উত্তর : হজ্বে প্রেমের প্রাধান্য। পতঙ্গ বাতির জন্য পাগল, তার চতুর্দিকে ঘোরে। হাজ্বিও প্রভু প্রেমিক, তাঁর ঘরকে বাতি মনে করে তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে।

(৬২) প্রশ্ন : হজ্বে এহরাম কেন বাঁধা হয়?

উত্তর : যেভাবে নামাযে প্রবেশ তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে হয় অনুরূপ হজ্বে প্রবেশ এহরাম পরিধান দ্বারা হয়। এহরামের কাপড়ে কফনের কথা মনে পড়ে। আগামীতে আমাকে এভাবে সেলাই বিহীন কাপড় পরে কবরে যেতে হবে। এহরামে আমির ফকিরকে একই রকম করা হয়েছে। এহরামে প্রেমিক সাজিয়ে প্রভুর দ্বারে উপস্থিত করা হয়েছে। এলোমেলো চুল, লম্বা নখ, কফনের কাপড় গলায় ঢেলে আশেক উপস্থিতির ধ্বনি তুলতে হাজির হয়েছে।

(৬৩) প্রশ্ন : হজ্বের জন্য মরুভুমিকে কেন নির্ধারণ করা হলো? সবুজ শ্যামল উদ্যানে হওয়া উচিৎ ছিলো।

উত্তর : কা'বার অবস্থান স্থল আবাদ ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তা থেকে ভূমি সম্প্রসারিত হয়েছে। মধ্যবর্তী স্থানে প্রত্যেক দেশের মানুষের পৌছা সহজ। এ ভূমিতে ঐ সব নবীদের পবিত্র আগমন হয়েছে হজ্ব যাঁদের স্মৃতিচারণ।

(৬৪) প্রশ্ন : তাহলে তো ঐ স্থানকে সবুজ শ্যামল করে দেয়া উচিৎ ছিলো। মরুভূমি করে রাখা হলো কেন?

উত্তর : যাতে হাজ্বী কেবলমাত্র প্রভুর রেজামন্দির জন্য এখানে আসে, পার্থিব অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। সবুজ শ্যামল দেশে ভ্রমণ, ব্যবসা, বিশ্রাম ও বিলাসিতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হতে পারে। এ অনাবাদী ও মরুভূমিতে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই হাজ্বীকে সেলাই করা কাপড় খুলে সেলাইবিহীন কাপড় পরানো হয়। যাতে বাহ্যত বিলাসিতাও শেষ হয়ে যায়। বিলাসিতা করতে চাইলে লন্ডন ও প্যারিস যাও। ইবাদত করতে চাইলে আরবে উপস্থিত হও।

(৬৫) প্রশ্ন : হুজুর আলাইহিস সালামের অবস্থান মক্কা মুয়াজ্জমায় কেন হলো না? এত দূর পবিত্র মদিনাতে হয়েছে।

উত্তর : যাতে হজ্বের উসিলায় জিয়ারত না হয়। জিয়ারতের জন্য পৃথক সফর হয়। যাতে পর্যটকের কাছে জিয়ারতের সম্মান সৃষ্টি হয়। তাই হুজুর আলাইহিস সালামের জন্ম কোন প্রসিদ্ধ মাস রমজান ইত্যাদিতে হয় নাই, না কোন প্রসিদ্ধ দিন 'শুক্রবার' অথবা 'রবিবার' এ হয়েছে। কেননা হুজুরের সংস্পর্শে অন্যরা সম্মানিত হয়েছে। প্রভু ব্যতীত অন্য কোন জিনিস দ্বারা হুজুরের সম্মান হয় নাই।

(৬৬) প্রশ্ন : আরাফা, মুজদালিফা ও মিনা প্রয়োজনীয় কেন?

উত্তর : যেখানে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অতিক্রম হয় অথবা যে স্থানে কোন প্রিয় বান্দার উপর প্রভুর ফজল অবতীর্ণ হয়, ঐ স্থানটি কিয়ামত অবধি রহমত অবতরণের স্থান হয়ে যায়। একই অবস্থা তারিখও দিনসমূহেরও। মিনাতে আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হয়েছে। আরাফাতে হযরত আদম ও হাওয়ার সাক্ষাৎ হয়েছে। মুজদালিফায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাওবা কবুল হওয়ার পর অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করেছেন। মিনাতে হযরত খলিলুল্লাহ ছেলের কুরবানী দিয়েছেন। এ কারণে এ স্থানগুলো কিয়ামত অবধি বরকতময় হয়ে গেল। যেহেতু এ কাজগুলো উক্ত তারিখসমূহে হয়েছিল তাই তারিখও ঐগুলো নির্ধারিত রইল।

(৬৭) প্রশ্ন : পবিত্র মদিনাতে উপস্থিতি কেন দেয়া হয়?

উত্তর : নিঃসন্দেহে তার রহমত প্রত্যেক স্থানে আছে তবে প্রত্যেক স্থানে পাওয়া যায় না। পবিত্র মদিনাও বুজুর্গদের আস্তানা প্রভুর রহমত পাওয়ার

স্থান। ট্রেন সমস্ত লাইন দিয়ে অতিক্রম করে তবে তা পাওয়ার জন্য ষ্টেশনে যেতে হয়। বিদ্যুতের স্রোত সব তারে আছে তবে জ্যোতি ঐখানে পাওয়া যাবে যেখানে বাল্ব থাকবে। এ স্থানগুলো প্রভুর রহমতের ষ্টেশন অথবা বৈদ্যুতিক বাতি। প্রভু প্রত্যেক স্থানে রিজিক দেয়। প্রত্যেক স্থানে রোগ থেকে মুক্তি দেয়। তবে রিজিক অন্বেষণের জন্য ধনীদের দ্বারে আরোগ্যতা লাভের জন্য ডাক্তারদের দোকানে যেতে হয়। অনুরূপ পবিত্র মদিনা আধ্যাত্মিক রিজিক ও আরোগ্যতা লাভের স্থান।

(৬৮) প্রশ্ন : মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে এবং সাহাবাগণের মাজার শরীফে সালাম কেন পড়া হয়?

উত্তর : ভিক্ষা প্রার্থী দাতার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘর ও ঘরের বাসিন্দাদের দোয়া করেন। এ দোয়াগুলো যেন ভিক্ষা চাওয়ার পন্থা। আমরা ভিক্ষুক তাঁদের দরজায় আহবান করার জন্য সালাত ও সালাম আরজ করি। যাতে ভিক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿٨٦﴾

"যখন তোমাদের কেউ সালাম করে তা থেকে উত্তম জওয়াব দাও অথবা কমপক্ষে তার অনুরূপ দাও।"

আমরা অধমদের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে হযরত সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সালামের অবশ্যই উত্তর দেবেন। বলবেন, وعليكم السلام 'হে আমার উম্মত! তোমরাও শান্তিতে থাক।' হুজুরের দোয়া কবুলই হয়। যদি একবারই নিরাপদ থাকার দোয়া দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা উভয় কুলের বিপদ থেকে নিরাপদে থাকব। এ সালাত ও সালাম দোয়া নেয়ার কৌশল।

(৬৯) প্রশ্ন : মদিনা শরীফের মাটিকে আরোগ্য লাভের মাটি বলা হয় কেন? যমযমের পানি ঔষধ ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কেন ব্যবহার করে?

উত্তর : যমযমের পানি একজন পয়গম্বরের চরণের স্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয় তাঁর চরণের ব্যবহৃত পানি। পবিত্র মদিনার বালু কনা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরণের স্পর্শ পেয়েছে। তাই তাতে আরোগ্য দেয়ার যোগ্যতা এসেছে। কবির ভাষায়-

کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے
یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے

মৌমাছির মুখে ফুলের হালকা পাতলা রস গাঢ় মধুতে রূপান্তর হয়। রেশমী পোকার মুখের সংস্পর্শে শাহতুত ফল বৃক্ষের পাতা রেশম বনে যায়। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের ঘোড়ার খুরের স্পর্শে মাটির মধ্যে জীবন দানের শক্তি সৃষ্টি হয়। যা দ্বারা সামেরীর গোবাছুর জীবিত হয়ে যায়। অনুরূপ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরণের স্পর্শ পেয়ে মদিনা শরীফের মাটি আরোগ্য দানকারী হয়ে গেছে। স্বয়ং নবী মদিনা শরীফের মাটিকে আরোগ্য দানকারী বলেছেন-

بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يَشْفِى سَقِيْمَنَا.

মদিনা শরীফের মাটির এ বৈশিষ্ট্য কিয়ামত অবধি বিদ্যমান থাকবে।

(৭০) প্রশ্ন : যমযমের পানিকে যমযমের পানি কেন বলা হয়?

উত্তর : زَمْ زَمْ (যমযম) زَمْزَمَةٌ থেকে নির্গত যার অর্থ "গুণগুণ করে গান করা" যেহেতু হযরত হাজেরা প্রথমবার এই পানি সানন্দে গুণগুণ করে পান করেছিলেন তাই তার নাম যমযম রাখা হয়।

অথবা এ শব্দটি যমযম زَمْ زَمْ ছিলো যার অর্থ থাম থাম। হযরত হাজেরা এই পানি দেখে তার চতুর্দিকে দেয়ালের মত তৈরী করে দেন এবং বলেন, يَا مَاءُ زَمْ زَمْ হে পানি থাম থাম। তাই তার নাম যমযম হয়।

হাদিস শরীফে আছে, যদি ঐ পানিকে বাঁধা দেয়া না হতো তাহলে পূর্ব পশ্চিম সাগরের মত হয়ে যেত।

(৭১) প্রশ্ন : কুরবান কেন করা হয়? জন্তুর জীবন নেয়াও কি ইবাদত?

উত্তর : কুরবান দ্বারা প্রভুর উপর কুরবান হওয়ার শিক্ষা অর্জিত হয়। কেননা প্রত্যেক নিম্ন বস্তু উচ্চ বস্তুর উপর, অধস্তন উর্ধ্বস্তনের উপর উৎসর্গিত হয়। শষ্য ক্ষেতের উপর যে জমিনে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে, শষ্য জন্তুর জন্য উৎসর্গিত যে জন্তু শষ্য দানা আহার করেছে। জন্তু মানুষের উপর উৎসর্গিত যাকে যবেহ করে দেয়া হয়েছে। এ মূলনীতি অনুযায়ী উচিৎ হচ্ছে মানুষ প্রভুর উপর উৎসর্গিত হওয়া। যখন ধর্মের তার জীবনে প্রয়োজন হবে তখন পেশ করবে। যেমন খলিলুল্লাহ নিজ সন্তানের কুরবানী আল্লাহর নির্দেশে পেশ করেছেন। তাছাড়া যবেহ করার দ্বারা জিহাদ ও শাহাদতের প্রেরণা তৈরী হবে। যে সম্প্রদায় রক্ত দেখে নাই সে সম্প্রদায় কখনো যুদ্ধ করতে পারে নাই। যেমন ভীতু ও ভামুন। যে মরতে পারে সে বাঁচতেও পারে। যে জাতির মধ্যে মরণের প্রেরণা নেই ঐ জাতির পৃথিবীতে বেঁচে থাকার হকও নেই। মনে হয় কুরবানী দাতা জন্তু কুরবান দিয়ে নিজে কুরবান হয়ে যাওয়ার শিক্ষা অর্জন করে।

জিহাদ এবং শাহাদত

(৭২) প্রশ্ন : ইসলামে জিহাদের বিধান রাখা হলো কেন? এটি তো পাশবিক কাজ। রক্ত প্রবাহ ও নিরাপত্তা বিঘ্ন করাতে কি লাভ আছে?

উত্তর : জিহাদে অনেক রহস্য নিহিত আছে। কয়েকটি নিম্নরূপ-

যেগুলো নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ তা ধমিয়ে দেয়া ও অপসারিত করা যেন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। প্রশাসন পাপী ও উশৃংখলদের শাস্তি দেয় যাতে ভাল লোক নিরাপদে থাকতে পারে। ক্ষেত থেকে আগাছা দূর করা হয় যাতে ফসলের কোন ক্ষতি না হয়। পচাঁ ধরা অঙ্গ কেটে ফেলা হয় যাতে সুস্থ অঙ্গে পচন না ধরে। কাফেররা পৃথিবীর জন্য যেন ঘাস অথবা সুস্থ দেহে যেন পঁচা ধরা অঙ্গ। মু'মিন পুরুষ যেন ক্ষেত অথবা সুস্থ দেহ। তাদের পরাজিত করা সৎ লোকদের যেন নিরাপত্তা দেয়। জিহাদ দ্বারা সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধি পায়। যা দ্বারা সম্প্রদায় সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারে। জিহাদের দ্বারা ইবাদতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তরবারীর ছায়াতলে মসজিদসমূহ ও ইসলামী বিধানসমূহ প্রচলন হতে পারে। তরবারী কুরআনের পথ পরিস্কার করে এবং কুরআন তরবারীকে বিপথে চলতে বাঁধা দেয়। যেমন সুস্থ থাকার জন্য রোগের কারণসমূহ দূর করা আবশ্যক অনুরূপ ধর্মীয় শক্তির জন্য, কুফুরির শক্তিকে খর্ব করা প্রয়োজন।

(৭৩) প্রশ্ন : কি জিহাদ দ্বারা এ উদ্দেশ্য যে, কাফেরদের ধ্বংস করে দেয়া হবে?

উত্তর : না, বরং কুফুরীর প্রাধান্য চুরমার করে দেয়া। যদি জিহাদ দ্বারা কুফুরী অপসারন উদ্দেশ্য হতো তাহলে বর্তমানে হিন্দুস্থানে একজন কাফেরও দেখা যেত না। কেননা এখানে আটশত বছর পর্যন্ত ইসলামী শাসন ছিলো। আল্লাহর জমিনে মুসলমানদেরও থাকার অধিকার আছে। কাফেররা এটি পছন্দ করতে পারে না। জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের এ বৈধ হক আদায় করে দেয়া হয়।

(৭৪) প্রশ্ন : জিহাদকে কেন জিহাদ বলা হয়?

উত্তর : জিহাদ 'জাহদ' থেকে তৈরী হয়েছে অর্থ কষ্ট। যেহেতু সমুদয় ইবাদত থেকে এটি বেশী কষ্টকর। তাতে সফরও আছে। জীবনের শঙ্কাও আছে, বিপদও সহ্য করতে হয়, তাই তাকে জিহাদ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কষ্ট সাধ্য

ইবাদত। তাই তার সওয়াবও বেশী। মেরে আসলে গাজী- মরে গেলে শহীদ। অপহৃত হলে রোযা, ফিরে আসতে পারলে ঈদ।

(৭৫) প্রশ্ন : শহীদকে শহীদ কেন বলে?

উত্তর : হয়ত শহীদ অর্থ উপস্থিত কেননা অন্য লোক কিয়ামতের পর বেহেশতে উপস্থিত হয় আর এ মরনের পরই সবুজ বর্ণের পাখির আকৃতিতে বেহেশতে পৌঁছে যায় এবং তথাকার জীবিকা আহার করে তাই শহীদ অর্থ উপস্থিত। অথবা এ জন্য যে, শহীদকে প্রভুর দরবারে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে- কিছু চাও; আরজ করবে, আমাকে যেন পুণ: পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। যাতে পুণ: শহীদ হতে পারি। যে স্বাদ মাটি ও রক্তে কাতরাতে পেয়েছি তা কখনো পাই নাই। প্রভুর নির্দেশ হবে; আমি একবার পাশ করানোর পর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করি না। তাই এ শহীদ। অথবা শহীদ অর্থ সাক্ষী। এমনিতে সমস্ত মুসলমান বিগত পয়গম্বরদের সাক্ষী তবে শহীদ সরকারী সাক্ষী।

(৭৬) প্রশ্ন : শহীদের ইসলামে কি মর্যাদা?

উত্তর : নবুয়তের পর সিদ্দিকিয়ত, সিদ্দিকিয়তের পর শাহাদত। প্রভু বলছেন,

مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।"[২০]

শহীদের উপর নবীর বিশেষ তজল্লী আছে। নবীর নিদ্রা অজু ভাঙ্গেনা। শহীদের মৃত্যু গোসল ওয়াজিব করে না। নবীর উচ্ছিষ্ট উম্মতের জন্য পবিত্র। শহীদের রক্ত পবিত্র। নবীরা ওফাত শরীফের পরও জীবিত, রিজিক পান। হাদিস শরীফে আছে-

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

'আল্লাহ তায়ালা মাটির ওপর নবীদের শরীর খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং নবী আলাইহিস সালাম জীবিত এবং রিজিক দেয়া হয়।'[২১]

[২০]. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬৯

শহীদও মৃত্যুর পর জীবিত, রিজিক পায়। আল্লাহ পাক বলেন,

بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

" বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।"[২২]

(৭৭) প্রশ্ন : শাহাদতের এত উচ্চ মর্যাদা কেন?

উত্তর : সওয়াব পরিশ্রম অনুযায়ী পাওয়া যাবে। যেহেতু অন্যান্য ইবাদতকারী আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের পয়সা সময়মত খরচ করেন। জীবন হচ্ছে সব চাইতে মূল্যবান জিনিস। তার বিনিময়ও অধিক হবে। সরকার সৈন্যদের খুব বেশী সম্মান করে। যারা মারা যাবে তাদের ছেলে সন্তানদের প্রতিও সুন্দর আচরণ করে। কেননা তারা নিজেদের জীবন দিয়ে প্রশাসনের সেবা করেছে। এভাবে শহীদ হয়েছে।

(৭৮) প্রশ্ন : প্রধান শহীদ কে? আবু বকর সিদ্দিক না হযরত ওমর না ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম?

উত্তর : ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است এ সব সম্মানিত মনীষীরা বিভিন্ন দিকে প্রধান শহীদ হয়েছেন। আবু বকর فنــاء فی الرســول (রাসুলের প্রেমে বিলীন) হিসেবে শহীদ প্রধান। হুজুরের ওফাত খায়বারের বিষ দ্বারা, সিদ্দিকের ওফাত সওর পর্বতের সাপের দংশন দ্বারা। হুজুরের ওফাত সোমবার দিন, সিদ্দিকের ওফাত মঙ্গলবার রাত। হুজুরের ঘরে ওফাতের রাতে প্রদীপে তেল ছিল না, সিদ্দিকের ঘরে কাফনের কাপড় ছিল না। হযরত ওমর এজন্য শহীদ প্রধান পবিত্র মদিনার জমিন, মসজিদে নববীতে ফজরের নামাযের ব্যস্ততা, হুজুরে মিহরাবে শাহাদত বরণ, পবিত্র রওজা শরীফে দাফন। হযরত ওসমান গণি শহীদ প্রধানের কারণ হচ্ছে- পবিত্র মদিনার জমিন, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, কুরআনের উপর রক্ত ঝরা, প্রতিরোধ ব্যতীত শহীদ হওয়া। ইমাম হুসাইন শহীদ প্রধানের কারণ হচ্ছে- তিনি শহীদ হওয়ার সময় বিদেশে শরণার্থী তিন দিন ধরে ধারাবাহিক রোযাদার, নিজ বাড়ীঘর আল্লাহর জন্য সপে দিয়েছেন, অতুলনীয় নামাযী যাঁর নামাযের জন্য অজু ও তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই।

[২১]. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ৫/১৩০, হাদিস : ১৬২৭

[২২]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৯

(৭৯) প্রশ্ন : কারবালা ঘটনা কেন হল? তাতে কি রহস্য আছে?
উত্তর : সাহাবাগণ ও আহলে বায়ত কুরআনের জীবন্ত তাফসীর। কুরআন কৃতজ্ঞদের বিনিময় বর্ণনা করেছেন, ধৈর্য্যশীলদের বিনিময়ও বর্ণনা করেছেন। খোলাফা-ই রাশেদীনের জীবন শোকরের তাফসীর, ইমামের পবিত্র জীবন ধৈর্যের তাফসীর। কৃতজ্ঞদের স্মারক হচ্ছেন খোলাফা-ই রাশেদীন। ধৈর্য্যশীল হয়ে ইমামের পবিত্র জীবন খোলাফা-ই রাশেদীনের স্মারক। ধৈর্য্যশীল হয়ে ইমামের শাহাদত কুরআনের তাফসীরের পূর্ণতা।

(৮০) প্রশ্ন : উক্ত ধৈর্য্যের জন্য ইমাম হোসাইনকেই কেন নির্বাচন করা হয়?
উত্তর : যেহেতু ইমাম হুসাইন বেহেশতী যুবকদের সর্দার। জান্নাতী যুবকদের মধ্যে কেউ মুহাজির হবে, কেউ গাজী, কেউ শহীদ। ইমাম হুসাইন কারবালার পূর্বে বাহ্যিকভাবে না মুহাজির ছিলেন, না মুজাহিদ, না গাজী। প্রভুর ইচ্ছে ছিলো একটি কারবালায় তাকে বেহেশতী যুবকের সমস্ত স্তরসমূহ অতিক্রম করানো। মনে হয় কারবালার উত্তপ্ত বালু প্রান্তর তার জন্য ট্রেনিং স্কুল ছিল তাই তাঁর জন্য সম্পদ, ছেলে-সন্তান, দেশ, বন্ধু-বান্ধব, জীবন। মোটকথা সবগুলো বিপদ একত্রিত করে দেয়া হয়েছে।

(৮১) প্রশ্ন : যদি ইমাম হুসাইন বেহেশতী যুবকদের সর্দার হন, বেহেশতে সকলই তো যুবক হবেন। তাহলে তিনি নবীগণ ও সিদ্দিকগণেরও সর্দার হবেন যেহেতু তারাও বেহেশতের যুবক হবেন। অথচ তিনি উম্মত নবীর সর্দার হতে পারেন না। তাছাড়া সিদ্দিক আকবরও শ্রেষ্ঠ হন নাই।
উত্তর : বেহেশতী যুবক দ্বারা উদ্দেশ্য যুবক অবস্থায় যারা ওফাত লাভ করেছেন। তিনি তাদেরই সর্দার কোন পয়গম্বর পৃথিবী থেকে যুবক অবস্থায় ওফাত লাভ করেন নাই। না সিদ্দিক আকবর, ফারুক-ই আযম, মওলা আলী যুবক অবস্থায় ওফাত লাভ করেছেন। তাই এই সম্মানিত মনীষীরা উক্ত বিধান বহির্ভূত।

(৮২) প্রশ্ন : প্রভু এ বিপদ কেন রেখেছেন, তিনি বান্দাদের বিপদে ফেলেন কেন?
উত্তর : এ বিপদসমূহ আসল নকলের যাচাই বাচাই করা। খাঁটি সোনা ও মিশ্রিত সোনা কষ্টি পাথর দ্বারা জানা যাবে। যুদ্ধক্ষেত্র ঈমানের কষ্টি পাথর। বিপদসমূহ দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন আগুন দ্বারা লৌহ পরিষ্কার হয়।

(৮৩) প্রশ্ন : কষ্টি পাথরের উপর ঐ ব্যক্তি যাচাই করবে যে আলেমুল গায়ব নয়, প্রভু যখন আলেমুল গায়ব তাঁর পরীক্ষার কি প্রয়োজন?
উত্তর : পরীক্ষাও কখনো নিজে দেখার জন্য কখনো অন্যকে দেখানোর জন্য হয়। প্রভুর পরীক্ষাসমূহ অন্য উদ্দেশ্যের জন্য হয়। যাতে কিয়ামতের দিন বিনিময় দেয়ার সময় কারো আপত্তির সুযোগ না থাকে।

(৮৪) প্রশ্ন : তাহলে তো সমস্ত মুসলমানের মুজাহিদ ও গাজী হতে হবে। জিহাদ ব্যতীত বেহেশত পাওয়া যাবে না নতুবা সৃষ্টির আপত্তি হবে, তাছাড়া বিপদ ব্যতীত পাপ থেকে পবিত্র হবে না।
উত্তর : পরীক্ষা প্রায় সকলেরই হয়, কারো বিশ্রামের সাথে, কারো বিপদের সাথে শ্রেণী ভিত্তিক পরীক্ষা পৃথক হয়। আয়ুব আলাইহিস সালাম ধৈর্য্যের পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম শোকরের মধ্যে। আমরা পাপীদেরও এ অবস্থা। কাউকে প্রদান করে পরীক্ষা, কারো থেকে নিয়ে পরীক্ষা, কোন কোন জিনিস আগুন দ্বারা পবিত্র হয়, কোন কোন জিনিস পানি দ্বারা। কোন মু'মিন বিশ্রামের দ্বারা পরিস্কার হয় অপর কেউ কষ্ট দ্বারা।

(৮৫) প্রশ্ন : ইমাম হুসাইন'র হত্যাকারী কে ছিল সুন্নী না শিয়া?
উত্তর : তার হত্যাকারী প্রকৃত শিয়া ছিলো। তার তিনটি প্রমাণ। ১. ইমাম হুসাইনের হত্যাকরীরা কুফাবাসী ছিলো। কুফাতেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজধানী ছিলো এবং তাঁর বাসস্থান। উল্লেখ্য শিয়ারা সেখানেই থাকত। বর্তমানেও লক্ষ্ণৌ এবং আউদ শিয়াদের কেন্দ্র। কেননা সেখানে শিয়া রাজা-বাদশাহরা থাকেন। যদি শিয়ারা কুফায় বসবাস না করে তাহলে বলো তারা কোথায় থাকে? ২. এখনো শিয়াদের কাছে তাক্বিয়াহ (জুলুমের ভয়ে সত্য গোপন করা) ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিধান। অথচ তখন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাক্বিয়াহ করেন নাই। ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ বলে, বসরা থেকে হেজাজী পোশাক পরে হেজাজ'র পথে কুফা পৌছি যাতে মানুষ মনে করে ইমাম হুসাইন এসেছেন। ৩. বর্তমানেও মহররম মাসে শিয়ারা ঐ কাজ করছে যা ঐ সময় ইয়াজিদীরা করেছিলো। ইমামের জানাযা বের করা, তাজিয়া মিছিল করা, তাতে নাচন কুদন এগুলো নবী পরিবার করেন নাই।

(৮৬) প্রশ্ন : শিয়ারা শোক সভায় বক্ষে আঘাত করে কেন? তার কি কোন ভিত্তি আছে? কোন কোন স্থানে শিকল ও তরবারী দ্বারা শোক করে।

উত্তর : এ জন্য যে, তাদের অন্তর সাহাবা-ই কিরামের প্রতি শত্রুতা দ্বারা পরিপূর্ণ। তাদের বক্ষসমূহ ঘাত প্রতিঘাত ও আঘাতের উপযোগী। এখানে তারা নিজেরাই আঘাত করছে পরকালে উক্ত বক্ষসমূহ ফেরেশতাগণ আঘাত করবেন। ذلك العذاب الآخرة أكبر যদি এই বক্ষে আঘাত ভালবাসা প্রকাশের মাধ্যম হত তাহলে তাদের চেয়ে আহলে বায়তের প্রতিবেশী ভালাবাসা ছিল ইমাম জয়নুল আবেদীনের, তিনি তীর বল্লম দ্বারা শোক পালন করতেন।

(৮৭) প্রশ্ন : শহীদদের কেন জীবিত বলা হয়েছে?

উত্তর : এ জন্য যে, তাঁরা নিজেদের নশ্বর জীবনকে সত্য পথে উৎসর্গ করেছেন। তাই তাঁদের স্থায়ী জীবন অর্জিত হয়েছে। ইবাদত অনুপাতে বিনিময় অর্জিত হয়েছে। মাওলানা বলেন-

جان دی از بہر حق جانت دہند ☆ نان دی از بہر حق نانت دہند

আল্লাহ পাক বলেন-

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۝٧

"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব।"[২৩]

(৮৮) প্রশ্ন : যদি শহীদগণ জীবিত হন তাহলে তাদের বিবিগণ অন্যদের সাথে কেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের সম্পদসমূহ কেন বন্টন করা হয়?

উত্তর : এ গুলো ইন্দ্রিয়জাত ও পার্থিব জীবনের বিধান যে, মানুষের বিবিও সম্পদ অন্যের মিলবেনা। শহীদদের জীবন পরকালীন, আধ্যাত্মিক ও হুকমী যা অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা পড়ে না। তাই বলা হয়েছে-

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝١٥٤

"বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।।"[২৪]

এর অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমার তাফসীর নঈমী দ্বিতীয় পারা এই আয়াত সংশ্লিষ্ট দেখুন।

---

[২৩]. আল কুরআন, সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭

[২৪]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৪

বিবাহ ও তালাক

(৮৯) প্রশ্ন : বিবাহকে বিবাহ কেন বলে?

উত্তর : 'নিকাহ' অর্থ মিলন, যেহেতু তার দ্বারা দু'ব্যক্তি নয় বরং দু'গোত্র, দু'দেশ মিলিত। মেয়ের আপনজন ছেলের আপন হয়ে যায় এবং তার বিপরীত ও হয়ে যায়। তাই একে নিকাহ বলা হয়।

(৯০) প্রশ্ন : ইসলামে 'নিকাহ'কে ইবাদত কেন বলা হয়েছে, তাকে ব্যবসার মত পার্থিব কাজ কারবার করা হয় নাই কেন?

উত্তর : যেহেতু এটি নবীগণের সুন্নাত। আদম আলাইহিস সালাম থেকে কিয়ামতাবধি প্রচলিত। এর দ্বারা মানুষ পশু থেকে পৃথক হয়েছে, তার দ্বারা বংশ চালু হচ্ছে। বংশ দ্বারা হাজার উপকারিতা আছে। তার মাধ্যমেই আউলিয়া ও বুজুর্গদের জন্ম যার দ্বারা ইসলাম জীবিত ও টিকে আছে। তার দ্বারা সন্তানের লালন ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। বিবাহের দ্বারা সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়। মাত-পিতা, চাচা-চাচী ইত্যাদি বিবাহের বদান্যতায় 'নিকাহ' কে কুরআন শরীফ নি'মত বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝٥٤

"অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন।"[২৫]

মান রাখতে হবে ইবাদতের নির্ভরশীলও ইবাদত। অজু নামাযের জন্য ফরজ। নিকাহের উপর যাবতীয় ইবাদত নির্ভরশীল। নামাযী, গাজী তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এটি মূল ইবাদত।

(৯১) প্রশ্ন : ইসলামে 'নিকাহ' ইজাব ও কবুল দ্বারা হয়। হিন্দুদের মত কন্যার আশে পাশে চক্কর দেয়া অথবা ইংরেজদের মত ছেলের গলায় হার দেয়ার নাম কেন 'নিকাহ' হয় নাই?

উত্তর : এ জন্য যে, প্রত্যেক লেনদেন ইজাব ও কবুল দ্বারা হয় কেন। বিবাহে কন্যার নেয়া ও মহর দেয়া হয়। তাই তার জন্য ইজাব ও কবুল দরকার।

---

[২৫]. আল কুরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত : ৫৪

আমি যদি কারো ঘরের চতুর্দিকে চক্কর দিই অথবা কারো জন্তুর গলায় হার পরাই তার পরও মালিক হব না। তবে যদি সে বলে দেয় আমি প্রদান করলাম, আমি বলি, আমি নিলাম। সুতরাং মালিক হয়ে গেলাম। অনুরূপ বিবাহও।

(৯২) প্রশ্ন : নিকাহে সাক্ষী শর্ত কেন এবং এলান (ঘোষণা) সুন্নাত কেন?

উত্তর : যাতে ব্যভিচার থেকে পার্থক্য হয়ে যায়। ব্যভিচার গোপনীয়ভাবে হয়। তাছাড়া বড় ধরনের লেনদেনে সাক্ষী বানানো হয় যাতে আগামীতে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি না হয়। সাধারণ জিনিস লিখিত ব্যতীত ও সাক্ষী ব্যতীত লেনদেন হয়। তবে ভূমির ক্রয়-বিক্রয় সাক্ষীর ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যাতে আগামীতে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়। নিকাহও বড় ধরনের লেনদেন। যেখানে হাজার ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা আছে তাই সাক্ষী প্রয়োজন।

(৯৩) প্রশ্ন : নিকাহের মধ্যে ওলিমার দাওয়াত এ খুরমা ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত কেন?

উত্তর : এ কারণে যে, নিকাহ প্রভু প্রদত্ত নি'মত। নি'মতপ্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা প্রভুর কাছে পছন্দনীয়। ইরশাদ হচ্ছে-

فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۝٥٨

"সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।"[২৬]

এ গুলো আনন্দ প্রকাশের জন্য যেমন সন্তানের জন্মের উপর আকিকা করা।

(৯৪) প্রশ্ন : নিকাহে পুরুষের দায়িত্ব মহর কেন?

উত্তর : মর্যাদাগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য। বিবি নিজ জীবন স্বামীর কাছে অর্পন করেছেন। তার বিনিময়ে স্বামী মহর ও ভরণ পোষণ দিয়েছেন ভারসাম্য রক্ষা হলো। বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য না হলে বিক্রয় হয় না, দানপত্র হয়। যদি স্বামীর দায়িত্বে মহর ইত্যাদি হক না থাকে তাহলে মহিলা দাসী, স্ত্রী নয়।

(৯৫) প্রশ্ন : নিকাহে পুরুষকে মহিলার তুলনায় উত্তম কেন মানা হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একেবারে সমান কেন রাখা হয় নাই। মহিলাও আল্লাহর বন্দনী (দাসী)।

[২৬]. আল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৮

উত্তর : শৃংখলা তখনই বিদ্যমান থাকবে যখন প্রধান বিচারপতি একজন হবে, অন্যরা অধীনস্থ হবে। রাজ্যের বাদশাহ একজন, বৃক্ষের মূল একটি। মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুটি তবে অন্তর যে বাদশাহ সাদৃশ তা একটি। সৈন্যদের কমান্ডার চিপ একজন। অনুরূপভাবে ঘরের বাদশাহও একজন হতে হবে অন্যরা হবে অধীনস্থ যাতে ঘরের শৃংখলা বিদ্যমান থাকে।

(৯৬) প্রশ্ন : এটি তো এভাবেও হতে পারত মহিলা উত্তম, পুরুষ অধীনস্থ। এ রূপ করা হয় নাই কেন?

উত্তর : কয়েকটি কারণে। ১. পুরুষের দায়িত্বে মহিলার খরচ ও মহর মহিলার দায়িত্বে নেই। যে ভরণ পোষণ দেয় সেই হাকেম। ২. পুরুষ মহিলার তুলনায় সাধারণত বিবেক ও শক্তিতে অধিক ও সবল তাই সে-ই ব্যবস্থাপনার জন্য অধিক উপযুক্ত। ৩. মহিলার কাছে কোন কোন সময় এমন অবস্থা হয় যে যখন সে কোন কাজ করতে পারে না। বোধ শক্তিও যথাস্থানে থাকে না যেমন ঋতুস্রাব ও নিফাস অবস্থা, পুরুষ তা থেকে পবিত্র তাই নেতৃত্বের সে-ই উপযোগী। এ সব কারণেই নবুয়ত, রাজত্ব, বিচার ব্যবস্থা পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে।

(৯৭) প্রশ্ন : একজন পুরুষ চারজন মহিলাকে নিকাহ কিভাবে করতে পারে?

উত্তর : কয়েকটি কারণে। এক. মহিলাদের জন্ম পুরুষদের অনুপাতে বেশী। পুরুষরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারাও যায় তাই যদি কয়েকটি বিবাহের অনুমতি না হয় তাহলে মহিলা খরচ হবে না। দুই. কয়েকটি বিবাহ দ্বারা মানব জন্ম অধিক হবে। একজন স্ত্রীর যে সময়ে একটি সন্তান জন্ম হবে উক্ত সময়ে চারজন মহিলার চারটি সন্তান জন্ম হবে। বর্তমানে অধিক জনসংখ্যার কারণে অধিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হচ্ছে। অধিক জনসংখ্যার কারণে পাকিস্তানের জন্ম। হাদিসে আছে- "অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারিনী মহিলাকে বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের আধিক্যে গর্ব করব।" এ হাদিসে এ রহস্যটিও নিহিত আছে।

(৯৮) প্রশ্ন : যদি কোন স্থানে পুরুষ অধিক হয় তাহলে কি একজন মহিলা কয়েকজন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে?

উত্তর : কখনো পারবে না। পুরুষ প্রধান হাকেম (হাকিম) তিনি একজন হওয়া উচিৎ। তাছাড়া মানব সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা উভয়ের মুখাপেক্ষী। লালন-পালন মায়ের দায়িত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা পিতার দায়িত্ব। যদি মহিলার

কয়েকজন স্বামী হয় তাহলে কেউ সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নেবে না এবং বংশ কারো থেকে সাব্যস্ত হবে না। যেহেতু জীব জন্তু শিক্ষা-দীক্ষার মুখাপেক্ষী নয় তাই তাদের বেলায় এ শর্ত নেই। মহান আল্লাহ হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলী রেখেছেন একটি, অন্যগুলি আঙ্গুল যেগুলো স্ত্রী লিঙ্গ চারটি বৈধতা দিয়েছেন। জানা গেল যে, পুরুষ একজন হওয়া উচিৎ। তাছাড়া কয়েকজন স্বামীর মধ্যে স্ত্রীর খরচের কফিল কেউ হবে না। যেমন কয়েকজন সন্তানের জন্য একটি পিতাই চাই, একজনের কয়েকজন পিতা হতে পারে না অনুরূপ স্ত্রীর জন্য একজন স্বামীই দরকার।

(৯৯) প্রশ্ন : তাহলে তো নবীরও চারজন স্ত্রী হওয়া উচিৎ ছিলো, অথচ হুজুর আলাইহিস সালামের নয়জন স্ত্রী ছিলেন। এ রূপ বিলাসী ব্যক্তি দ্বারা নবুয়তের গুরু দায়িত্ব কিভাবে আদায় হতে পারে।

উত্তর : বিবাহ কেবলমাত্র বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য নয়। নতুবা হুজুর আলাইহিস সালামের বিবিগণ কুমারী হতেন। পূর্ণ যৌবনকালে যে নিকাহ হয়েছে তা হচ্ছে বয়স্ক রমনী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে, যাঁর বয়স চল্লিশ বছর এবং তাঁর বয়স ছিলো ২৫ (পঁচিশ) বছর। পঞ্চাশ বছর বয়স যা বার্ধক্যের বয়স ঐ সময় অন্যান্য বিবাহ হয়েছে। অতঃপর নবুয়তের দায়িত্ব এমনভাবে আনজাম দিয়েছে যে, সুবহানাল্লাহ! নবীদের দায়িত্ব হচ্ছে তাবলীগ, আর তাবলীগের জন্য প্রয়োজন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ততা। সম্পৃক্ততা ও সম্পর্ক সৃষ্টির উত্তম মাধ্যম হচ্ছে কন্যার আদান-প্রদান। হুজুর আলাইহিস সালম ঐ সব গোত্র প্রধানের মেয়েদের বিবাহ করেছেন যাদের দ্বারা পুরো গোত্র নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে। যেমন উম্মু হাবিবা উমাইয়্যা গোত্র প্রধান আবু সুফিয়ানের কন্যা। হযরত সুফিয়া- কিবতী সম্প্রদায় প্রধান হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ইত্যাদি। যার ফল শ্রুতিতে উক্ত সম্প্রদায় সমূহের সাথে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অবশেষে তারা সকলই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমান বৃটিশ ও আমেরিকার সম্পর্ক এত শক্তিশালী হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের কন্যা পরস্পরের ঘরে আছে। জার্মানের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক নেই। রাজা বাদশাহদের বিয়েতে হাজার রকমের রহস্য থাকে।

(১০০) প্রশ্ন : খৃষ্টান ও হিন্দুদের কাছে অবিবাহিত পাদ্রী বড় ইবাদতকারী, সাধু অবিবাহিত থাকে। ইসলামে এ রূপ নাই কেন?

উত্তর : আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিসমূহকে অকার্যকর করে দেওয়া বোকামি, যথাস্থানে ব্যয় করা পূর্ণতা। চোখ বন্ধ করে নেয়া বোকামি তবে তাকে অমুহরিম থেকে বিরত রাখা পূর্ণতা। যৌন শক্তি ও প্রভুর নি'মত। যদি এটি মন্দ হতো তাহলে প্রভু দিলেন কেন? যৌন শক্তিকে বাঁধা দেয়ার কারণে ব্যভিচারের বড় বড় কুফল প্রকাশিত হয়। যদি বিবাহ না করা পূর্ণতা হয় তাহলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দু'টি দাউদ আলাইহিস সালাম নিরানব্বইটি, সুলাইমান আলাইহিস সালাম এক হাজারটি বিবাহ কেন করেছেন? খৃষ্টানরা কি উত্তর দেবেন? রাম চন্দ্রের পিতা রাজা দশরত দুটি, কুতিয়া এক হাজার বিবি কেন রেখেছেন? হিন্দুরা কি উত্তর দেবেন?

(১০১) প্রশ্ন : মুসলমানের বিবাহ কাফেরদের সাথে কেন হতে পারে না? যখন তাদের সাথে ব্যবসা করতে পারে তাহলে বিবাহ হওয়াও উচিৎ।

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্য ঘর আবাদ করা, এটি তখনই হবে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আত্মার মিল হবে। ধর্মের ভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা হবে যার দ্বারা ঘর নষ্ট হয়ে যাবে।

(১০২) প্রশ্ন : তাহলে কিতাবী মহিলাদের সাথে নিকাহ কেন জায়েয? তারাও তো কাফের?

উত্তর : যেহেতু তারা ইসলামের কাছাকাছি। তাই আশা করা যায় এমন মহিলা মু'মিনের সংস্পর্শে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। যদি পুরুষের পদস্খলের আশংকা বিদ্যমান থাকে তাহলে কিতাবীদের সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ। মুশরিকা ও ধর্মত্যাগী মহিলা যেহেতু ইসলাম থেকে অনেক দূরে তাই তার ঈমানের আশা নেই। নিকাহও জায়েয নেই। কন্যার জন্যও সমতা কেন খুঁজছ? এ জন্য যে, প্রত্যেক মানুষ নিজ গোত্রের সাথে অধিক অন্তরঙ্গ ও পরিচিত হয়। অন্তরঙ্গ যত বেশী হবে ভালবাসাও ততবেশী হবে। উচ্চ বংশের কন্যা নিম্ন বংশের বরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না যার দ্বারা গৃহ বিবাদ লেগেই থাকে।

(১০৩) প্রশ্ন : ইসলাম চাচা ও ফুফুর মেয়ের সাথে নিকাহ কেন হালাল করেছে? সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে বিবাহ হওয়া উচিৎ ছিলো যেরূপ হিন্দুদের মধ্যে হয়।

উত্তর : যেহেতু পরস্পর আত্মীয় একজন অপর জনের অভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকে। তাই পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রেম-প্রীতি হবে অপরিচিতির সাথে অনুরূপ হবে না, তার স্বভাব অজানা থেকে যায়। তাছাড়া পরস্পরের

মধ্যে জাত কুলের খুঁজ খবর নিতে হয় না, পরস্পরে বিয়েতে গোত্রের সম্পদ গোত্রের মধ্যেই থেকে যায়। অন্যস্থানে যায় না। বিবাহের দ্বারা পরস্পরের ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা পূর্ব থেকে বংশগত মুহাব্বত ছিলো কন্যা দানের মাধ্যমে উক্ত মুহাব্বতে নতুন মাত্রা যোগ হলো।

(১০৪) প্রশ্ন : ঔরসজাত বোনের সাথেও 'নিকাহ' হওয়া উচিৎ যে, এসব উপকারিতা তাতে উত্তমভাবে আছে যেমন পারস্যবাসীরা করে।

উত্তর : কখনো জায়েয নয়। কেননা বোন, মা, খালা ইত্যাদির প্রতি কারো কামভাব, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। অন্তরের মধ্যে ঘৃণা থাকে। তাই ঐ অবস্থায় হয়ত সন্তান জন্ম হবে না। যদি কোন নির্লজ্জের সন্তান জন্মও হয় তা হবে অত্যন্ত দুর্বল এবং এটি 'নিকাহ'র উদ্দেশ্য পরিপন্থি।

(১০৫) প্রশ্ন : ইসলামে খত্‌নার বিধান কেন রাখা হয়?

উত্তর : কতিপয় কারণে। ১. এটি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নাত এবং নবীর সুন্নাত। খতনা না হলে অনেক প্রকারের রোগ সৃষ্টি হয়। খতনা অনেক রোগের চিকিৎসা। এ কারণে ডাক্তার কিছু রোগে হিন্দুদের খতনা করিয়ে দেন। খতনার চামড়া বিদ্যমান থাকলে উক্ত স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয় যার কারণে লজ্জাস্থানে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। খতনা ওয়ালার স্ত্রী খুব কম দুশ্চরিত্র ওয়ালা হয়। খতনা দ্বারা সন্তান সবল ও শক্তিশালী হয়। হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের কুরবান কবুল হয়েছে, পরিবর্তে ভেড়া যবেহ করা হয়েছে এবং শরীরের একটি অংশ অর্থাৎ চর্ম কেটে ফেলা হয়েছে। এ খতনা যেন মানবীয় দেহের কুরবানী।

(১০৬) প্রশ্ন : তালাককে তালাক কেন বলা হয়?

উত্তর : এ জন্য যে, তালাক طلق থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ খুলে যাওয়া। চেহরা খুলে দেয়াকে طلاقة الوجه উম্মুক চেহরা, স্বাধীন ব্যক্তিকে مطلق 'মুতাল্লাক' বলে। যেহেতু তালাকে মহিলাকে নিকাহের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। তাই তাকে তালাক বলে।

(১০৭) প্রশ্ন : 'তালাক' কেন জায়েয রাখা হয়েছে এটি তো বিচ্ছেদ?

উত্তর : এ জন্য যে, কখনো পুরুষ মহিলার বিচ্ছেদ ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ে। কখনো বিবাহ বিদ্যমান থাকা একজন অথবা উভয়ের জন্য জীবন সংহার হয়ে উঠে। তার প্রবর্তন করা হয়েছে তবে তাকে أبغض المباحات নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ করা হয়েছে।

(১০৮) প্রশ্ন : তালাকের প্রয়োজন যখনই হচ্ছে তাহলে মহিলারও তালাকের হক থাকা উচিৎ। এরূপ করা হয়েছে, ফলে পুরুষ স্বাধীন হলো এবং মহিলা পুরুষের অনুসারী রয়ে গেল।

উত্তর : মহিলার মধ্যে সৃষ্টিগত কম বিবেক বুদ্ধি হয় এবং জোশ ও রাগ বেশী হয়। তাকে তালাকের অধিকার দেয়া যেন পাগলের হাতে তরবারী দেয়া। যে সব সম্প্রদায় মহিলাদের তালাকের অধিকার দিয়েছে সেখানে কথায় কথায় তালাক হচ্ছে, সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেমন লন্ডন ও প্যারিস।

(১০৯) প্রশ্ন : মহিলার উক্ত নীতি দ্বারা বড় বড় ফিৎনা সংঘটিত হয়েছে, পুরুষরা মহিলাদের উপর অনেক বড় বড় অত্যাচার করেছে। যদি মহিলাকেও তালাক'র অধিকার দেয়া হতো তাহলে এ অত্যাচার হতো না।

উত্তর : অতঃপর এর দ্বারা হাজার গুণ বেশী বিপদ হতো। সত্য কথা হচ্ছে তালাক একটি বিপদ। যদি তা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে বিপদ কম হয়, মহিলার ক্ষমতায় গেলে বিপদ বেশী হবে। মানুষ দুটি বিপদের সম্মুখীন হলে সহজটিকে গ্রহণ করবে। মহিলাদের স্বাধীনতা দ্বারা কোন ঘর ঠিকে থাকতে পারে না।

(১১০) প্রশ্ন : যেভাবে 'নিকাহ' এ উভয় পক্ষের সম্মতি দরকারী অনুরূপ তালাকেও উভয়ের সম্মতি দরকারী হওয়া উচিৎ ছিলো, কেবলমাত্র পুরুষের সিদ্ধান্তে তালাক হয়ে যায় কেন?

উত্তর : বিবাহে একটি জিনিস পুরুষের মালিকানায় আসে, অতএব প্রয়োজন হচ্ছে মালিক যে হবে ও মালিকানাভুক্ত যে হবে উভয়ের সম্মতি থাকা। তালাক মালিকানা থেকে বের হওয়া, তাতে মালিক পূর্ণ স্বাধীন। চাকর রাখার সময় মালিক ও চাকর উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন তবে চাকুরী পৃথক করার সময় শুধুমাত্র মালিকের সম্মতি যথেষ্ট।

(১১১) প্রশ্ন : নিকাহ পড়ানোর সময় স্বামী-স্ত্রীকে কলেমা কেন পড়ানো হয় অথচ তারা উভয়ই পূর্ব থেকে মুসলমান।

উত্তর : নিকাহ'র সময় হচ্ছে- অঙ্গীকারের সময়। স্বামী স্ত্রীর জন্য মহর ও ভরণ পোষণের অঙ্গীকার করে। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য ও নির্দেশ মানার অঙ্গীকার করে। অঙ্গীকারের সময় কলেমা পড়ানো অথবা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে জোর দেয়ার জন্য হয়ে থাকে, যাতে অঙ্গীকার থেকে কেউ ফিরতে না পারে। তাই কলেমা পড়িয়ে অঙ্গীকার করানো হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মুখ

থেকে কখনো কুফুরী কলেমা বের হয়ে যায়, পাপ অনবরত করতে থাকে। তাই কলেমা পড়ানোর পর তাওবা করিয়ে নিকাহ পড়ানো হয় যাতে বরকত থাকে।

(১১২) প্রশ্ন : বর্তমানে নিকাহ ধ্বংসের মূল হয়ে গেছে, তার দ্বারা দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে উঠছে তার কারণ কি?

উত্তর : বর্তমানের মুসলমানরা নিকাহকে ইবাদত মনে করে না। সম্পদের লেনদেনের মত করে নিয়েছে। ছেলেরা অধিক যৌতুকের চিন্তায় মেয়েরা অধিক মহরের ভাবনায়। যখন এটি পার্থিব লেনদেন হয়ে গেল এবং দুনিয়া ফিৎনা-ফাসাদের মূল তাই তাতে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামী শাস্তিসমূহ

(১১৩) প্রশ্ন : ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কর্তন করা। এটি অপরাধ থেকে বেশী। চোর মাল চুরি করেছে চার টাকার এবং বিনিময়ে ঐ হাত কর্তন করা হয় যার কোন মূল্যই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴿١٦٠﴾

"যে পাপ করবে তাকে পাপের সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে।"[২৭]

উত্তর : চোরের হাত কর্তন করা মালের শাস্তি নয় বরং আইন লঙ্ঘনের শাস্তি। আইন হাতের চাইতে অধিক মূল্যবান। আইনের জন্য শত শত মানুষকে হত্যা করা হয়। তাই যদি চোর লক্ষ টাকাও মালিককে প্রদান করে তারপরও হাত কর্তন থেকে মুক্তি পাবে না। আয়াতের মধ্যে مِثْلَهَا দ্বারা শরয়ী সাদৃশ্য উদ্দেশ্য। শক্তিশালী শরীয়ত উক্ত অপরাধকে হাত কর্তনের সাদৃশ্য নির্ধারণ করে নাই। অথবা এ আয়াতটি আখেরাত সম্পর্কে। অর্থাৎ- মহান প্রভু পুণ্যবানদেরকে পুণ্যের অধিক বিনিময় প্রদান করবেন। একটির বিনিময় সাতশ দেবেন তবে পাপের ক্ষেত্রে একেবারেই বৃদ্ধি করা হবে না।

(১১৪) প্রশ্ন : চুরিতে হাত কর্তন করা অত্যাচার, কয়েকটি টাকার জন্য মানুষের জীবন ধ্বংস না করা উচিৎ।

উত্তর : 'জুলুম' এমন শাস্তি যা আইন থেকে অতিরিক্ত হবে। হাত কর্তন করা আইনগত শাস্তি। বর্তমানে চোরের দু'বছর শাস্তি হচ্ছে। অথচ সে আধা ঘন্টায় চুরি করে। তবে শাস্তি যেহেতু আইন সিদ্ধ তাই জুলুম নয়। যদি একজন বদমাইশের জীবন নষ্ট হওয়ার বিনিময়ে লক্ষ জীবন রক্ষা পায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। সম্প্রদায়ের উপর ব্যক্তি জীবন উৎসর্গিত হয়। একজনের হাত কর্তন দ্বারা অন্য বদমাইশ চুরি থেকে বিরত থাকবে। শান্তিকামী মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

[২৭]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১৬০

(১১৫) প্রশ্ন : হাত কর্তন দ্বারা কি উপকার হয়?
উত্তর : হাত চুরির হাতিয়ার। হাতিয়ারটিই শেষ করে দাও। বাঁশ না থাকলে বাঁশি বাজবে না। অতঃপর এ ব্যক্তিটি চলা ফেরা করবে এবং মানুষের মধ্যে শাস্তি মূলক শিক্ষা হয়ে যাবে। তাকে দেখে মানুষ চুরি থেকে তাওবা করবে। স্বয়ং এ ব্যক্তি নিজের কর্তিত হাত দেখে কখনো চুরি করবে না।

(১১৬) প্রশ্ন : যখন চুরিতে হাত কর্তন করল যা চুরির হাতিয়ার তাহলে উচিৎ হচ্ছে ব্যভিচারে ব্যভিচারকারীর লিঙ্গ কর্তন করা যা ব্যভিচারের হাতিয়ার। তাতে পাথর নিক্ষেপ করা হয় কেন?
উত্তর : চুরি কেবলমাত্র হাত দ্বারা হয়। চুরির স্থানে যাওয়া, চোরাই মালে দেখা চোখ দ্বারা হয় এগুলো চুরির পূর্ব কাজ। ব্যভিচারের বিপরীত তা সমস্ত দেহ দ্বারা সংঘটিত হয় ও সমস্ত দেহ স্বাদ উপভোগ করে। বীর্য ও সমস্ত দেহের রক্ত থেকে তৈরী হয়।

(১১৭) প্রশ্ন : ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যু কেন? জীবনের বিনিময়ে জীবন পাপের বিনিময়ে নয়।
উত্তর : ব্যভিচারী একটি সন্তানের সমস্ত বংশ ধ্বংস করে, তাকে অবৈধ সন্তান করে দেয়। অবৈধ হওয়া ধ্বংসের মত। মনে হয় ব্যভিচারী একটি বংশের হত্যাকারী তাই তাকে হত্যা করো।

(১১৮) প্রশ্ন : কি কারণে হত্যাকারীর প্রতিশোধ হত্যা দ্বারা নেয়া হয় তবে ব্যভিচারকারী থেকে পাথর নিক্ষেপ দ্বারা যা হত্যা থেকে কঠিনতম শাস্তি। ব্যভিচার কি হত্যা থেকে খারাপ?
উত্তর : হ্যাঁ, হত্যাকারী নিহতের কেবলমাত্র প্রাণ নেয় তবে ব্যভিচারী সন্তানের বংশ ধ্বংস করে দেয় এবং ব্যভিচারীনির বরং তার সমস্ত বংশের ইজ্জত-আবরো ধ্বংস করে দেয়। ইজ্জত-আবরো প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। তাছাড়া ব্যভিচার বড় রক্তপাতের মাধ্যম। তা দ্বারা অনেক প্রেমিকের জীবন ধ্বংস হতে পারে। তাই তা বাঁধা দেয়ার জন্য শিক্ষণীয় শাস্তি দেয়া জরুরী। হাবিলের হত্যা ব্যভিচার দ্বারা হয়েছে। জানা গেল প্রথম হত্যা ব্যভিচার দ্বারা হয়েছে।

(১১৯) প্রশ্ন : কি কারণে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করা অথচ সমকামিতা যা ব্যভিচার থেকে নিকৃষ্ট তার এরূপ শাস্তি নাই তাতে কেবলমাত্র বেত্রাঘাত করা।

উত্তর : সমকামিতার কারণে কোন সন্তানের বংশ পরিবর্তন হয় না, তবে এটি শেষ স্তরের নির্লজ্জতা। এজন্য সমকামীর জীবন নেয়াও দরকারী।

(১২০) প্রশ্ন : কি কারণে জুয়া খেলার শাস্তি নির্ধারিত নেই তবে মদ্যপানের জন্য আশি বেত্রাঘাত অবধারিত। অথচ মদ ও জুয়া সম অপরাধ।
উত্তর : একই রকম নয়, মদ দ্বারা বিবেক চলে যায়, যার দ্বারা মানুষ হাজার রকমের অপরাধ করতে পারে। কেননা অপরাধসমূহের প্রতিবন্ধক বিবেক-ই ছিলো। যখন তা শেষ হয়ে গেল এখন অপরাধ থেকে কে বাঁধা দেবে। তাই তার শাস্তি কঠোর। মদ পাপসমূহের মূল।

(১২১) প্রশ্ন : ইসলাম কারাগারের শাস্তি রাখে নাই কেন?
উত্তর : কারাগার বাদশাহ ও জনগণ উভয়ের জন্য বিপদ। তা দ্বারা অপরাধ হ্রাস পায় না। কেননা কারাগারের কারণে সরকারের খরচ বেড়ে যায় যা পুষিয়ে নিতে হয়ত: অপরাধী থেকে জরিমানা নিতে হয় অথবা জনগণ থেকে কর নিতে হয় এবং অপরাধী যখন জানতে পারে যে, অপরাধের শাস্তি জেল যেখানে ফ্রি রুটি পাওয়া যায় তখন সে আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।

কিছু গরীবকে বলতে শুনা গেছে যে, চুরিতে লাভ আছে যদি বেঁচে যায় মাল হাতে আসে যদি পাকড়াও হয়, তাহলে দু'বছর ফ্রি রুটি পাওয়া যায়। ক্ষিধার তাড়না থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এজন্য রাজ্যে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি চোরের হাত কর্তন করা হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ চুরি শেষ হয়ে যাবে।

(১২২) প্রশ্ন : ইসলাম জরিমানার শাস্তি কেন রাখে নাই?
উত্তর : এর দ্বারা অপরাধ অনেক বেড়ে যাবে। অপরাধী চক্রের অধিকাংশ গরীব। যাদের থেকে জরিমানা উসুল করা যায় না, তাই তারা অপরাধের উপর দুঃসাহসী হয়ে উঠবে যে, হুকুমত আমাদের থেকে কি নেবে। রইল ধনী চক্র তারাও অপরাধের উপর বেপরওয়া হয়ে উঠবে। এই ভেবে যে, অপরাধ করতে থাকবে আমরা পুণ: টাকা দেব। প্রশাসনও অধিক পরিমাণ অপরাধ চাইবে কেননা অপরাধ সরকারের আয়ের উৎস হবে। কেউ নিজের আয়কে খারাপ মনে করে না। মোটকথা ইসলামের উদ্দেশ্য বদমাইশদের বিলুপ্ত করা, বদমাইশদের থেকে উপার্জন করা নয়।

(১২৩) প্রশ্ন : কাবিল থেকে হাবিলের প্রতিশোধ কেন নেয়া হয় নাই, তিনি হত্যার পর নিজ বোন একলিমাকে নিয়ে আদন পালিয়ে যান। যাঁর থেকে তাঁর সন্তান হয়েছে। তিনি বড় পাপ করেছেন এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁকে প্রথমে কেন হত্যা করা হয় নাই?

উত্তর : তিন কারণে। ১. ঐ সময় কিসাস (হত্যার বদলা হত্যার)'র বিধান প্রবর্তন হয় নাই। ২. হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে শরয়ী সাক্ষী ছিল না। ৩. আদম আলাইহিস সালাম নিহত হাবিলের অভিভাবক ছিলেন নিহতের অভিভাবকের ক্ষমার অধিকার আছে।

(১২৪) প্রশ্ন : কাবিল হাবিলকে অবৈধভাবে হত্যা করেছে। তাকে ভীষণ অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ বরং পৃথিবীর সমস্ত হত্যা কান্ডের মধ্যে তার অংশ রাখা হয়েছে। কেনয়ান নুহ আলাইহিস সালামের বিরোধীতা করে তাই সে কাফের হয়ে যায়। তবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইগণ এত বড় অপরাধ করেছেন তবুও তাদেরকে কেউ নবী মনে করেন, সাহাবী অথবা অলি তো সবাই মনে করেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে নক্ষত্রের আকৃতিতে দেখেছেন। অপরাধ একই তবে ফলাফলে পার্থক্য কেন?

উত্তর : দুটি কারণে। ১. কাবিল মহিলার প্রেমে পড়ে হত্যা করেছেন, কেনআন কাফেরদের প্রেমে পড়ে পয়গাম্বরকে অসন্তুষ্ট করেছে। তাদের অপরাধের ভিত্তি অবৈধতার উপর ছিলো। তবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইরা এসব কিছু করেছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রেমে, তাঁর কাছে প্রিয়ভাজন হওয়ার মানসে। যদি ইউসুফ আলাইহিস সালাম না হতেন তাহলে আমরা তাঁর প্রিয় সন্তান হতাম। তারা অপরাধ করেছেন তবে ভিত্তি ছিলো নবীর প্রেম। তাই পার্থক্য হয়ে গেল, তাঁদের তাওবা নসিব হয়। ২. এ সব ভাইরা ইয়াকুব এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম থেকে ক্ষমা অর্জন করেছেন। উপরোক্ত দু'জন তা করে নাই।

(১২৫) প্রশ্ন : ধর্মত্যাগীকে কেন হত্যা করা হয়? ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা উচিৎ।

উত্তর : ধর্মত্যাগী প্রভুর হুকুমতের বিদ্রোহী, প্রভুর অনুগত হওয়ার পর পুণরায় ফিরে গিয়েছে। মূলত কাফের প্রজাই হতে পারে না। যখন মিথ্যা হুকুমতের দ্রোহী হত্যার উপযোগী হয় তাহলে সত্যিকার হুকুমতের দ্রোহীকে অবশ্যই হত্যার উপযোগী হতে হবে। ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। কোন

কাফেরকে ইসলামের উপর বাধ্য করে নাই। লক্ষ লক্ষ কাফেরকে ইসলামী হুকুমত নিরাপত্তার বলয়ে রেখেছে।

(১২৬) প্রশ্ন : কি শিক্ষক থেকে ছাত্রের প্রতিশোধ (বদলা) নেয়া যায়?

উত্তর : যদি ছাত্রকে হত্যা ও আঘাত করে তাহলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেয়া হবে। কোন অপরাধের কারণে থাপ্পর মারলে কিংবা বেত্রাঘাত করলে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। হ্যা, প্রয়োজন হচ্ছে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া, অতিরিক্ত যেন প্রহার না করে।[২৮]

(১২৭) প্রশ্ন : হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থানে জনৈক সাহাবীকে কেন বলেছেন যে, "আমার থেকে তোমার বদলা নিয়ে নাও" ওফাত সন্নিকট হলে মানুষদেরকে কেন বলেছেন "আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও"। নবীর হক শিক্ষকের হক থেকে কি অনেক বেশী!

উত্তর : উম্মতের শিক্ষার জন্য, যখন আমি নবী হয়ে এত সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করছি তাহলে তোমরা উম্মতদের আরো বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া এ আশঙ্কায় যে, শাস্তি যে অপরাধ থেকে বেশী হয়ে না যায়।

[২৮]. শামী

তরীক্বত

(১২৮) প্রশ্ন : শরীয়তকে শরীয়ত কেন বলে? তরীক্বতের নাম তরিক্বত কেন?

উত্তর : শরীয়ত শরা' থেকে নির্গত যার অর্থ প্রশস্ত এবং সোজা রাস্তা। আল্লাহ বলেন-

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿٤٨﴾

"আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।"[২৯]

তরীক্বত তরিক থেকে নির্গত। অর্থ সংকীর্ণ, সরুপথ এখান থেকে أَطْـرُقُكُمْ শরীয়ত ইসলামের ঐ রাস্তা যার উপর প্রত্যেক মানুষ চোখ বন্ধ করে চলতে পারে। তরীক্বত রহস্যাবলীর ঐ সংকীর্ণ সরুপথ ও গলি যেখানে সচেতন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ চলতে পারে না। শরীয়তে আছে সহজতা তবে সফলতা বিলম্বে। তরীক্বত সমস্যা সংকুল তবে দ্রুত গন্তব্যে পৌছে, গলির মাধ্যমে দ্রুত পৌছতে পারে।

(১২৯) প্রশ্ন : শরীয়ত ও তরীক্বতের পরস্পর সম্পর্ক কি?

উত্তর : শরীয়ত খোসা তরীক্বত মজ্জা। খোসা মজ্জা ব্যতীত মূল্যহীন, মজ্জা খোসা ব্যতীত অরক্ষিত। বাদামের খোসা যখন মজ্জা থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন তার মূল্য নেই। অনুরূপ মজ্জা বাদামের খোসা থেকে পৃথক হয়ে জন্তুর খাদ্য হয়। শয়তানের ইবাদত মজ্জাবিহীন খোসা তাই তার কোন মূল্য নেই। মূর্খ সুফীর রেয়াজত খোসাবিহীন মজ্জা তাই সে প্রতি মূহুর্তে সংকটে এবং শয়তানের ক্রীড়ানক। তরীক্বত যেন হাকিকত তথা প্রকৃত, শরীয়ত যেন মজাজ-রূপক। তরীক্বত সমুদ্র, শরীয়ত জাহাজ। যে বলে এখন দুনিয়াতে অলি কেউ নেই, সে মিথ্যুক। কিভাবে সম্ভব যে, রূপক থাকবে প্রকৃত থাকবে না। শরীয়ত বৃক্ষ তরীক্বত তার ফুল ফল। শরীয়ত রাস্তা, তরীক্বত মনজিলে মকসুদ। শরীয়ত দুর্ভেদ্য কেল্লা তরীক্বত উক্ত কেল্লার সংরক্ষিত খাজানা। শরীয়ত যোদ্ধার পতাকা এবং তরীক্বত যুদ্ধ শিবির।

---

[২৯]. আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ৪৮

(১৩০) প্রশ্ন : পীরের কি প্রয়োজন, হেদায়তের জন্য পয়গম্বর যথেষ্ট নয় কি?

উত্তর : ১. যেমন খোদা পর্যন্ত পৌছার জন্য পয়গম্বরের প্রয়োজন অনুরূপ পয়গম্বর পর্যন্ত পৌছার জন্য পীরের প্রয়োজন।

২. কুকুরের গলায় কোন মুর্শিদের পাট্টা থাকা চাই। ৩. আত্মা কুকুর তাকে স্বাধীন থাকতে দিওনা, তার গলায় শিকল পরিয়ে কারো হস্তান্তর কর। শিকলে কড়া থাকে, শেষ কড়াতে পাট্টা থাকে, প্রথম কড়া মালিকের হাতে থাকে। ৪. মশায়েখের শাজরা উক্ত শেকলের কড়া, যার প্রথমটি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে, শেষ কড়া আমাদের আত্মার গলায়। যে ব্যক্তি প্রদ্বীপ থেকে দুরে তার উচিৎ এমন আয়নার সামনে বসা যার থেকে নুর বিচ্চুরিত হয়ে আসে। মশায়েখের বক্ষ সমূহ স্বচ্ছ আয়না, মোস্তফার সৌন্দর্য প্রদ্বীপ। ৫. যে বৃষ্টি পাবে না সে পুকুর থেকে পানি নেবে। হুজুর রহমতের বারিধারা এবং মুরশিদ পুকুর; নিজ নিজ ঈমানের ক্ষেত তা দ্বারা সিক্ত কর। ৬. বিশেষ মশায়েখ বিপদে কাজে আসে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম 'কেনয়ান' এ ছিলেন। এদিকে মিশরে জুলাইখা কক্ষ বন্ধ করে আহ্বান করেছে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উক্ত কক্ষে পৌছে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পাপের ইচ্ছা থেকে বাধা দেন। ৭. নজমুদ্দিন রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম রাজীর মৃত্যুর সময় সাহায্য করেছেন। আল্লাহ বলছেন-

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴿٧١﴾

"কিয়ামতে আমি সকলকে তাদের ইমামসহ আহ্বান করব।"[৩০]

যদি পীর না হয় তাহলে কার সাথে উঠবে। ৮. কলবের সম্পর্ক দেহের অন্যান্য অংশের সাথে রগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। হুজুর কলবের জগতে যেন দেহ এবং পীরগণ যেন শিরা উপশিরা। পাওয়ার হাউস'র সম্পর্ক সমস্ত শহরের সাথে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে হয়। হুজুর আলাইহিস সালাম জ্যোতির পাওয়ার হাউস, গোটা পৃথিবী আবাদ, পীরগণ হচ্ছেন শহরের বৈদ্যুতিক তার সম্মানিত আলেমগণ উক্ত তারসমূহের কাম্বা বা স্তম্ভ। আগুনের কাচের মাধ্যমে সূর্যের কিরণসমূহ কাপড় জ্বালিয়ে দেয়। আমাদের অন্তর হচ্ছে কাপড়। হুজুর সূর্য, মুর্শিদ আগুনের কাঁচ। যদি এ মাধ্যম না হয় তাহলে এশকের দাহ তৈরী হবে না।

---

[৩০]. আল কুরআন, সূরা আল ইসরা, আয়াত : ৭১

(১৩১) প্রশ্ন : সাহাব-ই কিরাম কারো বাইয়াত ও মুরিদ ছিলেন কি না?

উত্তর : সাহাবা-ই কিরাম অনেক প্রকারের বাইয়াত করেছেন প্রথমত ইসলাম গ্রহণের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়য়াত করেন। অতঃপর বিশেষ অঙ্গীকারসমূহের জন্য বাইয়াত করেছেন। যেমন হুদাইবিয়ায় বাইয়াতুর রিদওয়ান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴿١٠﴾

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে।"[৩১]

অতঃপর খোলাফা-ই রাশেদীনের হাতে বাইয়াত করেছেন। তাই ঐ সব সম্মানিত সাহাবাগণ মুরিদ ছিলেন। পীরবিহীন ব্যক্তি আলোবিহীন হয়ে থাকে।

(১৩২) প্রশ্ন : একবার বাইয়াত কি যথেষ্ট না? তারা কয়েকবার বায়আত করেছেন কেন?

উত্তর : বাইয়াত কয়েক প্রকার হয়ে থাকে, তাদের প্রথম বাইয়াত হুজুরের পবিত্র হাতে বাইয়াতে ইসলাম হয়েছিল। অতঃপর বিশেষ স্থানসমূহে বিশেষ বিশেষ বাইয়াত হয়েছে, অনন্তর খোলাফা-ই রাশেদীনের হাতে বাইয়াত দুটি বাইয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১. রাজত্বের বাইয়াত। ২. তরীকৃতের বাইয়াত। খোলাফা-ই রাশেদীন'র যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক খলিফা শায়খও হতেন। কেননা তাদের খেলাফত ছিলো হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের পরবর্তীতে রাজা বাদশাহগণ ঐ পদমর্যাদার ছিলেন না। তাই তাদেরকে কেবলমাত্র রাজত্বের বশ্যতার উপর বাইয়াত করা হয়ে ছিলো যাকে বর্তমানে আনুগত্যের অঙ্গীকার বলা হয়। মাশায়েখ থেকে তরীকৃতের বাইয়াত হয়েছিল।

(১৩৩) প্রশ্ন : মুরিদের অর্থ কি? এটি কোন শব্দ থেকে গঠিত? তাকে বাইয়াত কেন বলা হয়?

উত্তর : এ শব্দটি 'ইরাদা' থেকে গঠিত অর্থ ইচ্ছা কর। তার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে এ আয়াত-

يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

"যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তারাই সফলকাম।"[৩২]

[৩১]. আল কুরআন, সূরা আল ফাতাহ, আয়াত : ১০

অতএব মুরিদের অর্থ হলো- সংকল্পকারী, যেহেতু মুরিদ আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি কামনাকারী হয়ে শায়খের কাছে যায় তাই তাকে মুরিদ বলে। বাইয়াত শব্দটি 'বাইয়ুন' থেকে নির্গত। অর্থ বিক্রয় করা। যেহেতু মুরিদ শায়খের হাতে বিক্রয় হয়ে যায়।

(১৩৪) প্রশ্ন : মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্য কি? মুরিদ হওয়ার সময় পীরের হাতে হাত কেন দেয়?

উত্তর : আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছে যে, মওলা! আমি আপনারই অনুগত বান্দা হব। তবে যেহেতু সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে না, তাই তাঁর কোন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দার হাতে এ অঙ্গীকার করছে। যেমন খোদাকে সিজদা করতে হলে কা'বাকে সামনে নিয়ে সিজদা করে। কা'বা নামায'র কেবলা। পীর অঙ্গীকারের কেবলা। বাদশাহর গভর্ণর মন্ত্রী বর্গ থেকে আনুগত্যের শপথ নেন। সম্মুখে গভর্ণর থাকেন তবে শপথ হচ্ছে বাদশাহর জন্য। অনুরূপ সামনে শায়খ থাকেন তবে শপথ ও অঙ্গীকার হচ্ছে প্রভুর। তাই মহান প্রভু বলেন,

يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴿١٠﴾

"আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।"[৩৩]

যেহেতু অঙ্গীকারের সময় হাতও মিলিয়ে নেয় যে, এসো, হাত মিলিয়ে নাও তাই বাইয়াত করার সময় শায়খের হাতে হাত দেয়।

(১৩৫) প্রশ্ন : তরীকৃতের সিলসিলা কেবলমাত্র চারটি, কম বেশী নয় কেন?

উত্তর : এটি কুদরতী বিষয়। প্রভুর কাছে চার সংখ্যাটি খুবই প্রিয়। বড় ফেরেশতা চারজন- জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইসরাফিল, আজরাঈল আলাইহিমুস সালাম। আসমানী কিতাব চারটি। বড় রাসূল চারজন। শরীয়তের সিলসিলা চারটি- হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী; বরং মানুষের সৃষ্টিগত মূল উপাদান ও চারটি- আগুন, পানি, বাতাস, মাটি। হুজুরের বিশেষ সাহাবী চারজন, তাই তরীকৃতের সিলসিলা চারটি। একটি দালানে সমকোণ থাকে চারটি যদি কম বেশী হয় উক্ত দালান নড়বড় হয়ে যায়। ইসলামী দালানে শরিয়ত ও তরীকৃতের সব কোণই সমকোণ হয়ে থাকে তাই চার চার হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

[৩২]. আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত : ৩৮
[৩৩]. আল কুরআন, সূরা আল ফাতাহ, আয়াত : ১০

(১৩৬) প্রশ্ন : সুফিয়া-ই কিরাম কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেন কেন, তা দিয়ে তাবিজ লিখেন কেন, কুরআনের অবতরণ আহকাম প্রতিষ্ঠার জন্য চিকিৎসার জন্য নয়।

উত্তর : কুরআন অবতরণ কেবলমাত্র আহকাম প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তার অনেক উপকারিতা আছে। তিলাওয়াতের সওয়াব, নামাযে ক্বিরাত, খাওয়ার সময় বিছমিল্লাহ পড়া, হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ পড়া, শরীয়তের আহকাম প্রচলন করা, অলস অন্তরকে জাগিয়ে তোলা, তাবিজ ও দোয়ায় ব্যবহার করা। মহান প্রভু বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনের জন্য রহমত।"[৩৪]

কুরআন শিফা, রহমতও অনুরূপ। যদি কুরআন কেবলমাত্র আহকাম'র জন্য হতো তাহলে তাতে মনসুখ (রহিত), সত্ত্বা ও গুণবাচক আয়াতসমূহ থাকত না, কেবলমাত্র আহকামের আয়াত থাকত। যখন আমরা বাহ্যিক উপকরণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ইবাদত ও পার্থিব হাজার প্রকার কাজে ব্যবহার করি ও উপকৃত হই তাহলে আল্লাহর বাণী কি ঐ গুলো থেকেও কম। একটি বিদ্যুৎ থেকে আলো, বাতাস, সংবাদ প্রেরণ, রেডিও, তার, ট্রেনের গতি, বিভিন্ন মিশন পরিচালনা মোটকথা শত শত উপকারিতা অর্জন করি এখন বিদ্যুৎ দ্বারা চিকিৎসা হচ্ছে। বিদ্যুৎ যা আগুন যখন তার এত উপকারিতা তাহলে কুরআন যা নুর তার কত উপকারিতা হওয়া উচিৎ।

(১৩৭) প্রশ্ন : মুখের শ্বাস চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী বিষাক্ত হয়, পানিতে ফুঁক দিলে রোগের কারণ হতে পারে।

উত্তর : আপনি এটুকু মেনে নিলেন যে, বাইরের বাতাস দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের সংস্পর্শে এলে তাতে রোগ সৃষ্টি করার শক্তি আসে, তাহলে আপনি এটি ও মেনে নিন যে, বায়ু ঐ মুখের সংস্পর্শে আসে যে মুখে এই মাত্র কুরআন তেলাওয়াত করেছে তাতে সুস্থ করার শক্তি আসে যায়।

[৩৪]. আল কুরআন, সূরা আল ইসরা, আয়াত : ৮২

(১৩৮) প্রশ্ন : যখন কুরআনের আয়াতসমূহ নুর এবং শিফা তাহলে প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে তদনুযায়ী আমল করার। অজিফার অনুমতির 'ইলম দ্বীন' এ দস্তারবন্দী ও সনদের শর্ত কেন? আমল আগুনের প্রভাবের মত, আগুন জ্বালানোর জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।

উত্তর : আমাল, ওয়াজায়েফ এবং ইলমে দুটি নুর আছে। ১. শব্দসমূহের নুর, ২. আমেল ও আলেমের মুখের নুর। শব্দসমূহের নুর হচ্ছে সওয়াব। আমেলের প্রভাব দ্বারা অনুমতির দরজা খুলে যায়। এ প্রভাব হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বক্ষ থেকে পবিত্র বক্ষসমূহের মাধ্যমে পৌছে। যেমন কাঁচের মাধ্যমে আলো পৌছে। তরবারীতে ধার ও ভর উভয়টির প্রয়োজন হয়। আক্রমন করা না শিখলে ধার কোন কাজে আসে না। উক্ত আক্রমনের জন্য শায়খের অনুমতি প্রয়োজন তরবারীর জন্য নয়।

(১৩৯) প্রশ্ন : যখন কুরআন ও হাদিস নুর এবং শেফা তাহলে শায়খের কাছে বাইয়াত হওয়া, শিক্ষকের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ, ইমামদের তাক্বলীদ করা সবই তো অনর্থক।

উত্তর : ঔষধে কার্যকারিতা আরোগ্যতা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। ডাক্তার শিরা দেখে রোগ নির্ণয় করে। ঔষধ নির্বাচন করার জন্য বড় অংকের ফিস নিয়ে নেয়। অনুরূপ মাশায়েখ-ই কিরাম আত্মার রোগের চিকিৎসক আর কুরআন ও হাদিস ঔষধ। হাদিস বিশারদগণ, তাফসীর বিশারদগণ যেন আধ্যাত্মিক ঔষধ বিক্রেতা। তাদের কাছে কুরআন ও হাদিস এমন যেমন ডিসপেনসারিতে বিভিন্ন রকমের উন্নত জাতের ঔষধ। তাতে সব প্রকারের ঔষধ আছে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রোগীর কোন উপকার করবে না।

(১৪০) প্রশ্ন : তাবিজ কেন লিখা হয়? তা দ্বারা কি লাভ হয়?

উত্তর : যেমন কিছু সৃষ্টির নামে বিশেষ প্রভাব আছে, কাউকে পেঁচা, গাধা বললে সে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়। হযরত কেবলা ও কা'বা বললে আনন্দিত হয়। অথচ পেঁচা ও গাধার অনুরূপ কেবলা, কা'বাও সৃষ্টি। অনুরূপ স্রষ্টার বিভিন্ন সৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আছে। শাফিতে আরোগ্যতা, গাফ্ফার এ ক্ষমা। প্রভুর এ নামগুলো লিখে চাই নিজের কাছে রাখা হোক কিংবা পড়ে পানিতে ফুঁক দেয়া হোক অবশ্যই ফলদায়ক হবে। যদি পেঁয়াজের গাট্টি সঙ্গে থাকে তাহলে গন্ধ কোন প্রভাব ফেলবেনা অনুরূপ প্রভুর নাম সঙ্গে থাকলে

বালা মুসিবত ঘায়েল করতে পারবেনা। তাছাড়া বালা মুসিবত পাপের কুফল। প্রভুর নাম পাপ সমূহ দূরীভূত করে যেমন পানি নাপাক দূর করে তাই তা দ্বারা আরোগ্য লাভ করা যায়।

(১৪১) প্রশ্ন : ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কি লাভ হয়?
উত্তর : সমীরণ যদি কানন থেকে আসে মস্তিষ্ককে উৎফল্লিত করে, আবর্জনার স্তুপ থেকে আসলে মস্তিষ্ককে বিগড়িয়ে দেয়, আগুনের স্পর্শ পেয়ে আসলে তা ঝলসিয়ে দেয়, বরফের সংস্পর্শে আসলে ঠান্ডা করে দেয়। মরি পর্বতের বাতাস জ্বরাক্রান্তদের সুস্থ করে দেয় কেননা তা চিড় বৃক্ষের সংস্পর্শে রোগীর দেহে লাগে। অনুরূপ যে মুখে আল্লাহর জিকির হয়েছে তার সংস্পর্শে যে বাতাস বের হয় তা রোগীকে সুস্থ করে দেবে। সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চুল ও পোশাক ধৌত করে রোগীদের পান করাতেন, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীদের জন্য পানিতে আঙ্গুল চুপিয়ে দিতেন। ঈসা আলাইহিস সালাম ফুঁক দিয়ে মৃতদের জীবিত করতেন কেননা তিনি স্বয়ং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের ফুঁক দ্বারা জন্ম নিয়েছেন আর জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রুহুল আমিন।

(১৪২) প্রশ্ন : আমরা নিজেরাই কুরআন পড়ে ফুঁক দিতে পারি অথবা লিখে বাঁধতে পারি, পীরদের দ্বারা কেন করাব?
উত্তর : কুরআনের আয়াতসমূহ কারতুসের মত আর নেক বান্দাদের পবিত্র মুখ রাইফলের মত। কারতুস দ্বারা তখনই শিকার হবে যখন রাইফল দ্বারা ব্যবহার করা হবে। আমাদের ভাষা ঐ স্তরে পৌঁছে নাই।

(১৪৩) প্রশ্ন : পীরদের অজিফা ভিন্ন ভিন্ন কেন, কেউ উচ্চস্বরে জিকির করান, কেউ করান মুরাকাবা। যখন জিকির এক ও অভিন্ন তাহলে এ ভিন্নতা কেন?
উত্তর : ডাক্তার ও ইউনানী চিকিৎসকরা রোগীদের চিকিৎসা লতা-পাতা গাছের শিকড় দিয়ে করেন তবে পদ্ধতি ভিন্ন। ইউনানী ডাক্তারের মধ্যে লক্ষৌর ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতি এক রকম এবং দিল্লীর ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যরকম। অথচ ঔষধ এক ও অভিন্ন, সকলই ইবনে সিনার অনুসারী। অনুরূপ এঁরাও ঈমানী ডাক্তার। যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও কুরআন হাদিসের দোয়া দ্বারা চিকিৎসা করেন, তবে চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন এবং সকলই সঠিক পদ্ধতির উপর আছেন।

(১৪৪) প্রশ্ন : সুফিগণ চিল্লা করান কেন? তাতে কি লাভ আছে?
উত্তর : আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা, অন্তর পরিচ্ছন্ন করার জন্য নির্জনতা ও আল্লাহর জিকির বড়ই ফলদায়ক। অন্তরের আয়নার জন্য দুষ্টদের সান্নিধ্য এমন যেমন কাঁচের জন্য ধুলোবালি। পার্থিব আকর্ষণ এমন যেমন লৌহের জন্য জমিন ও পানি যার দ্বারা লৌহে মরিচিকা পড়ে। চিল্লা দ্বারা ঐসব জিনিস থেকে দুরে থাকা যায়। তাই অন্তরের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। প্রভু মুসা আলাইহিস সালামকে তাওরীত কিতাব দেয়ার জন্য তুর পর্বতে ডেকে নিয়ে যান। তাঁর দ্বারা চল্লিশ দিনের চিল্লা করান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ﴿٥١﴾

"আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির।"[৩৫]

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ছয়মাস ধরে হেরা পর্বতে চিল্লা করেন।

(১৪৫) প্রশ্ন : চিল্লার জন্য চল্লিশ দিন নির্ধারিত কেন?
উত্তর : আধ্যাত্মিক ও দৈহিক অগ্রগতির জন্য চল্লিশ সংখ্যাকে মেনে নেয়া হয়েছে। আদম আলাইহিস সালামের খামীর চল্লিশ বছর পর্যন্ত শুকানো হয়েছিলো। সন্তান মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধা রক্ত। চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্রাব হতে পারে। চল্লিশ বছর বয়সে বিবেক পরিপক্ক হয়। অধিকাংশ নবীদেরকে উক্ত বয়সে নবুয়ত দেয়া হয়েছিলো। তাই চিল্লার জন্য চল্লিশ দিন নির্ধারিত হয়েছে।

(১৪৬) প্রশ্ন : সুফিদের ওরশ হয় কেন?
উত্তর : শরীয়তে নামাযসমূহ, হজ্ব ও মদিনা মুনাওয়ারা জিয়ারতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে একত্রিত, জামায়েত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। যাতে পরস্পরের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনুরূপ তরীকৃতপন্থীদের একত্রিত করার জন্য ওরশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উহাতে এক পীরের মুরীদগণ পরস্পর মিলিত হয়ে সম্পর্ক বিদ্যমান রাখতে পারে। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানদের ওরশের মাধ্যমে পীর অন্বেষণের সুবর্ণ সুযোগ হয়ে যায়। একস্থানে হাজার হাজার তরীকৃতপন্থী একত্রিত হয়। আলেমদেরকে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভা, কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে একত্রিত করা হয়। ওরশ হচ্ছে

---
৩৫. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৫১

সুফিদের কন্‌ফারেন্স। তার মূল ভিত্তি হচ্ছে হাদিস শরীফ- "নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বছরে একবার ওহুদের শহীদদের জিয়ারত করতেন।"

(১৪৭) প্রশ্ন : তাকে ওরশ কেন বলে?

উত্তর : ওরশ অর্থ বিবাহ, তাই বরকে আরূস বলে। বুজুর্গদের ওফাত নিজ প্রভু ও হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উপলক্ষ। তাই তা তাদের বিবাহের দিন। তাছাড়া মুনকার-নকির ফেরেশতা পরীক্ষায় সফল পেয়ে তাঁদের উদ্দেশে বলেন-

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ.

'হে আল্লাহর বান্দাহ! বরের মত ঘুমিয়ে পড়।'[৩৬]

তাই তাদের ওফাতের দিনকে ওরশ বলে।

(১৪৮) প্রশ্ন : কিছু ওরশে কাওয়ালী হয়, কিছুতে হয় না। কাওয়ালী তো খারাপ কাজ, এটি কেন হয়? হুজুর গান বাজনা থেকে নিষেধ করেছেন।

উত্তর : গান আর্তনাদের বহিঃপ্রকাশ, কাওয়ালী একটি ব্যথার ঔষধ। যার ব্যথা আছে ঔষধ ব্যবহার করবে, অন্যরা তা থেকে দূরে থাকবে। যে সব গান বাজনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা চরিত্র বিধ্বংসী ও উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী। গায়ক ও শ্রোতা সকলকে গানের উপযুক্ত হতে হবে।

(১৪৯) প্রশ্ন : কাওয়ালী ইত্যাদিতে উম্মত্ততা ও নৃত্য কেন করে, দেহকে কেন নাড়া দেয়?

উত্তর : প্রিয়ের স্মরণ উম্মত্ততা ও আগ্রহের সাথে করতে হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে এমনভাবে নড়াচড়া করতেন যেন সকালের মৃদু বাতাস নরম ঘাস দোলা দিচ্ছে। তেলাওয়াতকারী ও প্রিয়ের আলোচনার শ্রোতা যেন ইসলামী কাননের বৃক্ষ। আলোচনা হুজুর আলাইহিস সালাম একজনের। মনে হয় রহমতের শীতল হাওয়া সঠিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসিদা বুরদার কিছু পংক্তিতে নড়াচড়া করেছেন। ঐ গুলোকে স্পন্দনকারী কসিদা বলা হতো। এখনো হুকুম হচ্ছে উক্ত কসিদার ঐ পংক্তিগুলো হেলে দুলে পড়া

[৩৬]. তিরমিযী : আস সুনান, بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ ৪/২৩৭, হাদিস : ৯৯১

উচিৎ। সমস্ত কুরআন উম্মত্ততার অবস্থা তৈরী করে হেলে দুলে পড়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন-

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴿٢٣﴾

"এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে।"[৩৭]

আমার কালাম দ্বারা ভীতদের শিরা উপশিরা খাড়া হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূলের আলোচনাতে প্রাণীকুল, পাথরসমূহ ও লাকড়ীসমূহও উম্মত্ততায় এসে যেতো যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মুসা আলাইহিস সালাম পরম বন্ধুর সাক্ষাতে উম্মত্ততায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছেন, পাহাড় ফেটে গেছে।

جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴿١٤٣﴾

"সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।"[৩৮]

মহান প্রভু ইরশাদ করেন, যদি আমি পাহাড়ের উপর কুরআন অবতরণ করতাম তা প্রভুর ভয়ে ফেটে যেত।

(১৫০) প্রশ্ন : তাহলে তো সকল বুজুর্গের কাওয়ালী শ্রবণ করা, উম্মত্ততা করা উচিৎ। অথচ কিছু সুফি তা থেকে বেঁচে থাকছেন।

উত্তর : কিছু বুজুর্গের আনুগত্যের প্রাধান্যতা আছে। অপর কিছুর এশ্‌ক প্রেমের প্রাধান্য। প্রথম প্রকার বুজুর্গরা তা থেকে দুরে থাকেন। অপর প্রকার বুজুর্গরা তা শ্রবণ করেন। অলিগণ সাহাবীদের, সাহাবাগণ নবীদের পদাংকে চলেন। কিছু সাহাবী যেমন হযরত ওমরের ছিলো প্রেমাধিক্য, অনুরূপ নবীগণও। মুসা আলাইহিস সালামের এশ্‌কের প্রাধান্য ছিলো, ঈসা আলাইহিস সালাম পার্থিব মোহ বর্জনকারী ছিলেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম রাজ মুকুটের মালিক ছিলেন। আমাদের নবী যাবতীয় গুণাবলীর রূপকার ও আধার ছিলেন। এ কারণেই ভিন্নতা।

(১৫১) প্রশ্ন : কিছু লোক শরীয়ত বিরোধী কাজ করে অন্য লোকেরা তাকে বুজুর্গ মনে করে, এটি কতটুকু যথার্থ, বে-নামাযী কি অলি হতে পারে?

[৩৭]. আল কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ২৩
[৩৮]. আল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৪৩

উত্তর : কিছু সুফি বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তাঁদের মজযুব বলা হয়। তাঁদের উপর অনেক শরয়ী আহকাম যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করতে হয় না। হুজুর বলেন- "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। শিশু, দেওয়ানা, পাগল। এরূপ লোক আল্লাহ তায়ালার প্রিয়। তাদের উপর আপত্তি করো না।" তবে যাদের বিবেক বুদ্ধি যথাযথ আছে অতঃপর শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করে তারা সুফি নয়, শয়তান। যখন নবীগণ ও হযরত আলী রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর শরীয়তের বিধান রইল তাহলে অন্যরা কোন স্তরে? এটিও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক দেওয়ানা মজযুব নয়।

(১৫২) প্রশ্ন : কিছু বিখ্যাত বুজুর্গ থেকে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, আনাল হক। কেউ বলেছেন, 'সুবহানী মা আ'জমা শানী'। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- ফেরাউন প্রভুত্বের দাবী করেছে ফলে কাফের হয়েছে। মনসুর প্রভুত্বের দাবী করে মু'মিন রয়ে গেল, এটি হতে পারে?

উত্তর : ঐ সব বুজুর্গদের থেকে এরূপ বাক্যগুলো অসচেতনভাবে প্রেমের আতিশয্যে বের হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাদের উপর শরীয়তের আহকাম অর্থাৎ কুফুরীর ফতোয়া প্রকাশিত হতে পারে না। ঐ সময় মুখ তাঁদের ছিল বটে কথা ছিলো প্রভুর। যেমন ফটোগ্রাফারের রেকর্ড অথবা রেডিওর বক্স- এগুলো নিজেরা কথা বলছে না এবং এদের থেকে ধ্বনি বের হচ্ছে তবে কথা বলছে অন্য কেউ। সিনাই পর্বতের বৃক্ষ থেকে ধ্বনি বের হচ্ছিল-

يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّيٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾

"হে মুসা! আমি আল্লাহ হই যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।"[৩৯]

এটি আল্লাহর বাণী ছিলো, বৃক্ষ ছিলো তার প্রকাশস্থল। কি উক্ত বৃক্ষটি কাফের হয়ে গেছে? কখনো না। অনুরূপ এ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও। ফেরাউনের এ অবস্থা ছিলনা।

چوں روا باشد انا اللہ از درخت ☆ کے روا نہ بود کہ گوید نیک بخت

(১৫৩) প্রশ্ন : কিছু সুফি 'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ'র প্রবক্তা' এটি কতটুকু সঠিক? কি সমস্ত জগত প্রভু? মায়াজাল্লাহ, এক ব্যক্তি বলছে, আমরা তোমরা। খোদা প্রত্যেক ঘরে বাইরে খোদা। এরূপ আকিদা পোষণকারী মু'মিন কিভাবে হতে

[৩৯]. আল কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৩০

পারে? হিন্দুরা দু'খোদায় বিশ্বাসী হয়ে মুশরিক, এ ব্যক্তি আটার হাজার সৃষ্টিকে খোদা বিশ্বাস করে মু'মিন রয়ে গেল।

উত্তর : ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ'র অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক জিনিস খোদা তার অর্থ এই যে, খোদা ব্যতীত কিছু নয়। প্রথম কথাটি কুফুরী, দ্বিতীয়টি নয়। তিনি এটি বলেছেন-

ہمہ نیست اندر آنچہ ہستی توئی

সংক্ষেপে এটি বুঝুন, দেয়ালের ছায়া দেয়াল থেকে পৃথক কোন অস্তিত্বের নাম নয়। আয়নার ঘরে কেউ প্রদীপ জ্বালালে প্রদীপটি লক্ষ লক্ষ আয়নায় দৃশ্যমান হবে। প্রদীপ কয়েকটি নয় বরং তার প্রতিচ্ছবি কয়েকটি যে গুলোর অস্বতন্ত্র অস্তিত্ব উক্ত একটি স্বতন্ত্র প্রদীপের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বলছেন, অনুরূপ সৃষ্টি জগতের বস্তুসমূহ স্বতন্ত্র কিছু নয়, এগুলো প্রভুর প্রকাশ স্থল। এ গুলোর অস্তিত্ব কেবলমাত্র আপেক্ষিক। মূল অস্তিত্ব হচ্ছে ঐ মাবুদ-ই। তিনি বলছেন- لا هو لا موجود ইহা কেবলমাত্র বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে নতুবা তাঁর কাছেও তা আপেক্ষিক শুধু আপেক্ষিক হিসেবে ধরা পড়েছে। অবগতি কেবলমাত্র প্রভু ব্যতীত কারো কাছে নেই। তিনি ব্যতীত কিছু আরজ করার অবকাশ-ই নেই।

(১৫৪) প্রশ্ন : কিছু মুরিদ নিজের পীর ব্যতীত কোন বুজুর্গকে মানে না, সদা নিজ পীরের আলোচনা করে, অন্যের আলোচনা পছন্দ করে না এটি কি যথাযথ?

উত্তর : মানা এক কথা, কারো সব সময় আলোচনা করা অন্য কথা। প্রত্যেক মুরিদ সব বুজুর্গদের মানে তবে নিজ পীরের সদা গুণগান এজন্য করে যে, তার কাছে আধ্যাত্মিক নি'মত তাঁর বদন্যতায় মিলেছে। কুকুর নিজ মালিকের পিছনে লেজ নাড়ে কেননা তার হাতে সে রুটির টুকরো পায়। ছাত্র নিজ শিক্ষকের গুণগান গায় তবে সমস্ত আলেমদের শ্রদ্ধা করে ও স্বীকৃতি দেয়। যদি কোন হতভাগা মুরিদ অন্য বুজুর্গদের অস্বীকার করে তখন সে উক্ত শায়খের ফয়জ থেকেও বঞ্চিত হবে। মাশায়েখ কেরামের সিলসিলা জালের ফাঁদের মত একটি খুলে গেলে সব খুলে যাবে। কোন নবীর অস্বীকারকারী শরয়ী কাফের। কোন অলির অস্বীকারকারী তরীকৃতের দৃষ্টিতে অপরাধী। গাউছে পাকের পদধূলি প্রত্যেক অলির ছায়া সাদৃশ।

(১৫৫) প্রশ্ন : কিছু লোক কোন বুজুর্গদের জঙ্গলে শিকার করে না অথবা তথাকার কোন জন্তু হত্যা করে না। মাখদুম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর কচৌচভী কুদ্দিসা সিররুহুর পুকুরের মাছ কেউ ধরেনা। কি ঐ প্রাণীগুলো হারাম অথবা শিকার করা হারাম? মুসলমানদের এ জাতীয় কাজ ঈমান বিরোধী কি না?

উত্তর : না ঐ জন্তুগুলো হারাম, না ঐ গুলো শিকার করা হারাম, ঐ সবগুলো হালাল। ঐ গুলো শিকার থেকে বেঁচে থাকা ঐ গুলোর প্রতি সম্মানের জন্য নয় বরং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যেমন শ্লেষ্মা রোগী দই থেকে দুরে থাকে অথবা প্রত্যেক মানুষ লবণাক্ত পানি থেকে দুরে থাকে। এ জিনিসগুলো হারাম নয়, ক্ষতিকারক। কিছু বুজুর্গের জঙ্গলের জন্তু শিকার দ্বারা মানুষেরা ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে, অভিজ্ঞতার কারণে শিকার ছেড়ে দিয়েছে। ডাক্তারগণ কিছু ভূমির কিছু উৎপন্ন ফসল থেকে দুরে থাকার পরামর্শ দেন তার ভিত্তি হচ্ছে এই; সালেহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রী; তা হারাম ছিল না, তবে তাকে কষ্ট দেয়া কষ্টদায়ক প্রমাণিত হয়েছে তাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা উট হালাল। বিগত নবীগণের কুরবানী; ঐ গুলোর গোস্ত কেউ খেতে পারত না। হুজুর আলাইহিস সালাম সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কূপের কাছে এক সফরে অতিক্রম করেন, সাহাবাগণকে উক্ত কুপের পানি পান করা থেকে বারণ করেছেন। যারা উক্ত কূপের পানি দিয়ে আটার খামির তৈরি করেছেন ঐ গুলোও নিক্ষেপ করেন, উক্ত পানি হারাম ছিলনা তার ব্যবহার ক্ষতিকারক ছিল। মদিনা শরীফের আশে পাশের প্রাণী শিকার করা হারাম নয়। তার কারণে কোন ক্ষতি পূরণও আবশ্যক হয় না। তবে শিকার থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। মদিনা শরীফের কবুতর কেউ প্রহার করে না কেননা এ কাজ ক্ষতিকারক হবে; অথচ কবুতর হালাল।

(১৫৬) প্রশ্ন : সুফিগণ দোয়ার প্রারম্ভে اللهم 'আল্লাহুম্মা' কেন বলেন, আল্লাহর সাথে 'মীম' কেন? যদি বলা হয় যে, এ শব্দটি মূলত يا الله 'ইয়া আল্লাহু' ছিলো ইয়া'র পরিবর্তে মীম লাগানো হয়েছে, মীম'র পরিবর্তে অন্য কোন হরফ লাগাইনি কেন?

উত্তর : তার কারণ হচ্ছে- 'মীম' প্রভুর বিশ নামের মধ্যে আছে যেমন মু'মিন, মুহাইমিন, মালেকুন, মুলকুন, মুকতাদিরুন, করিমুন, রহিমুন, হালিমুন, রহমানুন ইত্যাদি। তাই যে আল্লাহর সাথে 'মীম' যুক্ত করে আহ্বান করবে সে

যেন প্রভুকে এই নামগুলো দিয়ে স্মরণ করেছে এবং প্রত্যেক নামের প্রভাব ভিন্ন। তাই তাতে সব নামের প্রভাব অর্জিত হয়েছে। এ কারণে হুজুরের অনেক পবিত্র নামে 'মীম' আসে যেমন মুহাম্মদ, আহমদ, মোস্তাফা, মুজতবা ইত্যাদি। কেননা হুজুর প্রভুর জাত ও সিফাত। তাই 'আল্লাহুম্মা'র মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নাম ও মুহাম্মদের মীম এসে গেছে মনে হয় দোয়ার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলাও অর্জিত হয়ে গেল।

(১৫৭) প্রশ্ন : সুফিগণ ধ্যান-মনোযোগ দেন তার হাকিকত কি?

উত্তর : 'তাওয়াজ্জুহ' অর্থ ধ্যান দেয়া, নিজের অন্তরকে কোন দিকে ধাবিত করা। সম্মানিত সুফিগণের হৃদয় পূর্ণ জ্যোতিময় হয়। উন্নত জ্যোতির বৈশিষ্ট হচ্ছে আলোকময় হওয়া। পবিত্র করা ও ফয়জ পৌছানো। যেমন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ আলো দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত জমিনকে শুকনো করে, পবিত্রও করে দেয়, ক্ষেতে বিভিন্ন ফসল পাকিয়ে দেয়। চাঁদের মধুর কিরণ ফল সমূহের মধ্যে দুধ সৃষ্টি করে, নক্ষত্রসমূহের জ্যোতি ফল সমূহে স্বাদ ও রং সৃষ্টি করে। অনুরূপ শায়খের কলবের নুর মুরিদের কলবে স্বচ্ছতা, ঈমানী শক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি করে। মেসমরিজম সম্পন্নের চোখের জ্যোতির মাধ্যমে ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে আসে, দৃষ্টি দ্বারা কাঁচ ফেটে ফেলতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র আঙ্গুলের জ্যোতি দ্বারা আসমানের চাঁদকে খন্ড খন্ড করে দিয়েছেন। অনুরূপ শায়খের ধ্যানের দ্বারা মুরিদের এমন উপকার হয় যা সমস্ত উপকারের উর্ধ্বে।

(১৫৮) প্রশ্ন : শায়খের কল্পনা কেন বলা হয়? এটি মুশরিকদের কাজ।

উত্তর : 'তাছাওয়ার'র অর্থ কল্পনা করা, কল্পনা রাখা, স্মরণ রাখা। বান্দার উচিৎ প্রভুর কুদরত ও রাজত্বে খেয়াল রাখা যা তাকে পাপ থেকে বাঁধা দেবে। ছাত্র শিক্ষককে অলস দেখলে খেলাধুলা ও লাফালাফি করে, যদি পিছন থেকে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তাহলে বরাবর পড়তে থাকে। এ কল্পনাটি সৎ লোকের মূল ভিত্তি- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ প্রত্যেকের এটিই উদ্দেশ্য। তবে মানুষ অদেখা সত্তার খেয়াল রাখতে পারে না। আমরা না প্রভুকে দেখেছি, না রাসুলের সাক্ষাৎ করেছি। রূপক প্রকৃতির সিঁড়ি। শায়খকে এই কল্পনায় দেখা যে, ইনি আল্লাহ রাসুলের প্রিয়। এই ভাবে যদি শায়খের আকৃতি ধ্যানে রাখা যায় তাহলে এটি সত্যের দর্পন হয়ে যাবে। কিছু দিন পর এর মাধ্যমে তার

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পনা অর্জিত হবে। অতঃপর প্রভুর ধ্যান জমে যাবে যা মূল উদ্দেশ্য।

(১৫৯) প্রশ্ন : তাছাওয়ারের কোন ভিত্তি আছে কি? না সুফিদের আবিষ্কার মাত্র?

উত্তর : তার ভিত্তি এই, সম্মানিত সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পনায় থাকতেন, কোন কোন সময় বর্ণনা করতেন,

كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

'যেন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছি।'

উক্ত কল্পনাকে বদ্ধমুল করার জন্য পবিত্র দৈহিক আকৃতি পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করতেন, পরস্পরকে শুনাতেন। কবরেও উক্ত কল্পনার পরীক্ষা হবে। সর্বশেষ প্রশ্ন এটি হবে যে, তুমি এ কৃষ্ণ যুলফী ধারী মাহবুব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি জান? উক্ত কল্পনার কৃতকার্যতার উপর পরীক্ষায় কৃতকার্যতা নির্ভরশীল।

(১৬০) প্রশ্ন : কি শায়খের কল্পনা অথবা রাসূলের কল্পনা নামাযে করাও যথাযথ?

উত্তর : নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত শায়খের কল্পনা না কর উচিৎ, এটি নম্রতার পরিপন্থী। অনিচ্ছাকৃত এসে গেলে ধর্তব্য নয়। তবে রাসূলের কল্পনা ধ্যান নামাযে রাখা দরকারী। কেননা নামায হচ্ছে হুজুরের আদায়কৃত কার্যাদির নাম। যার কার্যাদি আদায় করছি তাঁর ধ্যান অবশ্যই রাখতে হবে। তাছাড়া হুজুরের পবিত্র নাম নামাযে আসে। কুরআনে রাসূল, নবী, মুহাম্মদ, রসুলুল্লাহ ইত্যাদি স্থানে স্থানে আনে। 'আত্যাহিয়্যাতু' এ পরিষ্কার ভাবে পবিত্র নাম নিয়ে সালাম পেশ করা যায়। সাহাবাগণ ঠিক নামাযে হুজুরের সম্মান করেছেন। সিদ্দিকে আকবর নামায পড়াচ্ছেন, এদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন। মুক্তাদিগণ তালি দিয়ে সিদ্দিক আকবরকে আগমনের বার্তা দেন, ঐ সময়ই সিদ্দিকে আকবর মুকতাদি হয়ে কাতারে চলে আসেন। হুজুর নামাযের মধ্যখান থেকে ইমাম হয়ে যান। (বুখারী শরীফ) এটি কল্পনা ধ্যান থেকে একধাপ এগিয়ে।

(১৬১) প্রশ্ন : সুফিগণ মুরাকাবা কেন করান? তাতে কি উপকারিতা আছে?

উত্তর : মুরাকাবা 'রাকাবাহো' থেকে গঠিত অর্থ কাঁধ ঝুকানো। যেহেতু মুরাকাবায় কাঁধ ঝুকানো হয় তাই তাকে মুরাকাবা বলা হয়। উহাতে দুটি উপকারিতা আছে-

১. চিন্তা-ভাবনা করা। সুফিদের কাছে এক মুহূর্তের চিন্তা এক বছরের ঐ স্মরণ থেকে উত্তম যা চিন্তা-ভাবনাবিহীন হবে। মানুষ চিন্তা-ভাবনায় মাথা ঝুকিয়ে নেয়। মনে হয় মু'মিন মাথা ঝুকিয়ে প্রভুর কোন বিশেষ গুণ নিয়ে ভাবছে। উক্ত ভাবনার কথা পবিত্র কুরআনেও আছে-

أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿١٨٥﴾

"তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে।"[৪০]

অন্যত্রে বলেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿٨٢﴾

"এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি?"[৪১]

২. কলবে যেমন একটি নুর আছে তেমনি দেমাগেও একটি নুর আছে। যখন মস্তিষ্কের ভাবনাকে হৃদয়ের সাথে লাগানো হয় তখন দুটি নুর মিলে نور على نور (নুরের উপর নুর) হয়ে গেল। যার দ্বারা কলব ও মস্তিষ্ক উভয়ে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়েছে। কলবের নুর মস্তিষ্কের নুরের, মস্তিষ্কের নুর কলবের নুরের উজ্জলতাকে বৃদ্ধি করে। কিছু সময় পর উক্ত মুরাকাবায় শায়খ সমস্ত জগতকে উপরন্তু জগতের স্রষ্টার নুরকে পেয়ে যান। মেসমেরিজম সম্পন্নরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চর্চা করেন ফলে তাদের দৃষ্টিতে আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি হয়। যারা অন্তরে কল্পনা নিবদ্ধ করে তারা কত শক্তির মালিক হবে। তাদের শক্তির বর্ণনা কসিদা গাউসিয়ায় করা হয়েছে।

(১৬২) প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে راسخين فى العلم জ্ঞানে প্রথিতযশাদের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে, এই প্রথিতযশা জ্ঞানী কারা? তাদেরকে راسخين فى العلم প্রথিতযশা জ্ঞানী বলা হয় কেন?

---

৪০. আল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৫

৪১. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৮২

উত্তর : راسخین فی العلم প্রথিতযশা জ্ঞানী বলতে তাদের বুঝায় যাদের অংশ অর্জিত হয়েছে। রাসিখ ঐ বৃক্ষ যার শেকড় গভীরে পৌছেছে এবং তা খুব শক্তভাবে গ্রথিত আছে। কঁচি চারা যদিও ভূমির উপর দন্ডায়মান তবে গ্রথিত নয়। অনুরূপ জ্ঞানের তিনটি স্থান রয়েছে। অন্তর, মস্তিষ্ক, মুখ। মুখে জ্ঞানের বর্ণনা, অন্তর দ্বারা পরিচয় লাভ, মস্তিষ্ক দ্বারা সংরক্ষণ হয়। তাছাড়া রাসিখ দোকান অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বিপনী বিতান হচ্ছে ঐটি যেখানে পাল্লাও আছে বাটখারাও আছে। যা কিছু দোকানে আমদানী হবে পরিমাপ করে আনবে, যা যাবে পরিমাপ করে দেয়া হবে। অনুরূপ প্রথিতযশা জ্ঞানী সে যে নিজের প্রতিটি আমলকে শরীয়ত অনুযায়ী পরিমাপ করবে। অথবা প্রথিতযশা জ্ঞানী সে, যার কাছে জ্ঞানের সাথে প্রেমও আছে। এই ইশ্‌কসহ জ্ঞান প্রভু চেনার মাধ্যম। মহান প্রভু উক্ত জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। ইশ্‌কবিহীন জ্ঞান প্রতিবন্ধক। "জ্ঞানকে মহান প্রতিবন্ধক"ও বলা হয়েছে।

کہ بے علم نتواں خدارا شناخت

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ﴿٢٨﴾

"আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।"[৪২]
অন্যত্র বলেন-

وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴿٢٣﴾

"আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।"[৪৩]

নোট : আলহামদু লিল্লাহ্ শায়খের কল্পনা বিষয় লিখার পর হযরত ক্বারী সুফি গোলাম নবী সাহেবের সাথে আমার মোলাকাত হয়েছে। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, প্রথম শায়খের কল্পনায় আমার অবস্থা এরূপ হলো যে, আমার নামাযে মনে হচ্ছে আমি আমার শায়খের ললাটে যেন সিজদা করছি। কিছুদিন পর শায়খের কল্পনাতে মোস্তফার সৌন্দর্য পরিদৃষ্ট হতে লাগল। অনন্তর এ কল্পনাটি উৎকর্ষ হতে লাগলো অবশেষে চতুর্দিকে প্রভুর নুর দেখা যেতে লাগলো। এখনো আমার নিজ নয়ন যুগল ও ললাটের মধ্যখানে 'আল্লাহ' শব্দ

[৪২]. আল কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮
[৪৩]. আল কুরআন, সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২৩

অনুভব করছি। আলহামদুলিল্লাহ একজন বাস্তবদর্শীর বর্ণনা দ্বারা আমার উক্ত বর্ণনা সত্যায়ন হয়ে গেল। মহান প্রভু নিজ প্রিয়জনদের বদান্যতায় আমি পাপীকে এ মর্যাদা যেন দান করেন। আমিন!

(১৬৩) প্রশ্ন : কিছু সুফি দুনিয়াকে মন্দ মনে করে কেন? যদি দুনিয়া মন্দ বস্তু হয় তাহলে প্রভু সৃজন করলেন কেন? কিছু সুফি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন তার কারণ কি?

উত্তর : তাদের পরিভাষায় দুনিয়া উহা যা প্রভু থেকে অমনোযোগী করে লোক দেখানোদের গর্ত হচ্ছে দুনিয়া। প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবসা করাও দ্বীন। উক্ত কারবারকে যারা অলসতার কারণ মনে করেছেন তাঁরা পৃথক রয়েছেন। যাঁরা তাতে জড়িয়ে পড়েছেন তারা তাতে ফেঁসে যান নাই, তাঁদের জন্য এটি দুনিয়া হয় নাই।

(১৬৪) প্রশ্ন : দুনিয়াকে দুনিয়া কেন বলে? তার অর্থ কি?

উত্তর : এ শব্দটি হয়ত 'দনভুন' থেকে গঠিত অর্থ- নিকটবর্তী যেহেতু দুনিয়া ধ্বংসের কাছাকাছি তাই দুনিয়া। অথবা 'দানায়াতুন' থেকে গঠিত অর্থ অপমান, লাঞ্ছনা। যেহেতু এটি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট তাই দুনিয়া। স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়া শূণ্যের মত খালি। শূণ্য যদি একাকী হয় তাহলে মানহীন তবে যদি কোন সংখ্যার সাথে মিলিত হয় তাকে দশগুণ করে দেয়। এককে দশ, দশকে একশ' করে দেয়। অনুরূপ দুনিয়া পরকালের তুলনায় দশগুণ। যখন পরকালের সাথে মিলিত হয় তাকে দশগুণ করে দেয়। আল্লাহ পাক বলেন-

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿١٦٠﴾

"যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে।"[৪৪]

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি শূণ্য মুক্তাদির মত সংখ্যার ডান দিকে থাকে তাহলে দশগুণ করে দেয়। যদি নাম হয়ে বাম দিকে থাকে তাহলে পুণরায় শূণ্য-ই-থাকে। অনুরূপ যদি পরকাল উদ্দেশ্য এবং ইহকাল অনুগামী হয় তাহলে যেন বসন্ত। যদি ইহকাল মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় তাহলে অনর্থক।

(১৬৫) প্রশ্ন : ইহকালীন বিধানসমূহে পার্থক্য কেন?

উত্তর : শূণ্য সংখ্যাকে দশগুণ করে দেয়। যেরূপ সংখ্যা অনুরূপ বৃদ্ধি। হাজারকে দশ হজার, লক্ষকে দশ লক্ষ রূপান্তর করে। যে সব লোকদের

[৪৪]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১৬০

পরকাল বৃহত্তম সংখ্যার মত গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের ইহকাল ও সর্বোত্তম। যাদের পরকাল মা'মুলী তাদের ইহকালও মা'মুলী। নবীগণের ইহকাল আমাদের ইহকালের তুলনায় উন্নততর কেননা তাদের পরকালও উন্নততর।

(১৬৬) প্রশ্ন : ইহকাল নশ্বর, পরকাল অবিনশ্বর কেন? উভয়ের স্রষ্টা চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর, সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য কেন?

উত্তর : অধিকাংশ ইহকালে আমাদের অর্জনের ভূমিকা আছে এবং আমরা তো নশ্বর তাই আমাদের অর্জনও নশ্বর। পরকালের বিষয় আমাদের অর্জনের অন্ত র্ভূক্ত নয়। ঐ গুলো সরাসরি প্রভুর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই অবিনশ্বর। যেমন- গ্যাস ও সূর্যের কিরণ। তবে যদি দুনিয়াকে দ্বীনের সাথে মিলিয়ে দাও তাহলে ইনশাআল্লাহ এটিও নশ্বর থেকে রক্ষা পাবে। পাতা ডালের সাথে সংযুক্ত থাকলে শুকায় না, পৃথক হলে তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে যায়। সমুদ্রের বিন্দু সমুদ্রে থাকলে পরিবর্তন হয় না তবে পৃথক হলে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়ে যায়। পঁচনশীল ফল চিনির শিরায় রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত পরিবর্তন হয় না। কিছু জিনিসে মসলা মিশালে অপরিবর্তন থাকে অনুরূপ নফসানী বস্তুসমূহ কলবী জ্যোতির সাথে মিলে অবিনশ্বর হয়ে যায়। যেমন গ্রহণযোগ্য আমল। আল্লাহ পাক বলেন-

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না।"[৪৫]

[৪৫]. আল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত : ৯৬

ইসলামী আক্বিদা

(১৬৭) প্রশ্ন : বিশুদ্ধ আক্বিদাকে ঈমান কেন বলে? ঈমানের অর্থ কি?

উত্তর : 'ঈমান' আমন থেকে গঠিত অর্থ- নিরাপদ। যেহেতু আক্বিদার বিশুদ্ধতা পরকালের আজাব থেকে নিরাপদ থাকার মাধ্যম তাই তার নাম ঈমান। বান্দা এ অর্থে মু'মিন সে নিজকে আজাব থেকে রক্ষা করে। প্রভু এ অর্থে মু'মিন যে, তিনি সৎলোকদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করেন।

(১৬৮) প্রশ্ন : কাফেরকে মুসলমান করানোর সময় কলেমা পড়ায় কেন? খৃষ্টান ও অগ্নি পুজারিদের মত কোন জিনিস খাওয়ায় না কেন?

উত্তর : ঈমান হচ্ছে ইল্‌ম এবং ইবাদত হচ্ছে আমল। ইল্‌মের মর্যাদা আমলের পূর্বে। ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলকে মানা। ইবাদত তাদের আনুগত্য করা। মানা আনুগত্যের পূর্বে। প্রথম তাবলীগে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে প্রথমতঃ এই প্রশ্ন করেন যে, كَيْفَ أَنَا فِيكُمْ 'বল, আমি তোমাদের মধ্যে কেমন?' স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের পরিচিতি অগ্রগণ্য। আমলসমূহ পৃথিবীতে থেকে যাবে তবে ঈমান সঙ্গে যাবে। বেহেশতে আমল হবে না তবে ঈমান হবে।

(১৬৯) প্রশ্ন : 'কলেমায়' হুজুর আলাইহিস সালামের নামকে প্রভুর নামের সাথে কেন মিলানো হয়?

উত্তর : যেহেতু হুজুর প্রভুর সাথে সান্নিধ্য সেহেতু তাঁর নাম প্রভুর নামের কাছে রাখা হয়েছে। দেখুন 'মুহাম্মদ'-এ চার অক্ষর, চারটিই বিন্দু বিহীন একটির উপর তাশদীদ অনুরূপ 'অল্লাহ' এ চার অক্ষর সবগুলো বিন্দুবিহীন একটির উপর তাশদীদ আছে তবে তাশদীদের উপর খাড়া যবর দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট হলো প্রভু রাজা আর হুজুর প্রধানমন্ত্রী। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে বার বর্ণ অনুরূপ 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' তে বার বর্ণ। আবু বকর সিদ্দিক, ওমর বিন খাত্তাব, ওসমান বিন আফ্‌ফান এবং আলী বিন আবি তালিব-এ সব নামগুলোতে বার বর্ণ। আবার প্রভুর নাম হামেদ, হুজুরের নাম মুহাম্মদ। মাহবুবের পবিত্র নাম আহমদ, প্রভুর পবিত্র নাম মাহমুদ অর্থাৎ প্রভু তাঁর প্রশংসাকারী তিনি প্রভুর প্রশংসাকারী।

(১৭০) প্রশ্ন : ঈসা আলাইহিস সালাম চতুর্থ আসমানে আর নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনে অবস্থান করছেন। বুঝা গেল যে, অধিক সান্নিধ্য ঈসা আলাইহিস সালামের অর্জিত হয়েছে।

উত্তর : কেবলমাত্র উপরে নিচে হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাটি নয়। মুক্তা সমুদ্রের নিচে থাকে, শষ্য দানা উপরে থাকে। আশরাফুল মাখলুক মানুষ জমিনের উপর থাকে, চন্দ্র, নক্ষত্র, সূর্য আসমানের উপর। আসমান জমিনের উপর শয়ন করে। চড়ুই উঁচু বৃক্ষসমূহের উপর। ঈসা আলাইহিস সালামের চতুর্থ আসমানে যাওয়া শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, মি'রাজে হুজুর আলাইহিস সালামের আরশে গমন অতিথি হিসেবে। এই মি'রাজ তুর পর্বত ও চতুর্থ আসমানসহ সব কিছু থেকে উত্তম। হুজুরের মু'জিযা অগণিত এবং প্রভুর সান্নিধ্যের গন্ডিও অপরিসীম।

(১৭১) প্রশ্ন : যখন ঈসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসবেন তখন নবী হবেন কি হবেন না? যদি নবী হন তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী রইলেন না। যদি নবুয়তের পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে আসেন তাহলে এটি তাঁর পদ মর্যাদার বিপরীত। প্রভু কাউকে নবুয়তের পদ থেকে বরখাস্ত করেন না।

উত্তর : নবীর সম্পর্ক প্রভুর সাথে ফয়জ অর্জনের জন্য। এটি হচ্ছে নবুয়তের অভ্যন্তরীণ দিক। সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ফয়জ দেয়ার জন্য। এটি হচ্ছে নবুয়তের প্রকাশ্য দিক। প্রথম গুণটি রহিতযোগ্য নয়, দ্বিতীয়টি রহিতযোগ্য। ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণের সময় আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও মর্যাদাগত নবী হবেন। তবে বাহ্যত মুসলমানদের অলি হবেন। মুসা আলাইহিস সালাম যখন খিজির আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হন তখন তিনি নবী ছিলেন। তবে সেখানে তাঁর বিধি বিধান বাস্তবায়ন করতে পারেন নাই। মি'রাজ রজনীতে সমস্ত নবী হুজুরের পিছনে নামায রত ছিলেন তবে আহকাম বাস্তবায়নের জন্য নয়। এক কাচারির জর্জ ভিন্ন শহরের আদালতে সাক্ষী হয়ে হাজির হন। তিনি নিজ স্থানে জর্জ তবে এখানে ঐ সময়ের সাক্ষী হিসেবে। খাতামুন্নবীয়্যিন'র অর্থ তার পর কেউ নবুয়ত লাভ করবেন না। ঈসা আলাইহিস সালাম প্রথম অবস্থায় নবী শেষে সন্তান যার পর কোন সন্তান হবে না, না এমন সন্তান যার পূর্ববর্তী সব সন্তান মারা গেছেন। নবীর ওফাত দ্বারা এবং ধর্মের রহিত দ্বারা নবুয়তের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাদের নবুয়ত পূর্বের মত বিদ্যমান থাকে। তাই আমরা সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখি তবে সকলের বিধানের উপর আমল করি না।

(১৭২) প্রশ্ন : কুরআন দ্বারা বুঝা যাচ্ছে হুজুর আলাইহিস সালাম আমাদের মত মানুষ অতঃপর তাঁকে শ্রেষ্ঠ নবী কেন বলে?

উত্তর : বশর শব্দটি বাশ্‌শারাহু থেকে গঠিত, অর্থাৎ বাহ্যিক চামড়া। বশর অর্থ বাহ্যিক চামড়াধারী। মানুষ ব্যতীত কারো বাহ্যিক চামড়া দৃশ্যনীয় নয়। কারো চামড়া পলক দ্বারা, কারো চামড়া লোম দ্বারা আবৃত। স্বর্পের চামড়াও লুকায়িত তাছাড়া তার পিট দৃশ্যনীয় এবং পেট ভুমির সাথে সংযুক্ত। হুজুরের বাহ্যিক চেহরা ও দৈহিক আকৃতি আমাদের মত মনে হয়। যেমন কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ কাগজ ও ছাপানোর ক্ষেত্রে একই মনে হয়। তবে বাস্তবতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। অনুরূপ হুজুর অহির ধারক, মি'রাজে গমণকারী ও দরূদের অধিকারী। তাই বড় ধরনের পার্থক্য হয়ে গেল। স্বয়ং ইরশাদ করেন-

أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

'তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।'[৪৬]

যেমন 'নাতিক' শব্দ দ্বারা মানুষকে সমস্ত প্রাণী থেকে সমুন্নত করে দিয়েছে অনুরূপ يُوْحَى إِلَيَّ দ্বারা হুজুর সমস্ত সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠ হন।

(১৭৩) প্রশ্ন : হুজুরকে উম্মী কেন বলা হয়?

উত্তর : 'উম্মী' শব্দটি হয়ত 'উম্মুল কুরা' থেকে গঠিত যা মক্কা মুয়াজ্জমা'র দিকে সম্পর্কিত অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী রাসূল। মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' এ জন্য বলা হয় এটি সমস্ত ভূমির মূল কেননা সেখান থেকে ভূমি সম্প্রসারিত হয়েছে। অথবা উম্মী'র অর্থ যার 'মা' আছে। হুজুরের মা'র মত 'মা' কারো নেই। তাই তার নাম আমেনা অর্থাৎ পৃথিবীকে নিরাপত্তা দানকারী। অথবা আল্লাহর নিরাপত্তা লাভকারী বিবি। ধাত্রীর পবিত্র নাম হালিমা অর্থাৎ সহিষ্ণু বিবি। সৃষ্টি কুলের রহমতের পবিত্র উদরে সহিষ্ণু রমনীর দুধ যাওয়া উচিৎ। অথবা উম্মীর অর্থ মাতৃগর্ভের জ্ঞানী, দুনিয়ার কারো ছাত্র নয়। তাই যার ইলমে লাদুনী আছে তাকে উম্মী বলে। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে যেরূপ ভুমিষ্ট হয়েছে অনুরূপই রয়ে গেল। অথবা উম্মী অর্থ মূল। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নুর সমুদয় সৃষ্টির মূল। তাই হুজুরকে উম্মী বলা হয়।

---

[৪৬]. বুখারী : আস সহীহ, بَاب كَمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ ২১/১৩৫, হাদিস : ৬৩৪৫

(১৭৪) প্রশ্ন : হুজুরের মাতা-পিতা মু'মিন ছিলেন কি না?

উত্তর : আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ পর্যন্ত হুজুরের বংশের সিলসিলায় কোন মুশরিক নেই। সমুদয় পূর্ববর্তী মাতা-পিতা একেশ্বর বাদী। আল্লাহ পাক বলেন,

وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ

"এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন।"[৪৭]

উন্নতমানের মুক্তা উন্নত বাক্সে রাখা হয়। নুরে মুহাম্মদী উন্নতমানের জিনিস তার জন্য পবিত্র পীঠ ও পবিত্র পেট আবশ্যক।

(১৭৫) প্রশ্ন : ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা 'আজর' মূর্তি পুজারি ছিলেন অথচ সেও হুজুরের বংশের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন- لِأَبِيهِ آزَرَ

উত্তর : আজর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের চাচা, পিতা নয়। তাঁর পিতা তারখ যিনি মু'মিন ছিলেন। আরবীতে চাচাকে 'আব' বা পিতা বলে। আল্লাহ বলেন-

وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ

"আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করব।"[৪৮]

উল্লেখ্য যে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চাচা। তবে তাকে পিতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ এখানেও চাচাকে পিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(১৭৬) প্রশ্ন : হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, হুজুর আমেনা খাতুনের কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রভুর কাছে চেয়েছিলেন, অনুমতি দেয়া হয়েছে তবে ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাওয়া হলে তাকে বাঁধা দেয়া হলো। যদি তিনি বিশ্বাসী হতেন তাহলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় বাঁধা দেয়া হলো কেন?

উত্তর : এ জন্য যে, তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। ক্ষমা প্রার্থনা পাপীর জন্য হয়। যেমন শিশুর জানাযার নামাযে মৃতের জন্য দোয়া করা হয় না। কেননা সে

[৪৭]. আল কুরআন, সূরা আশ শুআরা, আয়াত : ২১৯

[৪৮]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩৩

নিষ্পাপ। যদি তিনি বিশ্বাসী না হতেন তার কবর জিয়ারত থেকেও বারণ করতেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓ

"এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না।"[৪৯]

তিনি যদি পাপী হয় তাহলে কিভাবে করতে পারে? পাপ ঐ ব্যক্তি করতে পারে যে শরীয়তের বিধান পাবে ও বিরোধিতা করবে। তিনি তো ইসলাম প্রকাশের পূর্বে ওফাত লাভ করেন। তাঁর নামই তাঁর বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলে। আমেনা-বিশ্বাসী বা নিরাপত্তা দানকারী অথবা আমানত রাখে যে মহিলা। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা

(১৭৭) প্রশ্ন : হুজুর আলাইহিস সালাম এক ব্যক্তিকে বলেন, إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ। "তোমার ও আমার পিতা নরকে।"[৫০] যদি হযরত আব্দুল্লাহ মু'মিন ও নিষ্পাপ হন তাহলে নরকে গেলেন কেন?

উত্তর : এখানে আমার পিতা দ্বারা উদ্দেশ্য চাচা। আরবীতে চাচাকে পিতা বলা হয়।

(১৭৮) প্রশ্ন : হযরত আমেনা খাতুন ও আবদুল্লাহ কোন নবীর দ্বীনের উপর ছিলেন? খৃষ্টান ছিলেন না, ইয়াহুদী?

উত্তর : তাঁরা কেবল মাত্র একেশ্বর বাদী মু'মিন ছিলেন। তাঁদের কেউ পয়গম্বরের ধর্মের উপর ছিলেন না। দুটি কারণে। ১. তাঁরা উভয়ই বনি ইসরাইলের পয়গাম্বরের দূত ছিলেন। স্বয়ং বলছেন-

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ

"আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রাসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন।"[৫১]

আর সম্মানিত মাতা-পিতা উভয়ই ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন। ২. খৃষ্টধর্ম ও ইয়াহুদী ধর্ম ঐ সময় নিজ নিজ বর্ণ ও বৈশিষ্টে ছিলো না। তাওরীত ও ইঞ্জিলে

[৪৯]. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৮৪

[৫০]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار...الخ, ১/৪৬৭, হাদিস : ৩০২
২. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২৪/২৯৩, হাদিস : ১১৭৪৭

[৫১]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯

অনেক পরিবর্তন হয়েছিলো। তাদের নবীদের শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। উক্ত বিলুপ্ত প্রায় ধর্ম মানা আবশ্যক ছিলনা। ঐ সময়ের লোকদের কেবল মাত্র একেশ্বরবাদই যথেষ্ট ছিলো। তাদেরকে 'আসহাবে ফতরাত' বলে।

(১৭৯) প্রশ্ন : হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীও বলে, রাসূলও উম্মীও। উক্ত তিন অর্থে কি পার্থক্য আছে? এ শব্দগুলো হুজুরের উপর কেন প্রযোজ্য হয়?

উত্তর : প্রশাসনের তিনটি মাহকমা হয়ে থাকে। ১. অভ্যন্তরীণ যা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ করে যেমন পুলিশ প্রশাসন। ২. খারেজী মাহকমা যা রাজ্যের বাইরের কাজ করে যেমন সামরিক বিভাগ। ৩. যে মাহকমা স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত যেমন রেল, ডাক বিভাগ দেশের ভেতরের খবর এবং জিনিসপত্র বাইরে এবং বাইরেরগুলো ভেতরে আনে। অনুরূপ রব্বানী প্রশাসনের অবস্থাও। কিছু ফেরেশতা জমিনের ব্যবস্থাপনার কাজে, অপর কিছু ফেরেশতা উর্ধ্ব জগতের ব্যবস্থপনায় নিয়োজিত। উভয় মাহকমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী হচ্ছে নবীগণ। প্রভুর বিধান সৃষ্টি পর্যন্ত, সৃষ্টির আবেদন নিবেদন প্রভু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়ে নেন। যেহেতু এরা বান্দাদের বার্তাসমূহ ও আমলসমূহ প্রভু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। তাই তারা রাসূল।

وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

"যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।"[৫২]

যেভাবে ডাক বিভাগ তারের মাধ্যমে বার্তাসমূহ দ্রুত এবং পত্রের মাধ্যমে বিলম্বে পৌঁছিয়ে দেন অনুরূপ নবীগণের মধ্যস্থতায় কিছু বান্দা দ্রুত এবং কিছু বান্দা বিলম্বে প্রভু পর্যন্ত পৌঁছে। অপরাপর নবীগণ দুনিয়াতে আগমন করতঃ নবী হয়েছেন আর আমাদের নবী নবী হয়ে আগমন করেছেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

'আদম আলাইহিস সালাম যখন রূহ এবং শরীরের মধ্যখানে ছিলেন তখনই আমি নবী ছিলাম।'[৫৩]

তাই হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উম্মী নবী তথা মাতৃগর্ভের নবী।

---

৫২. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩

৫৩. তাবরানী : আল মু'জামুল কবির, ১৫/২৮৪, হাদিস : ১৭২২০

(১৮০) প্রশ্ন : হুজুর যা বলেছেন- كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমি প্রভুর জ্ঞানে নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালামের খামির তৈরী হচ্ছিল, তাহলে এ অর্থে সকল নবী ঐ সময় নবী ছিলেন। যদি অর্থ এটি হয় যে, আমি বাস্তবিক নবী ছিলাম তাহলে এটি সম্ভব নয়। নবুয়ত দুনিয়াতে হয় ওখানে কিভাবে? তাছাড়া নবী মানুষ হয় এবং মানুষের জন্য এই দেহ দরকার সুতরাং ঐ সময় নবী কিভাবে?

উত্তর : মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ রূহের জগতে সমস্ত জগতের বাস্তবিক নবী ছিলেন। ঐ সময় হুজুরের বরকতময় রূহ নবীদের রূহের লালন-পালন করছিলেন। সমস্ত নবী হুজুর থেকে ফয়জ নিয়ে এই জড় জগতে নবী হয়েছেন; বরং তাঁদের আগমনের পরেও হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ থেকে ফয়জ আসছিলো। যেমন নক্ষত্রসমূহে সূর্যের জ্যোতি আসে। এ জন্য আদম আলাইহিস সালাম জন্ম হওয়ার সাথে সাথে আরশের পায়ায় লিখা পান- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ আগামীতে বেহেশতেও হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের বহিঃপ্রকাশ হবে। সমস্ত জান্নাতীরা হুজুরের কলেমা পড়বেন। জান্নাতের প্রত্যেক বস্তুর উপর হুজুরের নাম লিখিত থাকবে। শবে মি'রাজে হুজুর আলাইহিস সালাম নবীদের ইমাম হন। মানবতা ইত্যাদি এই পৃথিবীতে নবুয়তের জন্য অত্যাবশ্যক। মানবতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়েছে। হুজুরের নবুয়ত তারও পূর্বে। দেহের মধ্যে আদম আলাইহিস সালাম হুজুরের মূল। প্রকৃতপক্ষে হুজুর আদম আলাইহিস সালামের মূল। বাহ্যত বৃক্ষ ফলের মূল তবে প্রকৃত পক্ষে ফল বৃক্ষের মূল। বৃক্ষ ফলের জন্যই লাগানো হয়েছে।

(১৮১) প্রশ্ন : রূহের জগতে নবুয়তের প্রয়োজন কেন ছিল? সেখানে নামায রোযা ফরজ নয় এসব বিধানের জন্য নবুয়ত দরকার।

উত্তর : প্রত্যেক স্থান ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিধানসমূহ পৃথক পৃথক। উক্ত জগতে আত্মাসমূহের জন্যও বিধানসমূহ ছিলো, তবে ঐ বিধানসমূহ এই বিধানসমূহ থেকে পৃথক ছিলো। أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ এর উত্তরে সকল থেকে بَلٰى (হ্যাঁ) হুজুরই আদায় করেছেন। দেখুন মাদারেজুন্নবুয়ত ইত্যাদি।

এখানেও হুজুর প্রত্যেক সৃষ্টির নবী তবে রোযা, নামায কেবলমাত্র মানুষদের জন্য, বৃক্ষ লতা ইত্যাদির উপর এ বিধানসমূহ প্রচলিত নয়।

মানুষদের মধ্যেও ধনি দরিদ্রের পৃথক বিধান আছে তবে হুজুর সকলের নবী। বেহেশতে হুজুর সকলের নবী হবেন তবে বিধানসমূহ পৃথক পৃথক হবে। মোটকথা সেখানেও সকলের নবুয়তের প্রয়োজন ছিলো। কখনো প্রভুর ফয়জ হুজুরের মাধ্যম ব্যতীত কারো মিলবে না।

(১৮২) প্রশ্ন : নবী এবং উম্মত উভয়ই ইসলামের জাহাজে আরোহন করেছে, তাহলে এই পার্থক্য কেন?

উত্তর : জাহাজের নাবিক এবং আরোহীরা সকলই একই জাহাজে আরোহন করেছে তবে আরোহীরা পার হওয়ার জন্য আরোহন করেছে আর নাবিক সকলকে পার করানোর জন্য আরোহন করেছে। তাই আরোহীরা ভাড়া দিয়ে আরোহন করেছেন তবে নাবিক ভাড়া নিয়ে আরোহন করেছে। আমাদের নামায রোযা মুক্তি পাওয়ার জন্য, হুজুরের ইবাদত আমাদের মুক্তি দেয়ার জন্য। তাঁকে ইবাদত করতে দেখে আমরাও ইবাদতে লিপ্ত হই। নচেৎ তিনি প্রথম থেকে প্রভুর দরাবারে মকবুল হয়েছে।

(১৮৩) প্রশ্ন : কিয়ামতের দিন নবীগণের আমলসমূহ পাল্লাতে পরিমাপ করা হবে কি হবে না?

উত্তর : না, আমলসমূহ পরিমাপ কেবলমাত্র ঐ সব লোকদের হবে যাদের পূণ্য ও পাপ উভয়ই থাকবে। কেননা সেখানে বাটখারা দ্বারা পরিমাপ হবেনা বরং পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিমাপ করা হবে। তাই কাফেরদের সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

"সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না।"[৫৪]

অথবা কাফেরদের জন্য কিয়ামতে পরিমাপ নেই কেননা তাদের কাছে পূণ্য সমূহ থাকবে না। তাছাড়া নবীদের আমলসমূহ এমন ভারী হবে যা কোন ধরনের পাল্লা পরিমাপ করতে পারবে না। যেমন দুনিয়ার পাল্লা আসমান ও জমিন পরিমাপ করতে পারবে না। অনুরূপ কুদরতের কারখানায় এমন পাল্লা তৈরী হয় নাই যা নবীদের পূণ্যসমূহ পরিমাপ করতে পারে। কিছু পাপীদের পাপের খতিয়ান এক মাত্র কলেমা তৈয়্যিবাহ দ্বারা মাপা হবে। সুতরাং কলেমা

৫৪. আল কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ১০৫

ভারী হবে এবং তার পাপের খতিয়ান হালকা যা উক্ত পাপীর কাজ। এটি মোস্ত ফার পবিত্র নাম যাঁর একটি মাত্র সিজদা উভয় জগতের সমস্ত ইবাদত থেকে ভারী হবে।

(১৮৪) প্রশ্ন : নবীকে অপমান করা কুফুরী হয় কেন?

উত্তর : এ জন্য যে, তাতে প্রভুর বাণীকে প্রতিহত করা হয় এবং শয়তানের সাহায্য হয়। প্রভু তাদের প্রশংসা করছেন- نِعْمَ الْعَبْدُ এ বান্দা বলছে, না, তিনি খারাপ ছিলেন, ভাল ছিলেন না। নবীর প্রশংসা প্রভুর বাণীর সহায়তা এবং তাদের দুর্ণাম, অপমান প্রভুর বাণীকে যেন প্রতিহত করা।

(১৮৫) প্রশ্ন : নবীর প্রত্যেক জিনিসের অপমান কুফুরী হবে কেন? উচিৎ হচ্ছে তাবলীগ সংক্রান্ত বিষয়াদির অস্বীকার কুফুরী হওয়া।

উত্তর : এ জন্য যে, প্রভু তাঁর সাধারণ প্রশংসা করেছেন যে, نِعْمَ الْعَبْدُ 'তিনি কতইনা উত্তম বান্দা'। উল্লেখ্য যে, বান্দা প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক গুণসহ বান্দা। যখন তাঁকে বান্দা বলে উত্তম বলেছেন তাহলে যেন তাঁর শয়ন, চেতন, চলা-ফেরা প্রত্যেক অবস্থার প্রশংসা করেছেন। এখন কেউ তার কোন অবস্থার দুর্ণাম করলে সে যেন প্রভুর বাণী প্রতিহত করল।

(১৮৬) প্রশ্ন : মুসা আলাইহিস সালাম আরজ করেন- رَبِّ أَرِنِي 'প্রভু! আমাকে দেখা দিন।' তিনি মাহবুব রয়ে যান। বনি ইসরাঈল আরয করে, 'আমাদের প্রভু দেখান।' তাদের উপর শাস্তি এসে গেল। পার্থক্য কি?

উত্তর : মুসা আলাইহিস সালাম দিদার লাভের অতি আগ্রহে এটি বলেছিলেন। বনী ইসরাঈল নবীর প্রতি শত্রুতা ও অনির্ভরতার কারণে এ দাবী করেছিলো যে, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً "প্রভু না দেখে আপনার কথা মানবনা"[৫৫] নবীর প্রতি অনির্ভরতা কুফুরী।

(১৮৭) প্রশ্ন : প্রভু মুসলমানদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বলেছেন। অথচ এরা শেষ উম্মত।

উত্তর : এখানে মধ্যবর্তী দ্বারা কালানুপাতে মধ্যপন্থী উদ্দেশ্য নয় বরং অর্থ হচ্ছে এই যে, মুসা আলাইহিস সালামের ধর্মে অত্যন্ত কঠোরতা ছিলো, ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মে নিতান্ত কোমলতা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৫৫. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৫

ওয়সাল্লামের ধর্ম মধ্যপন্থী (অতি কঠোর ও নয় অতি সহজ ও নয়) অথবা 'ওয়াসত' দ্বারা উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ বস্তু মাঝে হয়। ইমাম কাতারের মধ্যখানে, বড়মুক্তা হারের মাঝখানে, অন্তর দেহের মধ্যখানে, মক্কা শরীফ আবাদ ভূমির মধ্যখানে, জেনারেল সামরিক বাহিনীর মধ্যখানে, মিহরাব মসজিদের মধ্যখানে, ভাঙ্গন পার্শ্বে হয়, মাঝ বস্তু ঠিক থাকে। অথবা এজন্য 'ওয়াসত' বলেছেন যে, মধ্যবর্তী বস্তুর উপর সবকিছু নির্ভরশীল হয়। বৃত্তের কেন্দ্রের পেরাক চাকার প্রাণশক্তি, তাকে কেন্দ্র করে চাকা ঘুরে। পাল্লার কাঁটার ওপর পাল্লা নির্ভরশীল। যেহেতু মুসলমান সমস্ত জগত টিকে থাকার মাধ্যম তারা ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী ধ্বংস হবে, তাই এরা উম্মতের মধ্যবর্তী।

(১৮৮) প্রশ্ন : কুরআনকে কুরআন এবং ফুরকান কেন বলে?

উত্তর : কুরআন অর্থ সম্মিলনকারী। মানুষ খাদ্য, ভাষা, পোশাক, বর্ণ ও আকৃতিতে পৃথক ছিলো তবে কুরআন সকলকে মিলিয়ে মুসলমান করে দেয়। যেমন বিভিন্ন ফুলের রস মৌমাছির কারণে মধু হয়ে গেছে। তাই এটি কুরআন। কুরআন অবতরণের পূর্বে মু'মিন, কাফির, ছিদ্দিক, জিন্দিক, একই রূপ মনে হতো কুরআন এদের পার্থক্য নির্ণয় করেছে। যেমন বৃষ্টির পূর্বে সমস্ত জমিন একইরূপ মনে হতো। খবর ছিলনা যে, মালিক কোন স্থানে কি বপন করেছে। বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই চারা গজিয়ে উঠল যার দ্বারা অন্তর্নিহিত চারার পাত্তা পাওয়া গেল। অতএব এটিই পার্থক্য।

(১৮৯) প্রশ্ন : কুরআন সংকলনের জন্য ওসমানকে কেন নির্বাচন করা হয়েছে, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কুরআন সংকলক কেন বলা হয়?

উত্তর : এ কারণে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নিজ বাম হাতকে বলেন- এটি ওসমানের হাত, হুজুরের পবিত্র হাত কুদরতের হাত يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ এ কারণে ওসমানের হাত আল্লাহর হাত হয়। কুরআন সংকলনের জন্য তাকে আল্লাহ তায়ালা-ই চেয়েছেন।

(১৯০) প্রশ্ন : কুরআন শরীফের অবমাননাকে ফকিহগণ কেন কাফের বলেছেন?

উত্তর : প্রশাসনের কোন জিনিসকে অবমাননা করা প্রশাসনেরই অবমাননা। আদালতে বিচারকের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা অপরাধ। এটি আদালত অবমাননা, আর আদালতের অবমাননা প্রশাসনেরই অবমাননা।

(১৯১) প্রশ্ন : মুসা আলাইহিস সালাম বনি ঈসরাইলকে মূর্তি পূজারত দেখে তাওরীতের তক্তাসমূহ নিক্ষেপ করেন অথচ উক্ত তক্তাসমূহ প্রভু কর্তৃক লিখিত ছিল। যখন তা কুফর হয় নাই তাহলে বর্তমান কুরআনের কপি যার কাগজ, কালি, লিপি সব বান্দার তার অবমাননা কুফুরী হবে কেন?

উত্তর : প্রভুর কিতাবকে ফেলিয়ে দেয়ার তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা-

১. ভুলক্রমে পড়ে যাওয়া। ২. হাত থেকে ফেলে দেয়া। ৩. কিতাবুল্লাহকে অপমানের উদ্দেশ্যে ফেলে দেয়া। প্রথম অবস্থায় গুনাহ হবে না দ্বিতীয় অবস্থায় ভুল অথবা গুনাহ হবে তবে কুফুরী হবে না, তৃতীয় অবস্থায় কুফুরী হবে। মুসা আলাইহিস সালাম থেকে তক্তাসমূহ হয়তঃ ভুলক্রমে পড়ে গেছে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, পবিত্র দেহে কম্পন এসে গেল ফলে তক্তাসমূহ পড়ে গেল। অথবা তিনি নিজ উম্মতের উপর অসন্তুষ্ট হন, রাগের বশবর্তী হয়ে তিনি তক্তাসমূহ ফেলে দেন, ভুল হয়েছে, প্রভু থেকে যার ক্ষমা চেয়েছেন- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي মোটকথা- সেখানে তাওরীত শরীফের অবমাননা উদ্দেশ্য ছিলনা।

(১৯২) প্রশ্ন : মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহিস সালামের দাঁড়ি ধরেছেন যাতে দাঁড়ির যা সুন্নত অবমাননা হয়েছে এবং একজন পয়গাম্বর অপমানিত হয়েছে এ দুটি কাজই কুফুরী এবং যেহেতু এ কঠোরতা তিনি অযৌক্তিক করেছেন তাই কেসাস দেয়া উচিৎ ছিলো যেহেতু এটি বান্দার হক।

উত্তর : মুসা আলাইহিস সালামের এ কার্যাদি কুফুরী তো দূরের কথা ভুলক্রটিও হতো, তাহলে তার উপর প্রভুর তিরষ্কার আসতো। যেমন আদম আলাইহিস সালামের গুন্দম (গম) খাওয়ার কারণে হয়েছে। হারুন আলাইহিস সালাম বয়সে মুসা আলাইহিস সালাম থেকে বড় ছিলেন তবে মর্যাদায় মুসা আলাইহিস সালাম উচ্চ; তিনি ছিলেন সুলতান এবং হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ছিলেন মন্ত্রী। মুসা আলাইহিস সালামের ইজতিহাদী ভুল হয়েছে। তিনি মনে করেন, হারুন সম্প্রদায়কে কুফুরী থেকে বাঁধা দানে ত্রুটি করেছেন তাই তিরষ্কার করেন। প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার পর দোয়া করেছেন। ইজতিহাদি ভুল মার্জনীয়। হাকিম যদি ভুলবশতঃ কাউকে শাস্তি দেয় তা মার্জনীয়। জর্জ নিজ কর্মচারী পিতাকে শাস্তি দিতে পারেন। মোটকথা এটি অপমান ছিল না, শিক্ষা দেয়া ছিলো। যে ভুল হয়েছে তা ইজতিহাদী।

(১৯৩) প্রশ্ন : কুরআন বলছে, ঈসা আলাইহিস সালাম মাটির পাখি তৈরী করতেন, ফুঁক দিয়ে জীবিত করতেন এটি কিভাবে হতে পারে, মাটিতে প্রাণ সঞ্চার হয় কিভাবে?

উত্তর : দিন-রাত মাটিতে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। মাথায় ধুলো বালি পড়েছে তা একত্রিত হয়ে জীবিত উকুন হয়ে গেল, পালং-বিছানায় মাটি, ময়লা-আবর্জনা জমা হয়েছে তা একত্রিত হয়ে জীবিত ছার পোকা হয়ে গেল, মাটিতে বৃষ্টি পড়ল তা হাজার হাজার ব্যাঙ ও পতঙ্গে রূপান্তর হলো। যদি তাঁর ফুঁক দ্বারাও মাটিতে প্রাণ সঞ্চার হয় তাহলে অসুবিধার কি আছে তাঁর নাম-ই তো রূহুল্লাহ্।

(১৯৪) প্রশ্ন : ঈসা আলাইহিস সালাম ফুঁক দ্বারা মৃতদের জীবিত করতেন এটিও অসম্ভব কথা। বেরিয়ে যাওয়া রূহ ফুঁক দ্বারা কিভাবে ফিরে আসতে পারে?

উত্তর : এটিও অসম্ভব নয়। কিছু স্বর্পের ফুঁক দ্বারা মানুষের রূহ বের হয়ে যায়। যখন স্বর্পের ফুঁক প্রাণ বের করে দিতে পারে তাহলে রূহুল্লাহর ফুঁক প্রাণ দিতে পারে। শিঙ্গার মাধ্যমে ইসরাফিল আলাইহিস সালামের ফুঁক সমস্ত জগতকে জীবিত করবে।

(১৯৫) প্রশ্ন : হাদিস শরীফে আছে, কিয়ামতের সন্নিকট যখন ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করবেন তাঁর নিঃশ্বাস দ্বারা কাফের মারা যাবে। আশ্চর্য কথা হচ্ছে- প্রথমে তাঁর নিঃশ্বাস দ্বারা মৃতরা জীবিত হত।

উত্তর : মৃত্যু-জীবন প্রভুর পক্ষ থেকে। এ নিঃশ্বাস মাধ্যম মাত্র। তিনি যখন চান কাজ নেন। ইসরাফীল আলাইহিস সালামের প্রথম ফুঁক দ্বারা জীবিতরা মারা যাবে, দ্বিতীয় ফুঁক দ্বারা সব মৃত জীবিত হবে।

(১৯৬) প্রশ্ন : কুরআন দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট কেন হয়ে যায়, তা তো পথপ্রদর্শক, পথপ্রদর্শক দ্বারা পথভ্রষ্ট কিভাবে?

উত্তর : একটি হারমুনিয়ামের একটি পর্দা চাপালে মোটা শব্দ বের হবে, অন্য পর্দাটি চাপালে সুরালো ও চিকন শব্দ বের হবে অথচ বায়ু একটিই গমন করে। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কে রহমানী পর্দাও আছে, শয়তানীও আছে। যদি শয়তানি পর্দা প্রাধান্য পায় তাহলে কুরআনী বায়ু দ্বারা কুফুরী ধ্বনি বের হবে আর যদি রহমানী পর্দা প্রাধান্য পায় তাহলে কুরআনী বায়ু দ্বারা ঈমানী ধ্বনি বের হবে। এটি কুরআনী ত্রুটি নয় নিজের পর্দার ত্রুটি। বৃষ্টি দ্বারা কোথাও ফুল জন্মে কোথাও জন্মে কাঁটা।

(১৯৭) প্রশ্ন : কুরআন তো উত্তম জিনিস তা থেকে উত্তম জিনিস বের হওয়া উচিৎ।

উত্তর : কুরআন উত্তম, পাঠকের মন-মানসিকতা মন্দ। সামেরীর গো-বাছুরের মুখে হযরত রূহুল আমিন'র ঘোড়ার মাটি পড়েছে, যা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। তবে ফেরাউনের উক্ত স্বর্ণ নিকৃষ্ট মাল ছিলো তাই উক্ত পবিত্র মাটি যদিও তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছে এবং ধ্বনি সৃষ্টি করেছে তবে উক্ত ধ্বনি দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহর কোন বান্দা উক্ত মাটি খেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথ প্রদর্শক করতেন। কুরআন ও ইল্‌ম পবিত্র ও উত্তম জিনিস তবে বে-দ্বীন আলেম সামেরীর গো-বাছুর। জ্ঞান অর্জন করত: যা বলছে তা দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট-ই হচ্ছে।

কবর এবং দাফন

(১৯৮) প্রশ্ন : মৃতকে দাফন করা কাকের কাজ, মুসলমানরা কাকের শিষ্য হয়ে দাফন করা শিখেছে। মৃতকে জ্বালিয়ে দেয়া উত্তম, জমিনে পতিত হলে মৃতের দেহ নষ্ট হয়ে যায়। দু'গজ জমিনে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে পোড়ানো যায়। তবে মুসলমান একাকী কিয়ামত অবধি উক্ত জমির দখলদার থাকে।

উত্তর : মৃতকে জ্বালিয়ে দেয়া ফিতরত বিরোধী। দাফন-ই হচ্ছে ফিতরত অনুযায়ী। কেননা মানুষ মাটির তৈরী। আগুন, পানি, হাওয়া, মাটিকে খামির বানানোর জন্য। তাতে এমনভাবে প্রবিষ্ট করা হয়েছে যেমন আটার মধ্যে পানি, আগুন। তাই তাকে মানুষ বলে। অর্থাৎ মাটির জিনিস। অতঃপর মানুষের আহার, পানাহার, পোশাক মাটি থেকেই তৈরী। তাই উচিৎ হচ্ছে নিজেও মৃত্যুর পর মাটিতেই থাকা। মুসলমান ভিত্তি সম্পন্ন দেয়াল। কেননা তাদের জীবিতরা মাটির উপর এবং মৃতরা জমিনের নিচে। হিন্দুরা ভিত্তিহীন দেয়াল। কেননা তাদের মৃত ও জীবিত উভয়ই জমিনের উপর। তাই মুসলমান শক্তিশালী, মুশরিকরা দুর্বল। শুধু দাফন কেন অনেক কাজ মানুষ পশুদের থেকে শিখেছে। যেমন অপারেশন একটি ষাঁড় থেকে শিখেছে। এক ধোপার ইসতিসকা (পেটফুলা রোগ) হয়েছে। ঘটনাক্রমে দুটি ষাঁড় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। একটি ষাঁড় পালিয়ে যাওয়ার সময় ধোপার পেটে লাতি পড়ে ফলে ধোপার পেট ফেটে গেল। পানি বের হয়ে রোগ ভাল হয়ে গেল। বিষের ঔষধ বানর থেকে শিখেছে। (হাকিম আজম খাঁ'র গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য) এ সব জন্তু কি মানুষের শিক্ষক হয়ে যায়? যদি কেউ কোন কাজ করে অন্য মানুষ নিজ মেধা গুণে তা শিখে নেয়, তাহলে সে ছাত্র হবেনা যতক্ষণ না শেখানোর ও শিক্ষা গ্রহণের নিয়ত করে।

(১৯৯) প্রশ্ন : ইসলাম বলছে, মৃত থেকে কবরে তিনটি প্রশ্ন হবে; তোমার প্রভু কে, তোমার দ্বীন কি, এ প্রিয় মাহবুব সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যে মুসলমান হুজুরকে দেখে নাই সে কিভাবে চিনতে পারবে?

উত্তর : ঈমানের সম্পর্কের দ্বারা চিনবে। যেভাবে পৃথিবীতে চেনা জানা রক্ত সম্পর্ক অথবা বাহ্যিক সাক্ষাৎ দ্বারা হয় অনুরূপ রূহানী পরিচয় ঈমানের সম্পর্কের দ্বারা হবে। যে সব কাফের হুজুরকে দেখেছিলো তারা কবরে

হুজুরকে চিনবে না অনুরূপ যে সব মুসলমান হুজুরকে দেখেন নাই তাঁরা চিনতে পারবেন। দেখ, হুজুরের দর্শন কাফের হুজুরের প্রেমিক হবে না তবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হুজুরকে না দেখে হুজুরের উপর এমন আশেক হয়ে যাবেন যে, তার উপর নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করবেন। যেভাবে এখানে না দেখে ভালবাসা হয়েছে অনুরূপ সেখানে ইনশাআল্লাহ দেখা ব্যতীত পরিচয় হবে। পার্থিব প্রেমিককে হাজার জনে দেখেছে তবে তাদের প্রতি আসক্ত হয়েছে এক একজন। অনুরূপ ইউসুফের সৌন্দর্যের উপর নিবেদিত কেবলমাত্র জুলেখা তবে মাদানী মাহবুবকে কেউ দেখেন নাই তবে লক্ষ কোটি প্রেমিক হয়ে গেছেন।

(২০০) প্রশ্ন : যে লোক দাফন হচ্ছেনা, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে অথবা বাঘ ভক্ষণ করছে তাদের থেকে কবরের হিসাব কিভাবে হবে?

উত্তর : কবর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এ গর্তটি নয় যাতে মৃতকে দাফন করা হবে বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য বরজখ। মৃতের দেহ যেখানে হোক না কেন তবে তার রূহ সংরক্ষিত থাকবে। উক্ত রূহ দেহের মূল অনু-পরমাণুর সাথে সম্পৃক্ত করে তা থেকে সওয়াল-জওয়াব হবে। যদি কেউ দাফনও না হয়, এমনি মাঠে নিক্ষেপ করা হয়, তার থেকে ঐ অবস্থায় কবরের প্রশ্ন হবে যদিও আমাদের উপলব্ধি না হয়। মায়ের উদরে সন্তান হয়ে যাচ্ছে মায়ের খবর নেই।

(২০১) প্রশ্ন : হাদিস শরীফে আছে, "মু'মিনের কবর সত্তর গজ প্রশস্ত হবে।" অতএব যদি মু'মিন ও কাফেরের কবর পাশাপাশি হয় এবং মু'মিনের কবর সত্তর গজ প্রশস্ত হয় তাহলে কাফেরের কবর কোথায় যাবে? অনুরূপ যদি মু'মিন ও কাফের একটি কবরে দাফন হয় তাহলে বলুন, উক্ত কবরটি কাফেরের জন্য সংকীর্ণ হবে নাকি প্রশস্ত হবে? উক্ত কবরে বেহেশতের হাওয়া আসবে অথবা দোজখের?

উত্তর : মু'মিনের কবর প্রশস্ত হবে, কাফেরের কবর সেখানেই থাকবে এবং উক্ত একটি কবরে মু'মিনের জন্য বেহেশ্‌তের হাওয়া আসবে এবং কাফেরের জন্য দোজখের হাওয়া আসবে। একজনের প্রভাব অন্যজনের উপর পড়বে না। এ প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা অনুভূতিগত, অন্যের জমি কেটে নয়। যেমন একটি চৌকিতে দু'ব্যক্তি শুয়ে আছে এক ব্যক্তি স্বপ্নে নিজকে বিশাল প্রান্তরে দেখছে অন্যজন নিজকে কারাগারে কক্ষে বন্দি দেখছে। একজন সুন্দর স্বপ্ন দেখছে সে খুশি হচ্ছে অন্যজন মন্দ স্বপ্ন দেখছে সে কষ্ট পাচ্ছে। দেখ, চৌকি একটি তবে

তার উপর শয়নকারীদের অবস্থা ভিন্ন। অথবা চেতন অবস্থায় এক ব্যক্তি সুন্দর ভাবনায় আনন্দিত হচ্ছে আপরজন মন্দ ভাবনায় চিন্তিত। পার্থিব জীবন কবর অনুপাতে স্বপ্ন এবং কবর জীবন কিয়ামত অনুপাতে স্বপ্ন।

(২০২) প্রশ্ন : যখন কিয়ামতে হিসাব, কিতাব, আযাব ও সওয়াব হবে তাহলে কবরে এ গুলো কেন হবে?

উত্তর : কবরে কেবলমাত্র ঈমান ও কুফুরীর পরীক্ষা, কিয়ামতে আমলসমূহের ও কবরের পরীক্ষা বরজখী জীবনের জন্য এবং কিয়ামতের হিসাব আগামীর স্থায়ী জীবনের জন্য। কবরের জীবন যেন জেলের পূর্বে কয়েদী। কিয়ামতের দিন হচ্ছে মুকাদ্দমার দিন, তার মীমাংসার উপর আগামী দিনের নির্ভরশীলতা।

(২০৩) প্রশ্ন : কিছু লোক কফনী লিখে কবরে রাখে- এটি অনর্থক। যদি মৃত মূর্খ হয় অথবা আরবী না জানে তাহলে তার এ লিখা দ্বারা কি উপকার হবে, সে কিভাবে পড়ে উত্তর দেবে?

উত্তর : এ লিখা (কফনী) বরকতের জন্য যেমন সবুজ ডালের তসবীহ দ্বারা মৃতের আজাবে হ্রাস হয়। কিছু সাহাবী হুজুরের তাবাররুক বরকতের জন্য সঙ্গে নিয়ে গেছেন। অনুরূপ এ লিখা। আল্লাহর জিকির অন্তরে শান্তি আনে চাই তা লিখিত হোক কিংবা মৌখিক হোক। তাছাড়া উহাতে মৃতের তালকীন আছে- لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ মূর্খতা ও ভাষার ভিন্নত এ জগতের অবস্থা। মৃত্যুর সাথে সাথে সব মানুষ পড়তে পারবে। জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী। কিয়ামতে সমস্ত মানুষ নিজেদের আমলনামা পড়তে পারবেন, যা আরবী ভাষায় হবে, তবে বুঝতে পারবে। কবরে সওয়ালসমূহ আরবীতেই হবে। যেমন অন্ধত্ব ও অন্যান্য দৈহিক প্রকাশ্য রোগসমূহ এই জড় দেহের। ওখানে কোন অন্ধ থাকবে না, পঙ্গুও থাকবে না সকলেই সুস্থ দেহের অধিকারী হবে। অনুরূপ কুফুরী, পাপ, মূর্খতা, জুয়া, মদ্যপান সবকিছু এ জগতের জিনিস। ওখানে সবাই জ্ঞানী, বিশ্বাসী, খোদাভীরু হবেন। তবে উক্ত ঈমান ও তাকওয়া ফলদায়ক হবে না।

(২০৪) প্রশ্ন : কবর জিয়ারত সুন্নাত কেন?

উত্তর : যাতে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ আসে, মানুষ উক্ত জীবনের জন্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারে। এই সুবাধে জীবিতরা মৃতদের ইসালে সওয়াব করতে পারে। মোটকথা উহাতে জীবিত মৃত উভয়ের উপকারিতা আছে।

(২০৫) প্রশ্ন : কিছু লোক অছিয়ত করে যে, আমাকে অমুক বুজুর্গের পাশে দাফন কর অথবা পবিত্র মদিনায় কবরের আশা করে তা'দ্বারা কি লাভ? মৃতকে পবিত্র ভূমি কি উপকার করতে পারে?

উত্তর : কাফেরের জন্য কোথাও দাফন হওয়া ফলদায়ক নয়। হ্যা, পাপী মু'মিনের তা দ্বারা এ উপকার হয় যেখানে আল্লাহর প্রিয় বান্দা দাফন হয় সেখানে রহমতের পাখা চলতে থাকে। উক্ত মকবুল বান্দার কারণে তার কাছেও উক্ত হাওয়া পৌছে। যদি কোন গরীব লোক কোন ধনীর কুটিরে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, বিদ্যুতের যে পাখা ধনীর জন্য চলছিল তার হাওয়া দ্বারা সেও উপকৃত হবে।

কিয়ামত

(২০৬) প্রশ্ন : কিয়ামতকে কিয়ামত অথবা মাহশার কেন বলে?

উত্তর : কিয়ামত অর্থ দাঁড়ানো। যেহেতু উক্ত দিন সমস্ত মৃত নিজেদের কবর থেকে দাঁড়িয়ে হাশরে যাবে অথবা দুনিয়াতে কেউ দাঁড়ায়, কেউ বসে, কেউ শয়ন করে তবে ঐ দিন সকলই হিসাবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই থাকবে। তাই তার নাম কিয়ামত। দুনিয়াতে সব মানুষ এক সাথে আসে নাই, কেউ এসে প্রস্থান করেছে, কেউ আসছে, কেউ এখনো বিদ্যমান আছে তবে ঐ দিন সমস্ত জগত একই স্থানে ও সময়ে একত্রিত হবে। তাই তার নাম হাশর/মাহশর অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার দিন অথবা একত্রিত হওয়ার স্থান।

(২০৭) প্রশ্ন : সমস্ত মানুষ কেবলমাত্র সিরিয়ার জমিনে কিভাবে সংকুলান হবে?

উত্তর : অত্যন্ত সহজভাবে। কিতাবের বিষয়সমূহ, কুরআন শরীফ, কবিতাসমূহ শত শত মন কাগজে লিখা যাচ্ছে। সমস্ত আসমান, চন্দ্র, সূর্য, পূর্ব পশ্চিম তাঁর চোখের মধ্যমণিতে সংকুলান হয়ে যাচ্ছে। যিনি এর উপর সক্ষম তিনি তার উপরও সক্ষম।

(২০৮) প্রশ্ন : কিয়ামত কেন হবে, তাতে কি লাভ?

উত্তর : ক্ষেতে ভূষি ও দানা এক স্থানেই হয়। দানা ও ভূষি পৃথক করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৌছিয়ে দেয়া হয় অনুরূপ দুনিয়াতে মু'মিন ও কাফির একই স্থানে বসবাস করেন। কিয়ামতে তাদের যাচাই-বাচাই হবে। বাচাইয়ের পর মু'মিন বেহেশতে ও কাফের দোজখে পৌছবে। কিয়ামত বাচাইয়ের দিন অথবা অভিযুক্তকে প্রথমে কয়েদি হিসেবে রাখা হয় অতঃপর হাকিমের সামনে উপস্থাপন করত: মীমাংসা পূর্বক জেলে পৌছিয়ে দেয়। কিয়ামত হচ্ছে মামলা উপস্থাপনের দিন।

(২০৯) প্রশ্ন : কিয়ামতের দিন নিয়ে মতানৈক্য কেন? কিছু আয়াতে আছে, "উক্ত দিন এক হাজার বছরের সমান, অন্য কিছুতে আছে, পঞ্চাশ হাজার বছর, অপর বর্ণনায় চার রাকাত নামায আদায় করার সম পরিমাণ" এ গুলোর অর্থ কি?

উত্তর : এই পার্থক্য হয়ত অনুভূতির জন্য যে, উক্ত দিন নি'মতপ্রাপ্তদের কাছে চার রাকাতের সমান অনুভব হবে আর শাস্তিপ্রাপ্তদের কাছে হাজার বছর অথবা পঞ্চাশ হাজার বছর থেকেও অধিক অনুভব হবে অথবা এরূপ যেমন বলা হয়, বিবাহ দশ মিনিটে হয়ে যায়, এক মাসে হয়ে যায়, বিশ বছরে হয়ে যায়। মূল বিবাহ দশ মিনিটে, দাওয়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে এক মাস সময় লাগে, টাকা পয়সা যোগাড় করতে বিশ বছর সময় লাগে। অনুরূপ উক্ত দিন মূল হিসাব অর্ধ দিনে হয়ে যাবে এরপর শফির অন্বেষন, হিসাবের অপেক্ষা ইত্যাদিতে এক হাজার বছর খরচ হবে। প্রথম ফুঁক থেকে বেহেশত ও দোজখে প্রবেশ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বছরের সময়, যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে বেহুঁশ হওয়া, হাশরের ময়দানে পৌছা, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা, মাকামে মাহমুদ ইত্যাদি।

(২১০) প্রশ্ন : পুণ্যসমূহ পরিমাপ হবে কিনা, যদি হয় তাহলে পাপসমূহ থেকে বেশি হবে কিনা?

উত্তর : পুণ্যের পরিমাপ পাপসমূহ থেকে লক্ষগুণ বেশি হবে। পাল্লায় একটি কলেমা তৈয়্যিবার ওজন সম্পূর্ণ জীবনের পাপসমূহ থেকে লক্ষগুণ বেশী ভারী হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, পুণ্যের ওজন নিয়তের বিশুদ্ধতার অনুপাতে হবে। পুণ্য খোসা, ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা) তার মগজ। ফলের মধ্যে মগজের পরিমাপ হয়। মগজ বিহীন ফল হালকা হয়। তাই কাফেরদের পুণ্যসমূহ অত্যন্ত হালকা হয়। মু'মিনের ভারি হয়। ইমাম হুসাইনের কারবালার প্রান্তরে একটি সিজদা আমাদের লক্ষ-কোটি নামাযের চাইতে ভারি হবে।

(২১১) প্রশ্ন : যদি পুণ্যের মধ্যে এত ওজন হয়, তাহলে মু'মিনের মাথায় কিয়ামতের দিন বড় বোঝা হবে অথচ কুরআন বলছে-

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴿١٣﴾

"তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে।"[৫৬]

সে নিজেদের বোঝা বহন করবে। বোঝা উঠানো এক প্রকার শাস্তি, মু'মিন কি সেখানে আযাবে থাকবে?

---

[৫৬]. আল কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ১৩

উত্তর : কিয়ামতের মধ্যে মু'মিনের তিন অবস্থা হবে। ১. কবর থেকে মাহশর পর্যন্ত যাওয়ার সময় পুণ্যসমূহ মু'মিনদের বহন করতে হবে। তা তাদের ওপর অত্যন্ত হালকা হবে যা উপলব্ধিও হবে না। ২. পাল্লায় পৌছে অত্যন্ত ভারী হবে। ৩. পাল্লা থেকে বেহেশত পর্যন্ত পুণ্যসমূহ বাহন হবে। মু'মিন উক্ত বাহনে আরোহন করত: পুলসিরাত পার হবে। পুণ্য যে রূপ তার গতিও সে রূপ হবে। তাই বোঝা উঠানো কাফেরদের আযাব হবে। হাদিস শরীফে আছে, "কলেমা উচ্চারনে হালকা, পাল্লায় ভারি, প্রভুর কাছে প্রিয়" এটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে।

(২১২) প্রশ্ন : বিবেক আসেনা যে, মু'মিনের পুণ্য তাঁর কাঁধে হলে হালকা হবে, পাল্লায় পৌছে ভারী হবে, পুলসিরাতে বাহন হয়ে যাবে।

উত্তর : তার দৃষ্টান্তসমূহ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। লাকড়ী পানির উপর হালকা তাই ডুবে না তবে পাল্লাতে ভারী। স্বয়ং পানি কলসিতে ভর্তি করে মাথার উপর রাখ তা ভারী তবে পুকুর বা চৌবাচ্চার তল দেশে বস যদিও এখন মাথার উপর অনেক পানি তবে হালকা। বিজ্ঞান বলছে, বাতাস অনেক ভারী। আমরা লক্ষ মণ বাতাসের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরা ফেরা করছি তবে অনুভব হচ্ছে না। যে স্বর্ণের অলংকারে মুক্তা যুক্ত থাকবে তাকে পানির উপরিভাগে রেখে পরিমাপ করলে তাহলে কেবলমাত্র স্বর্ণের ওজন ধরা পড়বে, মুক্তার ওজন পাওয়া যাবে না। অনুরূপ ক্ষিধার তাড়নায় স্বল্প আহার কর তাহলে তুমি খাদ্যের উপর আরোহন করতে পেরেছ, যদি অধিক পরিমাণ আহার কর তাহলে খাদ্য তোমার উপর আরোহন করেছে। অনুরূপ ওখানে পুণ্যসমূহের অবস্থা।

(২১৩) প্রশ্ন : কিয়ামতে হিসাব কেন হবে? কি প্রভুর আমলসমূহের সংখ্যা জানা নেই?

উত্তর : এই হিসাব প্রভুর জ্ঞানের জন্য নয়, বরং মানুষদের মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্য। যাতে দোজখী এটি বলতে না পারে যে, আমাকে দোজখ কেন দেয়া হয়েছে? অমুক বেহেশতে গেল কিভাবে অথবা আমাকে দোজখে কঠোর স্থান কেন দেয়া হয়েছে অন্যদের সহজ ও হালকা স্থান কেন দেয়া হয়েছে?

(২১৪) প্রশ্ন : কিয়ামত দিবসে মানুষ 'শফিউল মুজনিবিন'কে কেন ভুলে যাবেন? এখানে সবাই জানেন না যে, 'হুজুর শফিউল মুজনিবিন'। অতঃপর ওখানে প্রথমে অন্যান্য নবীদের কাছে কেন যাবেন?

উত্তর : যাতে জ্ঞাত হয়ে যায় যে, আজ হুজুর আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্য কেউ সাহায্যকারী নেই। যদি প্রথমেই হুজুরের কাছে পৌছে যেত তাহলে সম্ভবত: কেউ বলে দিত যে, শাফায়াত অন্য স্থানেও হতে পারে আমরা অন্য স্থানে যাই নাই।

(২১৫) প্রশ্ন : কিয়ামতে কারো মুখ কালো, কারো মুখ উজ্জ্বল কেন হবে?

উত্তর : অন্তরের অন্ধকার অথবা জ্যোতি চেহরার উপর প্রকাশিত হবে। যেমন বর্তমানে চিন্তিত ব্যক্তি দুর্বল ও কালো হয়ে যায়। সম্পদশালী ব্যক্তি হাসোজ্জ্বল ও শ্যাম বর্ণের হয়।

বেহেশ্‌ত ও দোজখ

(২১৬) প্রশ্ন : জান্নাতকে 'জান্নাত' কেন বলে?
উত্তর : এ জন্য যে, জান্নাত 'জান্নুন' থেকে গঠিত। অর্থ- লুকিয়ে থাকা। এজন্য পাগলকে 'জুনুন' উদরস্থ সন্তানকে 'জনিন' ঢালকে 'জুন্নাহ' আগুনের তৈরী সৃষ্টিকে 'জিন্নাত' অন্ধকারকে 'জ্বিন' বলে। জান্নাতের অর্থ- গোপনীয় বাগান। যেহেতু ঐ বাগান দুনিয়াবাসীর দৃষ্টির আড়ালে অথবা ঐ বাগানের বৃক্ষ এরূপ ঘন যে, তথাকার জমিন দৃষ্টি গোচর হয় না তাই উহা জান্নাত।

(২১৭) প্রশ্ন : দোজখকে 'জাহান্নাম' কেন বলে?
উত্তর : এ শব্দটি অনারবী। মূলত: 'চাহনাম' ছিলো অর্থ গভীর কূপ। যেহেতু উহা অত্যন্ত গভীর স্থান এবং মনে হয় আগুনের কুপ তাই 'জাহান্নাম' নাম হয়।

(২১৮) প্রশ্ন : বেহেশত ও দোজখ কি তৈরী হয়ে গেছে? না কিয়ামতের পর তৈরী হবে?
উত্তর : তৈরী হয়ে গেছে। সেখানে প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম অবস্থান করেছেন। ওখানেই বর্তমানে ইদ্রিস আলাইহিস সালাম ও শহীদদের রূহ অবস্থান করছেন। তথাকার জানালা মু'মিনের কবরে খুলে দেয়া হচ্ছে। তারই পরিভ্রমণ হুজুর মি'রাজ রজনীতে করেছেন। সেখানকার পানি হুজুর আলাইহিস সালাম সাহাবীদের পান করিয়েছেন। তথাকার পানি দ্বারা নীল ও ফুরাত নদী প্রবাহিত।

(২১৯) প্রশ্ন : এত আগে ঐ গুলো কেন তৈরি করেছেন, সেখানে প্রবেশ তো কিয়ামতের পর হবে, তখন সৃষ্টি করলেও তো হতো?
উত্তর : সরকারী অফিস-আদালত, বাংলোর, কারাগার, ফাঁসির ঘর প্রথম থেকেই তৈরী করা হয়। ঐ গুলোর অপেক্ষা হয় না যে, চোর পাকড়াও করার পর কারাগার বানানো হবে। বেহেশত ও দোজখ বর্তমানেও ব্যবহার হচ্ছে, বেহেশতের ব্যবহার উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। দোজখের আগুন পৃথিবীতে কার্যরত, দোজখ দ্বারাই ঋতু গঠিত হয়। উপরের নিঃশ্বাস দ্বারা শীত এবং বাইরের নিঃশ্বাস দ্বারা গরম ইত্যাদি হয়।

(২২০) প্রশ্ন : শীত ও গরম তো সূর্য থেকে এসেছে, তার উৎস জাহান্নাম, যেখান থেকে কিরণ সূর্যে আসছে। সমুদ্রে পানি কোথা থেকে? সমুদ্র পানির উৎস, খাজানায় টাকা থাকে, তৈরী হয় না, তৈরী হয় টাকশালে। অনুরূপ সূর্য, জ্যোতি ও গরম যেন খাজানা তবে তার কারখানা দোজখ ইত্যাদি। যখন বেহেশত ও দোজখ এত পূর্ব থেকে তৈরী হয়েছে তাহলে এখন সবকিছু সম্ভবত: পুরাতন হয়ে গেছে। হুরগণ সম্ভবত: বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। কবির ভাষায়-

ایسی جنت کا کیا کرے کوئی ★ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں

উত্তর : কালের সাথে সম্পর্কিত বস্তু পুরাতন হয়, যা কালের উর্ধ্বে তা কখনো পুরাতন হয় না। আপনার দেহ পুরাতন হয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তবে রূহ কখনো বৃদ্ধ হবে না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের তবে না পুরাতন হচ্ছে, না তাদের জ্যোতিতে কোন ধরনের ঘাটতি হয়েছে অনুরূপ বেহেশত কালের উর্ধ্বে, তাই সর্বদা একই রকম।

(২২১) প্রশ্ন : তথাকার নদীসমূহ, নদীর মধ্যস্থিত বস্তুসমূহ, দুধ, পানি, মধু ইত্যাদি খারাপ হয়ে গেছে সম্ভবত।
উত্তর : পরিবর্তন ও খারাপ ঐ বস্তুসমূহে হবে যা সৃষ্টির তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেয়া হয়। কেননা যখন সংরক্ষক মানুষ নিজেই নশ্বর তাহলে তার হেফাজতের বস্তুটিও নশ্বর হবে। যার সংরক্ষক প্রভু হবেন তা পরিবর্তন ও নষ্ট হবে কেন? সমুদ্রের পানি মিষ্টি হোক বা লবণাক্ত তার পানি লক্ষ বছর থেকে বিদ্যমান, পরিবর্তন যেমন হয় নাই নষ্টও হয় নাই। কুরআন প্রভুর তত্ত্বাবধানে তাই পরিবর্তন ও হয় নাই, নষ্ট ও হয় নাই।

(২২২) প্রশ্ন : বেহেশতে হুরসমূহ কেন রাখা হয়েছে? বিবিদের সন্তানের জন্য রাখা হয়, যখন সেখানে সন্তান-সন্ততি নেই তাহলে হুরদের প্রয়োজনও নেই?
উত্তর : বিবি কেবলমাত্র সন্তানের জন্য নয়, বরং স্বামীর সেবা, গৃহস্থালী কাজ, ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিও উদ্দেশ্য। অনেক লোক সন্তান থেকে অনাগ্রহী হয়েও বিবি রাখে, বার্ধক্যে সন্তান থেকে নৈরাশ হয়েও বিবি রাখে। হুরগণ সেবা ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য হবেন।

(২২৩) প্রশ্ন : বেহেশতে সন্তান, সামরিক শক্তি, টাকা পয়সা কিছু থাকবে না, তাই তথাকার নি'মতসমূহ ত্রুটিপূর্ণ।

উত্তর : এ গুলো পার্থিব জগতে নি'মত, বেহেশতে মুসিবত। সন্তান দুনিয়াতে এজন্য নি'মত যে, মৃত্যু সামনে। সামরিক শক্তি এজন্য নি'মত যে শত্রুর ভয় আছে, টাকা পয়সা এজন্য নি'মত যে, আমাদের কাছে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নেই, টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। যেহেতু সেখানে মৃত্যু নেই তাই সন্তান সন্ততি নেই। ঝগড়া-বিবাদ নেই তাই সামরিক শক্তি নেই। অভাব নেই তাই টাকা পয়সা নেই।

(২২৪) প্রশ্ন : বেহেশতের স্তর সাত এবং দোজখের স্তর আট কেন?
উত্তর : যেহেতু বেহেশতীও বিভিন্ন স্তরের হবেন, দোজখীও বিভিন্ন স্তরের। বেহেশতীদের মধ্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মু'মিন এক রকম হতে পারে না। অনুরূপ দোজখীদের মধ্যে আবু জাহেল ও অন্যান্য সাধারণ কাফের একই রকম নয়। জেলে কিছু প্রথম বিভাগের কয়েদি, কিছু দ্বিতীয় বিভাগের, কিছু তৃতীয় বিভাগের, তাই সেখানে তিনটি স্তরই তৈরী করা হয়েছে।

(২২৫) প্রশ্ন : যখন দোজখে আগুনের আযাব হয় তাহলে তার কিছু স্তর ঠান্ডা কেন এবং ঐ গুলোতে ঠান্ডা কোথা থেকে এলো?
উত্তর : দোজখের উষ্ণতাও আগুন থেকে, শীতলতাও আগুন থেকে। নৈকট্যের দ্বারা গরম, দূরবর্তী দ্বারা শীতল। যেমন পৃথিবীতে সূর্যের সান্নিধ্য দ্বারা গ্রীষ্ম ঋতু হয় এবং তার দূরত্বের দ্বারা শীত ঋতু হয়।

(২২৬) প্রশ্ন : বেহেশ্‌ত ও দোজখে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টিও যাবে কি যাবে না?
উত্তর : বেহেশত কেবল মাত্র মানুষদের জন্য, দোজখ মানুষ ও জ্বিনদের জন্য। হ্যাঁ দোজখে কাফেরদের ভ্রান্ত মাবুদ, পাথর , বৃক্ষ, সূর্যও যাবে। তবে আজাব পাওয়ার জন্য নয়, কাফেরদেরকে আজাব দেয়ার জন্য এবং নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করার জন্য।

(২২৭) প্রশ্ন : দোজখে ফেরেশতা হবেন কি হবেন না, যদি হন তাহলে তাঁরা কোন অপরাধ করেছেন?
উত্তর : হবেন, তবে আযাব ভোগ করার জন্য নয়, বরং দোজখীদের আযাব দেয়ার জন্য। যেমন কারাগারে পুলিশ, সিপাই, দারোগা জেলর ইত্যাদি থাকেন।

(২২৮) প্রশ্ন : শয়তানও যদি দোজখে যায় তাহলে তার কি শাস্তি হবে? সে তো জ্বিন, আগুনের তৈরী। আগুনের তৈরীর আগুন দ্বারা কি কষ্ট হবে?

উত্তর : আগুনের তৈরীর আগুন দ্বারা কষ্ট হতে পারে। যেমন কেউ যদি আপনার মাথায় মাটির ঢিলা অথবা ইট মারে তাহলে আপনি কষ্ট পাবেন অথচ তাও মাটি আপনিও মাটি।

(২২৯) প্রশ্ন : ফেরেশতারা জান্নাত পান না কেন? তাঁরা বড় ইবাদত গুজার।
উত্তর : তাঁদের কাছে নফস (আত্মা) নেই, তাই তাঁদের ইবাদতে কোন কষ্ট হয় না, তাঁদের জন্য ইবাদত এরূপ যেমন আমাদের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা। ইবাদত চর্চায় সওয়াব হয়, অভ্যাস চর্চায় সওয়াব হয় না। বিনিময়ের জন্য বেহেশতে পৌছিয়ে দেয় 'নাফস আম্মারা' যখন তার মুখে শরীয়তের লাগাম থাকবে।

(২৩০) প্রশ্ন : জ্বিনদের তো 'নফস' আছে, অতঃপর তাদের জন্য জান্নাত নাই কেন? তাদের মধ্যে যারা খোদাভীরু হবেন তারা জান্নাতে যাবেন।
উত্তর : তাদের কাছে বিবেক নেই, বিবেক ও নফস সমেত যে ইবাদত হবে তা জান্নাতে পৌছিয়ে দেবে। কাদা মাটি ও পবিত্র পানি মিশ্রিত হয়ে ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন হয়। কুপের মধ্যে গম উৎপন্ন হয় না। কেননা তাতে কাদা মাটি/ শুকনো জমিন নেই। জমিনে বৃষ্টি ব্যতীত ফসল উৎপন্ন হয় না, কেননা সেখানে পানির আর্দ্রতা নেই।

(২৩১) প্রশ্ন : সৎ জ্বিনদের কি পরিণাম হবে?
উত্তর : জন্তুদের যে পরিণাম তাদেরও একই পরিণাম হবে। তাদের মাটি করে দেয়া হবে, তাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ হবে كُوْنُوْا تُرَابًا শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই তাদের সওয়াব।

(২৩২) প্রশ্ন : বেহেশতবাসীদের জন্য যখন বেহেশত চিরস্থায়ী তাহলে আদম আলাইহিস সালাম সেখান থেকে কেন এসে গেলেন?
উত্তর : যখন মু'মিন বিনিময় পাওয়ার জন্য সেখানে পৌছবে তখন তার জন্য বেহেশত চিরস্থায়ী হবে। আদম আলাইহিস সালাম সেখানে ট্রেনিং দেয়ার জন্য ছিলেন। তথাকার নির্মাণ শৈলী ও কারুকার্য দেখে জমিনকেও যাতে অনুরূপ সজ্জিত করতে পারেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে মি'রাজে গমন করা পরিভ্রমণ অথবা স্বচক্ষে দেখার জন্য তাই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন হয়ে গেছে।

(২৩৩) প্রশ্ন : শাস্তি ও বিনিময় দুনিয়াতে কেন দেয়া হয় নাই, এত দীর্ঘ কর্জ কেন রাখা হলো?

উত্তর : এ জন্য যে, দুনিয়াতে না প্রকৃত শান্তি আছে, না প্রকৃত কষ্ট আছে। এখানকার কষ্ট বিশ্রাম এবং বিশ্রাম কষ্টের সাথে মিশ্রিত। যদি কোন বাহ্যিক কষ্ট না হয় তাহলে নশ্বর হয়ে যাওয়া পূর্ণ মুছিবত। সত্যিকার সৎলোকদের সত্যিকার বিশ্রাম ও প্রকৃত দুষ্টদের যথাযথ কষ্ট-শাস্তি হওয়া উচিৎ। তা পরকালেই হতে পারে। তাছাড়া শাস্তি ও বিনিময় যদি দুনিয়ায় হতো তাহলে কেউ কাফের থাকত না। ঐ জিনিস গুলোকে অদৃশ্যের পর্দায় রাখা হলো। যাতে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নির্ভর করত: সৎ হয়ে যায় এবং অপরাধ থেকে বেঁচে যায়।

(২৩৪) প্রশ্ন : হাদিস শরীফে আছে, বেহেশতী লোক সুশ্রী ত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক হবেন এবং জাহান্নামী কাফের এত মোটা হবে যে, একটি বিশালাকার পর্বতের সমান হবে। এ কায়া পরিবর্তন হয়ত পূণর্জন্ম অথবা দেহ পরিবর্তন। ইসলাম মেনে নিয়েছে যে, কিছু জাতির আকৃতি পরিবর্তন হয়েছে, মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি স্বর্প হয়ে যেত এটিই দেহ পরিবর্তন।

উত্তর : রূহের পরিবর্তনের নাম 'আওয়াগুণ' বা পুনর্জন্ম। এটি নিষেধ। তা মেনে নেয়া কুফুরী। অর্থাৎ মানবীয় রূহ বিবেকবান ও বোধ সম্পন্ন তা গাধার রূহ যা 'হ্রেষা সম্পন্ন' হয়ে যাওয়া। এটি অসম্ভব কেননা রূহ একক। উক্ত কায়ার পরিবর্তন দিন-রাত হচ্ছে। মানুষ জ্বলে মাটি হয়ে যাচ্ছে, পানি এবং বাতাস আগুন হয়ে যাচ্ছে। এসব অবস্থায় কেবলমাত্র দেহের পরিবর্তন হবে। রূহ উক্ত মানবীয়-ই থেকে যাবে। দেহে উপাদান ও আকৃতি আছে। পরিবর্তনের স্থানে উপাদান বাকী থাকে, আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন একজন মানুষ প্রথমে শিশু ছিলো, কালো ছিলো এখন যুবক ও শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছে। দোজখী কাফেরেরা যে আকৃতির হোক না কেন উপলব্ধি করতে পারবে, বিবেক সম্পন্ন হবে, বলবে যে, অমুক অপরাধের বিনিময়ে আমার এ শাস্তি হয়েছে।

(২৩৫) প্রশ্ন : বেহেশতে মহিলারা কোনো পুরুষদের থেকে দুরে থাকবে কি না?

উত্তর : না, সেখানে কোন জিনিস ওয়াজিব বা হারাম নয়, এ বিধানগুলি পার্থিব জীবনের জন্য। যদি সেখানে তা ফরজ হয় তাহলে ঐ স্থানটি কর্মের হয়ে গেল অথচ ঐ স্থানটি কেবলমাত্র বিনিময় পাওয়ার।

(২৩৬) প্রশ্ন : তাহলে তো বড় ফিৎনা হবে, নারী পুরুষের মেলামেশা সংকটের কারণ হয়।

উত্তর : সেখানে নফসে আম্মারা তথা মন্দ রিপু ধ্বংস হয়ে যাবে। এটিই তো ফিৎনায় উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের মন ঐটিই চাইবে যা প্রভুর পছন্দনীয়। পৃথিবীর অনুসরণ নফসে আম্মারার কারণে। যখন তা রইলনা তাহলে অনুসরণ কিভাবে রইল। পাখিকে তখন পর্যন্ত খাঁচায় রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার ডানা থাকে, যখন ডানাই কেটে দেয়া হয় তাহলে তাকে এখন খাঁচায় রাখার কিবা প্রয়োজন রইল।

অলৌকিক ঘটনাবলী

(২৩৭) প্রশ্ন : ইসলাম মানছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম পিতাবিহীন জন্ম নিয়েছেন। এটি খোদায়ী রীতি বিরোধী। কুদরতের রীতি এই যে, সন্তান মাতা পিতা উভয়ের বীর্য দ্বারা হবে, তা ব্যতীত সন্তান হওয়া অসম্ভব।

উত্তর : মু'জিযা হচ্ছে যা রীতি বিরোধী হবে, তখনই সৃষ্টি তার মোকাবিলা করতে অক্ষম হবে। বরং বুজুর্গদের হাতে রীতি বিরোধী কিছু বিষয় প্রকাশ হওয়াও একটি কুদরতী কানুন। পিতাবিহীন সন্তান হওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম মানব হযরত আদম ও হাওয়া পিতাবিহীন জন্ম নিয়েছেন। আপনার মাথার প্রথম উকুন, পালং'র প্রথম তেলাপোকা, বর্ষার প্রথম কীট মাতা-পিতা ব্যতীত দিন রাত জন্ম নিচ্ছে। ঈসা আলাইহিস সালাম পিতাবিহীন হওয়াতে আপত্তির কি আছে।

(২৩৮) প্রশ্ন : কুরআন বলছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের শ্বাস অথবা ফুঁক দ্বারা হয়েছে। নিঃশ্বাস দ্বারা মাটির মানুষ কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : সাধারণ মানুষ বীর্য থেকে সৃষ্টি আর বীর্য পানি। যেভাবে মানুষ পানি দ্বারা তৈরি হতে পারে অথচ পানি মানুষ থেকে অনেক দূরে। পানি না মানুষ, না প্রাণী, না বর্দ্ধনশীল দেহ অনুরূপ কিছু মানুষ বাতাস দ্বারাও তৈরী হতে পারে। ঈসা আলাইহিস সালাম এ জন্য মাটির মানুষ হন যে, হযরত মরিয়ম মানুষ, মাটি দ্বারা তাঁর সৃষ্টি। তাই তিনি মার পক্ষ থেকে মানব এবং অপর পক্ষ থেকে রূহ, তাই তাকে মানবের সাথে রূহুল্লার উপাধিও দেয়া হয়েছে।

(২৩৯) প্রশ্ন : ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত কিভাবে? সেখানে কি আহার পানাহার করছেন, পায়খানা প্রস্রাব করতে কোথায় যান?

উত্তর : যেভাবে আসমানে ফেরেশতা জীবিত আছেন এবং জীবিত থাকার জন্য আহার পানাহারের মুখাপেক্ষী নন অনুরূপ ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর যিকির দ্বারা জীবিত আছেন। যখন মৌলিক আহার পানাহারের মুখাপেক্ষী নন তাই মানবীয় প্রয়োজন তথা পায়খানা প্রস্রাবের প্রায়োজনও নেই। তিনি তার মায়ের গর্ভে কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। বলুন সেখানে রান্না ঘর ও বাথরুম

কোথায় ছিলো। যে প্রভু পাঁচ মাস শিশুকে মায়ের গর্ভে খাদ্য বিহীন জীবিত রাখতে পারেন তিনি তাঁকে (ঈসা) সেখানে জীবিত রাখছেন।

(২৪০) প্রশ্ন : মানুষ মায়ের গর্ভে হায়জ'র রক্ত নাভির মাধ্যমে চুষছে, সেও সেখানে খাদ্য ব্যবহার করছে।

উত্তর : জন্তুদের মাসিক হয় না, তাদের সন্তান মায়ের গর্ভে কি চুষছে, মুরগীর বাচ্চা ডিমের মধ্যে কয়েক দিন জীবিত থাকে, সেখানে 'হাওয়া' খাদ্য কোথা থেকে পৌছে। কিছু অলি অনেক বছর পানি পান করেন নাই এবং জীবিত ছিলেন। যখন আধ্যাত্মিকতা দেহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন খাদ্যের তেমন প্রয়োজন হয় না।

(২৪১) প্রশ্ন : ঈসা আলাইহিস সালাম ফুঁক দ্বারা মৃত কিভাবে জীবিত করতেন?

উত্তর : যেভাবে স্বয়ং জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের ফুঁক দ্বারা জীবিত হয়েছেন অনুরূপ নিজের ফুঁক দ্বারা মৃতদের জীবিত করতেন।

(২৪২) প্রশ্ন : মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি স্বর্প কিভাবে হতো, এটিও তো যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

উত্তর : যা যুক্তি সঙ্গত হয় তা মু'জিযা নয়। মু'জিযা বলে তাকে যা বিবেককে হতবাক করে দেয়। হ্যাঁ, অসম্ভব জিনিস মু'জিযা হতে পারে না। লাঠি স্বর্প হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিছু সময় মহিলার মাথার চুল স্বর্প হয়ে যায়। অখাদ্য পেটের মধ্যে স্বর্প হয়ে বের হয় যাকে কৃমি বলে। কিছু মহিলা থেকে স্বর্প জন্ম নেয় যেগুলোর মাসয়ালা ফিকহের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে।

(২৪৩) প্রশ্ন : ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই কথা কিভাবে বলেছেন? এটিও বিবেক সম্মত হচ্ছে না।

উত্তর : জন্মের সাথে সাথেই কথা বলা অসম্ভব নয়, মানুষ ব্যতীত অপরাপর সৃষ্টির সন্তান জন্মের সাথে সাথেই কথা বলে বরং জীবিকা অন্বেষন করে। অনেক মানুষ জন্মের পর পরই কথা বলেছে। আদম আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাক্ষী জুরাইজ'র সাক্ষী দাতা বাচ্চা এরা সকলই শৈশবেই কথা বলেছেন। এ যুগেও কিছু শিশু জন্মের সাথে সাথেই কথা বলেছে। যা কিছু সময় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা এ মু'জিযাও অভ্যাস পরিপন্থী হলেও অসম্ভব নয়।

(২৪৪) প্রশ্ন : মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি তার মৃত্যুর পর দুনিয়ায় ছিল কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, যেমন তালুতের যুগে যে তাবুতে সকিনা অবতরণ করেছে, তাতে যে সব পবিত্র জিনিস ছিলো তন্মধ্যে এটিও ছিলো। প্রভু বলছেন,

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ﴿٢٤٨﴾

"তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী।"[৫৭]

(২৪৫) প্রশ্ন : তাঁর পরে উক্ত লাঠিতে প্রভাব ছিল কি না?

উত্তর : না, না মুসা আলাইহিস সালামের পূর্বে এ প্রভাব ছিলো, না তারপর লাঠির জন্য মুসার হাত ছিলো এবং মুসার হাতের জন্য উক্ত লাঠির প্রয়োজন ছিল। যখন এ দুটির সমন্বয় হয় তখন এ প্রভাব থাকবে। তার পবিত্র হাতে অন্যান্য লাঠি স্বর্প হতো না, না এ লাঠি অন্যের হাতে স্বর্প হয়ে যেত। বিদ্যুতের আলো তখনই হবে যখন পাওয়ার এবং বাল্ব উভয়টি হবে। যদি বাল্ব লাইটের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয় অথবা বিদ্যুতের সংযুক্তি লাইট থেকে পৃথক করে দেয়া হয় তাহলে কখনো আলোকিত হবে না।

(২৪৬) প্রশ্ন : সালেহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রী পাথর থেকে জন্ম নিয়েছে, এটি কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : মাটি থেকে রাত-দিন জন্তু তৈরী হচ্ছে, পাথর থেকে বৃক্ষ, সবুজ পানির ঝর্ণা বের হচ্ছে। যদি পয়গাম্বরের মু'জিযা দ্বারা একটি জন্তু বের হয়ে আসে তাহলে সমস্যার কি আছে। কিছু ফলে কুদরতী কীট থাকে অনুরূপ উক্ত উষ্ট্রী জন্ম নিয়েছে।

(২৪৭) প্রশ্ন : কুরআন তাকে 'না কাতুল্লাহ' বলেছে, আল্লাহ তায়ালা কি তার উপর আরোহন করেছেন?

উত্তর : তাকে 'নাকাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর উষ্ট্রী দু'কারণে বলা হয়েছে। অথবা এ জন্য যে, তা কারো মালিকানাধীন ছিল না। যেমন মসজিদকে আল্লাহর ঘর

---

[৫৭]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৮

বলে অর্থাৎ আল্লাহর জিনিস, সৃষ্টির তার উপর কোন দাবী নেই। অথবা এ জন্য যে, তাকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি উপকরণ ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন যেমন ঈসা আলাইহিস সালামকে রূহুল্লাহ বলা হয় অথবা এ জন্য যে, উক্ত উষ্ট্রী থেকে কোন পার্থিব কাজ নেয়া হতো না।

(২৪৮) প্রশ্ন : হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চন্দ্র কিভাবে বিদীর্ণ করেছেন, জমিন থেকে আসমানের উপর প্রভাব কিভাবে হয়, এটি বিবেক বা যুক্তি বিরোধী। অনুরূপ সূর্য ফিরে আসা যুক্তি সঙ্গত মনে হচ্ছে না?

উত্তর : প্রভুর কাছে এটিও কোন সমস্যা নয়। আসমানের উপর সূর্য তবে আগুনের কাঁচের কিরণ কাপড় জ্বালিয়ে দেয়। যখন সূর্যের নুর এত দূর থেকে কাপড় জ্বালিয়ে দিতে পারে তাহলে মোস্তফার আঙ্গুলের নুর আসমানের চন্দ্রকেও দ্বিখন্ডিত করতে পারেন। মেসমেরিজম সম্পন্নরা দৃষ্টির জ্যোতি দ্বারা দূর থেকে কাঁচ ভাঙ্গতে পারে, বস্তুসমূহ আকর্ষণ করতে পারে, যদি মেসমেরিজম সম্পন্নের দৃষ্টি দূর থেকে ভারী বস্তু আকর্ষণ করতে পারে তাহলে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি দূর থেকে সূর্যকেও আকর্ষণ করতে পারে। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে, বর্তমানে বিজ্ঞানের মাধ্যমে হাজার চমকপ্রদ ব্যবহার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। এসব গুলো বস্তুগত ক্ষমতা, নুরের ক্ষমতা এর চাইতে অনেক উচ্চ ও উন্নত হবে।

(২৪৯) প্রশ্ন : হুজুর আলাইহিস সালাম মি'রাজে কিভাবে পৌছেন, রাস্তার ঠান্ডা, গরম স্তর কিভাবে অতিক্রম করেছেন, আসমানে দ্বার নেই, তাতে কিভাবে প্রবেশ করেন, এত দূর-দূরান্তের সফর কয়েক সেকেন্ডে কিভাবে অতিক্রম করেন এটি বিবেক বিরোধী।

উত্তর : এই বিজ্ঞানের যুগে মি'রাজের অস্বীকার নিতান্ত নির্বোধতা। হুজুর নিজেই নুর। আমাদের চোখের জ্যোতি চশমার গ্লাস দরজা ছাড়া অতিক্রম করতে পারে, আকাশসমূহ অতিক্রম করত: সপ্ত আসমানের নক্ষত্র সমূহ দেখতে পায়। তা না আগুনের জগতে জ্বলে যায়, না বরফ জগতের ঠান্ডায় কবলিত হয়। বর্তমানে টেলিগ্রাফ ও বিদ্যুৎ এক সেকেন্ডেই হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে। এটি হচ্ছে আগুনের কারিশ্মা, নুরের শক্তি এর চাইতে অনেক বেশী। মি'রাজের রাত হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরের বহিঃপ্রকাশের রাত।

(২৫০) প্রশ্ন : মানুষ বলছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির অণু-পরমাণু সম্পর্কে খবর রাখেন' এটি কিভাবে হতে পারে মদিনায় বসে সমস্ত পৃথিবী দেখবেন।

উত্তর : ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু পৃথিবী ব্যবস্থাপনের দায়িত্ব দিয়েছেন, এজন্য তাদের জ্ঞান ও শক্তি দান করেছেন যাতে যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে পারেন। রেলওয়ে একজন অফিসার থাকেন যাকে কন্ট্রোলার বলা হয়। তিনি একটি কক্ষে বসে প্রত্যেক গাড়ির খবর রাখেন এবং সমস্ত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর সামনে একটি বোর্ড থাকে, বিদ্যুতের সাহায্যে যার মধ্যে প্রত্যেক গাড়ির গতি বিধি অবগত হতে পারেন। লাহোরের কন্ট্রোলার পেশওয়ার থেকে করাচির সমস্ত গাড়ির প্রতি একই সময় দৃষ্টি রাখতে পারেন। সুবহানাল্লাহ! দুনিয়ার সর্বোচ্চ কন্ট্রোলার পবিত্র মদিনার কক্ষে বসে দুনিয়ার অনু-পরমাণুর খবর রাখলে আপত্তির কি আছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনায় খুতবা দেয়ার সময় নেহাওয়ান্দের সৈন্যদের নির্দেশ দিতে পারতেন। অতএব ইনি যে সূর্যের অণু তার কি অবস্থা হবে জানা উচিৎ।

(২৫১) প্রশ্ন : হাদিসে আছে যে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে" এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর : আশ্চর্য, প্রশ্নকারী এটি মানছে যে, পাথর থেকে পানির নদী এবং সমুদ্র বের হয়, কুপের তলের মাটি থেকে পানি বের হয়, অথচ পাথর অত্যন্ত শক্ত এবং মাটি সম্পূর্ণ শুষ্ক। মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল হাতের নরম আঙ্গুল থেকে যদি পানি প্রবাহিত হয় তাহলে অস্বীকার কেন! মু'জিযা অবশ্যই হক।

(২৫২) প্রশ্ন : আচ্ছা উক্ত পানি কিভাবে বেরিয়ে এলো? কোথা থেকে এসেছে না কি আঙ্গুলেই তৈরী হয়েছে?

উত্তর : এটি তো প্রভু-ই জানেন। বুঝের মধ্যে তিনটি পদ্ধতি আসে হয়তঃ ঐ সময় উক্ত পেয়ালার সংযোগ হাউজে কওসরের সাথে করে দেয়া হয়েছে এবং তথাকার পানি আঙ্গুল দিয়ে বের হয়েছে। যেমন ওয়াসার পানি ঘরে টেপের মাধ্যমে বের হয় অথবা আশে পাশের বাতাস আঙ্গুলসমূহের সংস্পর্শে পানি হয়ে গেছে। যেমন ঠান্ডা গ্লাস অথবা ডেক্সির সংস্পর্শে বাতাস লেগে পানি হয়ে যায় অথবা প্রভু নিজ কুদরতে সেখানে পানি তৈরী করেছেন যেমন পাথর ও কুপ থেকে বের হয়, তাঁর থেকেই পানি বের হয়েছে।

(২৫৩) প্রশ্ন : হুজুর পাথর, বৃক্ষ ও জন্তুদের দ্বারা নিজ কলেমা পড়ালেন কেন? তাদের কাছে তো কথা বলার শক্তিই নেই?

উত্তর : এটিও অসম্ভব নয়। বর্তমান বিজ্ঞান মানছে যে, বৃক্ষ কথা বলতে পারে। কুরআনও সাক্ষী যে, প্রত্যেক জিনিস প্রভুর তসবিহ পাঠ করছে বর্তমানে লৌহ, তামা কথা বলছে, রেল শীশ দেয়। ফটোগ্রাফার রেকর্ড একটি সুঁই লাগানোর দ্বারা গান গাইতে শুরু করে। যদি নবুয়তের হুকুমে এই বস্তুগুলো কথা বলে তাহলে আশ্চর্যের কি আছে।

(২৫৪) প্রশ্ন : ঐ কথার স্বরূপ কি ছিলো, কি তাদের দ্বারা কথা বলা হয়েছে অথবা ঐ গুলো কথা বলছে এবং মানুষদের শুনানো হয়েছে?

উত্তর : উভয় অবস্থা হয়েছে। সাহাবাগণ বলেন, আমরা আহারের তাসবীহ শুনতাম, সেখানে তাসবীহ প্রথম থেকে হচ্ছিলো, তাদের কানে শুনা গিয়েছিল। 'উস্তনে হান্নানাহ' হুজুরের বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছে, আবেদন নিবেদন করেছে, বন্দি হরিণী হুজুরের কাছে প্রার্থনা করেছে, উঠ হুজুরের কাছে মালিকের বিপক্ষে নালিশ করেছে, এখানে ঐ সময় এ কথাগুলো এদের থেকে পাওয়া গেছে। এ দুটিই মু'জিযা।

(২৫৫) প্রশ্ন : হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের ছায়া ছিলো কি না, এটি কিভাবে হতে পারে, দেহের ছায়া কি অত্যাবশ্যক?

উত্তর : নুরানী (আলোকময়) এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেহসমূহের এখনো ছায়া নেই। বাতাসের ছায়া নেই কেননা সূক্ষ্ম। গ্যাসের উজ্জ্বল বাতি প্রদ্বীপের কিরণের ছায়া নেই কেননা এটি নুরানী। স্বচ্ছ কাঁচের ছায়া নেই। আগুনের জগতের আগুনে ছায়া নেই, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের ছায়া নেই, তাহলে মদিনার চাঁদের ছায়া থাকবে কেন?

(২৫৬) প্রশ্ন : ইতিহাসে আছে "হুজুর জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই সিজদা করতঃ উম্মতের জন্য শাফায়াত করেছেন।" নবজাতক সন্তানের সিজদা করা, কথা বলা, প্রভুর গুণ কীর্তন বর্ণনা করা কি জানবে?

উত্তর : আমাদের সাধারণ সন্তান অবুঝ জন্ম নেয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রেসালতের সূর্য। হুজুরের উম্মতের মধ্যে কিছু শিশু জান্তা হয়ে জন্ম নিয়েছেন। আমি নিজেই আজমীর শরীফে পাঁচ বছর বয়সী কন্যা শিশু দেখেছি যে, তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের হাফেজা ছিলো, তার নাম ছিলো আমেনা বিবি। অতঃপর কাটিয়া ওয়াড়ে তার বোন প্রায় তিন বছর বয়সী কন্যা সন্ত

ানের সাক্ষাৎ লাভ যার কুরআন খুব ভাল মুখস্থ ছিলো। তার ধাত্রীর বর্ণনা ছিলো যে, এ কন্যা সন্তানটি কুরআন মুখস্থ জন্ম নিয়েছে। যে সবাইকে শেখাতে আসে সে প্রভুর কাছ থেকে শেখে আসে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রকাশের পূর্ব থেকে প্রভুর উপাসনাকারী ও সিজদাকারী ছিলেন। তিনি ইলহামের মাধ্যমে ইবাদত ও সিজদা দিয়েছেন, ইলহাম পরবর্তী ওহীর অনুরূপ। (দেখুন- শামী)

(২৫৭) প্রশ্ন : ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উপর আগুন কিভাবে ফুল বাগান হয়ে গেল? আগুন তো ফুল বাগানকে জ্বালিয়ে দেয়।

উত্তর : আল্লাহর হুকুমে। দেখুন- পরশ পাথরের সংস্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়ে যায় কিছু ভেষজ গাছের শিকড়ের সংস্পর্শে তামা স্বর্ণ এবং রাঙ্গা রূপা হয়ে যায়। অনুরূপ আগুন হযরত ইব্রাহীমের সংস্পর্শে ফুল বাগান হয়ে গেল।

(২৫৮) প্রশ্ন : মুসা আলাইহিস সালাম'র উপর যাদুকরদের যাদু চলে নাই হুজুরের উপর যাদুর প্রভাব পড়ল কেন?

উত্তর : সেখানে যাদু মু'জিযার বিপরীতে করা হয়েছে, তাই ব্যর্থ হয়েছে। এখানে মোকাবিলা ছিলনা বরং যাদুকররা চোরের মত যাদু করেছে যার প্রভাব মানুষ হিসেবে কিছু হয়েছে যেমন কিছু নবী শহীদ হন, তরবারীর প্রভাব তাঁদের মানবীয় দেহের উপর পড়েছে।

তাকদীর সম্পর্কিত মসয়ালা

(২৫৯) প্রশ্ন : তাকদীর'র অর্থ কী, তাকে তাকদীর কেন বলে?

উত্তর : তাকদীর 'কদর' থেকে গঠিত অর্থ পরিমাণ এবং নির্ধারণ। তাকদীরের অর্থ পরিমাণ করা ও নির্ধারণ করা।

(২৬০) প্রশ্ন : তাকদীরের হাকিকত কি?

উত্তর : তাকদীর প্রভুর ঐ জ্ঞানের নাম যা জগতের অবস্থা সম্পর্কিত। প্রভুর জানা ছিল যে, অমুক বান্দা নিজ জীবনে অমুক অমুক কাজ করবে। এটিই তার তাকদীর হয়ে গেল। উক্ত জ্ঞানটি লওহে মাহফুজে লিখা হলো- এটি তার তাকদীরের লিখন। অতঃপর বান্দা অনুরূপ আমল করেছে যা আমল নামায় লিখিত ছিলো এটি তাকদীরের ফলাফল।

(২৬১) প্রশ্ন : যখন প্রভুর জ্ঞানে সব কিছু এসে গেছে এবং তার বিপরীত হওয়া অসম্ভব, তাহলে বান্দার পাপী না হওয়া উচিৎ সে তাহাই করেছে যা পূর্ব থেকে লিখা ছিলো, বান্দা অপারগ।

উত্তর : যেভাবে বান্দা পুণ্য করে সওয়াবের অধিকারী হয় অনুরূপ পাপ করে আযাবেরও। প্রভুর জ্ঞান এবং লিখন দ্বারা অপারগ কিভাবে হলো, অপারগ তো সে যার থেকে অনিচ্ছায় কিছু হয়ে যাবে। যেমন কম্পনের নড়া চড়া অথবা অনিচ্ছায় পড়ে যাওয়া। যে কাজ ইচ্ছায় হয় তাকে ইখতিয়ারী বা (ঐচ্ছিক কাজ) বলে এবং বান্দা স্বাধীন। প্রভুর জ্ঞানে এটি ছিলো যে, "বান্দা নিজ ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় এ কাজটি করবে" তার লিখা হয়েছে। প্রভু না ঐ পাপের নির্দেশ দিয়েছেন, না তাতে খুশি হয়েছেন।

(২৬২) প্রশ্ন : প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হওয়া ওয়াজিব, ওয়াজিব কাজে বান্দার স্বাধীনতা নেই। যখন ইবলিসের কুফুরীর ইচ্ছা প্রভুর হলো তাহলে কুফুরী আবশ্যক হয়ে গেল অতঃপর স্বাধীনতা কোথায় রইল?

উত্তর : কুফুরীর সাথে কুফুরীর ইচ্ছাও ওয়াজিব হয়ে গেল অর্থাৎ আবশ্যক হলো যে, ইবলিস ইচ্ছাকৃত কাফের হয়েছে, যেহেতু কুফুরী ইচ্ছার সাথে হয়েছে তাই কুফুরী ঐচ্ছিক রইল।

(২৬৩) প্রশ্ন : যখন প্রভু বান্দাদের পাপের ইচ্ছা করেন তাহলে তাদের পাপের উপর সন্তুষ্টও হয়েছেন। নতুবা ইচ্ছাই বা কেন করলেন। যে কাজের উপর প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন তা পাপ নয় অতএব পাপ তো পাপ রইলনা?

উত্তর : ইচ্ছা, হুকুম এবং সন্তুষ্টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। ইচ্ছাকে সন্তুষ্টি ও হুকুম আবশ্যক করে না। প্রভু ইসামাঈল আলাইহিস সালামের যবেহ'র হুকুম দেন তবে ইচ্ছা করেন নাই, আবু জাহেলের প্রতি ইসলামের হুকুম ছিলো তবে ইচ্ছা ছিলনা অনুরূপ আবু জাহেলের ইসলামের প্রতি প্রভু সন্তুষ্ট তবে তার ইচ্ছা করেন নাই।

(২৬৪) প্রশ্ন : কুরআন বলছে, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 'প্রভুর চাওয়া ব্যতীত তোমরা কিছু চাইতেও পারোনা।'[৫৮] অতঃপর আমরা স্বাধীন কিভাবে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে আমরা চাওয়ার মধ্যে স্বাধীন নয় তবে উক্ত কর্মের মধ্যে স্বাধীন। উদাহরণ স্বরূপ যাইদ হত্যা করবে, প্রভু ইচ্ছা করেছেন অতএব নিশ্চিত যাইদ ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে। সুতরাং যাইদ হত্যার ইচ্ছার মধ্যে বাধ্য হয় তবে হত্যা কর্মে স্বাধীন। কেননা তা ইচ্ছানুযায়ী শাস্তি হত্যার, না হত্যার ইচ্ছার। যদি এরূপ না হয় তাহলে কম্পনের নড়াচড়া এবং হাত মিলানোর মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। মানুষ কেবলমাত্র পাথর হয়ে যাবে।

(২৬৫) প্রশ্ন : মানুষ পরাধীন মনে হচ্ছে, বাস্তবিক পাথর এবং মানুষ প্রভুর ইচ্ছার মধ্যে সমান হয়ে যায়।

উত্তর : আশ্চর্য হয় যে, বিবেকহীন কুকুরও তোমার ও পাথরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। যদি তুমি কুকুরকে পাথর মার তাহলে সে তোমাকে দংশন করবে, না পাথরকে। তুমি বিবেকবান হয়ে পার্থক্য করছ না। এটি কেবলমাত্র কথার ছলে বলা নতুবা তুমি অত্যাচারীর বিপক্ষে মামলা করছ কেন? উপলব্ধি করছ যে, সেও পাথরের মত অত্যাচার করছে। পাথরের বিপক্ষে কেউ মামলা করছে না। তুমিও অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ নিওনা।

(২৬৬) প্রশ্ন : প্রভু বলছেন, "যাকে খোদা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না, আল্লাহ তাদের অন্তরে শীল মেরে দিয়েছেন।" যখন প্রভু পথভ্রষ্ট করে অন্তরসমূহে শীল মেরে দেন অতঃপর বান্দা একেবারে নির্দোষ। অন্ধ, বধির, উম্মাদ না দেখা, না শুনা, না বুঝাতে একেবারেই নির্দোষ।

[৫৮]. আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত : ২৯

উত্তর : এ আয়াতগুলোতে ختم الله অর্থ স্পষ্ট। উক্ত কাফেরগণ কুফুরী করে ঈমান এবং অন্যান্য সৎকর্মসমূহ থেকে দূরে থেকে নিজেদের অন্তরকে এমন কালো করে ফেলেছে যে, আগামীতে তা সৎকর্মের দিকে ধাবিত হওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে তাকে মহর বা শীল মেরে দেয়া বলে। উক্ত শীল দেয়াতে ঐ অপরাধীদের অপরাধের বড় ভূমিকা রয়েছে। যে কেউ নিজে নিজের চোখ উপড়িয়ে ফেলে, কান কেটে বধির হয়ে যায় অথবা আত্মহত্যা করে তাহলে তার অন্ধত্ব অথবা মৃত্যুর স্রষ্টাতো প্রভু-ই তবে সেও নিশ্চিত অপরাধী যেমন গলায় তরবারী চালানো নিজ মৃত্যুর কারণ। অনুরূপ অধিক পাপ অন্তর কালো হওয়ার কারণ। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

"কখনও না, বরং তারা যা করে তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[৫৯]

তাদের অপকর্ম সমূহ তাদের অন্তরকে মরিচিকাযুক্ত করে দিয়েছে। এখানে শীল ও মরিচিকা'র কর্তা পাপসমূহকে নির্ধারণ করা হয়েছে আর ومن يضلل الله তে গোমরাহীর দিকে এজন্য সম্পর্ক করা হয়েছে যে, তিনি তার স্রষ্টা অথবা তিনি তার বার্তা দিয়েছেন। এ কারণে পথভ্রষ্টতার উপলক্ষ বান্দাহ এবং প্রভু স্রষ্টা। সারকথা এই যে, যার গোমরাহী প্রভুর জ্ঞানে এসে গেছে অথবা যার উপর তার কর্মসমূহের কারণে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি করে দিয়েছে তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না।

(২৬৭) প্রশ্ন : বান্দা সাধারণভাবে স্বাধীন অথবা সাধারণভাবে অধীন, যদি স্বাধীন হয় তাহলে প্রভুর ইচ্ছা অনর্থক, যদি অধীন হয় তাহলে অপারগ।

উত্তর : না সাধারণভাবে স্বাধীন, না সাধারণভাবে অধীন, অর্জনে স্বাধীন এবং সৃষ্টিতে অধীন। অর্জন হচ্ছে উপকরণ একত্রিত করা, সৃষ্টি হচ্ছে অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দেয়া। ছাগলের গলায় চুরি চালানো এটি মৃত্যুর অর্জন এবং মৃত্যু দেয়া এটি সৃষ্টি। প্রথমটিতে বান্দা স্বাধীন, দ্বিতীয়টিতে অধীন।

(২৬৮) প্রশ্ন : প্রভু শয়তান কেন সৃষ্টি করেছেন যা পাপসমূহের মূল।

উত্তর : শয়তান পৃথিবীর আবাদকারী, যদি এ না হতো তাহলে দুনিয়াতে কিছু হতো না। পুলিশ, সৈন্য, আদালত এমনকি বাদশাহ ইত্যাদি সব অনর্থক

[৫৯]. আল কুরআন, সূরা তাতফীফ, আয়াত : ১৪

হতো। যখন কোন অপরাধী, সন্ত্রাসী না থাকে তাহলে বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা কেন, নবীদের আগমন এবং তাবলীগেরই বা কি প্রয়োজন? দোজখ এবং আজাবের ফেরেশতা অনর্থক। খোদার গুণাবলী অর্থাৎ গাফ্‌ফারী, সাত্তারী, জাব্বারী, কাহ্‌হারীর বহিঃপ্রকাশ হতো না। কেননা এ গুণাবলী বান্দার পাপের দ্বারা প্রকাশ পায়। বরং আদম আলাইহিস সালাম না গুন্দম খেতেন, না জমিনে আগমন করতেন, না জমিন আবাদ হতো। একটু ভাবলে বুঝে আসে যে, গরম, ঠান্ডা, পাক-নাপাক, ভাল-মন্দ জিনিসসমূহ দ্বারা দুনিয়ার শৃংখলা বিদ্যমান, এদের মধ্যে একটি না হলে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। কর্দমাক্ত খার পানি দ্বারা শষ্য তৈরী হয়, গরম, ঠান্ডা, শক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ তৈরী হয়, ক্ষুধা ও উদর ভর্তি দ্বারা দুনিয়া ঠিকে আছে।

(২৬৯) প্রশ্ন : তাহলে শয়তান বড় উত্তম জিনিস তাকে অভিসম্পাত কেন করছে?

উত্তর : না, শয়তান তো মন্দ।

(২৭০) প্রশ্ন : যদি শয়তান অভিশপ্ত না হতো তাহলে জমিনে বসবাসকারী জ্বিনরা ফাসাদ কেন করেছে, তাদেরকে কে প্রবঞ্চনা দিয়েছে, স্বয়ং শয়তানকে কে ধোঁকা দিয়েছে?

উত্তর : এদের নফসে আম্মারা। দেখ রমজানে শয়তান বন্দি হয় তারপরও পাপ হতে থাকে নফসের কারণে। নফস শয়তান থেকে অধিক ভয়ংকর। আমাদেকে পথভ্রষ্ট আত্মা-ই করে। শয়তান তো আত্মাকে মন্দ পথ প্রদর্শন করত: পৃথক হয়ে যায়।

(২৭১) প্রশ্ন : মানুষ ফেরেশতা থেকে কেন উত্তম? ফেরেশতা নফস ও শয়তান থেকে মাহফুজ এবং পাপ সমূহ থেকে নিষ্পাপ।

উত্তর : মানুষেরা এমন ইবাদত করতে পারে যা ফেরেশতাদের দ্বারা হতে পারে না। রোযা, যাকাত, হজ্ব, ধৈর্য্য, শোকর ফেরেশতা করতে পারে না। কেননা তারা আহার পানাহার থেকে পবিত্র। অতঃপর উক্ত ইবাদতসমূহের প্রত্যেকটিতে শত শত ইবাদত আছে। রোযাতে আহার, পানাহার, মিলন, গীবত, মিথ্যা ইত্যাদি বর্জন এ পাঁচটি ইবাদত হলো। ইফতার, সাহরী, তারাভীহ, ই'তিকাফ ইত্যাদিও ইবাদত। এভাবে হজ্ব ও যাকাত বুঝে নাও। যে ইবাদত ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে অংশীদার যেমন আল্লাহর স্মরণ এবং নামায এগুলোতে মানুষ উন্নত। কেননা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ

শুধুমাত্র কেয়ামে, কেউ রুকুতে, কেউ সিজদায়। অনুরূপ জন্তুদের অবস্থা তবে মানুষের নামাযে এসব জিনিস বিদ্যমান। অতঃপর মানুষ মসজিদে এসে ইবাদত করে, ঘরে পৌঁছে পার্থিব কাজের ব্যবস্থাপনা করে, সুতরাং এরা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও ব্যবস্থাপক তাই নবুয়ত কেবলমাত্র মানুষকে দেয়া হয়েছে। অতঃপর মানুষকে ইবাদত থেকে বারণকারী লক্ষ লক্ষ জিনিস আছে। ফেরেশতাদের প্রতিরেধকারী কিছুই নেই তাই তাদের অল্প ইবাদতও অনেক। এ সব কারণে মানুষ ফেরেশতা থেকে উত্তম।

(২৭২) প্রশ্ন : শরীয়তে কোন দিন অশুভ কি না?

উত্তর : না, তবে কিছু দিন কিছু কাজের জন্য অধিক উপযোগী। রবিবার বাগান করা, ঘর তৈরী করা, ক্ষেত করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কেননা উক্ত দিন বেহেশতের বাগান লাগানো হয়েছে। সোমবার ব্যবসায়িক ভ্রমণ উত্তম। ঐ দিন হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম ব্যবসার জন্য প্রথম সফর করেন যাতে অনেক লাভ হয়েছে। মঙ্গলবার শিঙ্গা দিয়ে রক্ত বের করা, অপারেশন করা, চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি মঙ্গল জনক নয় এ দিনটি রক্তের দিন এই দিন এ জাতীয় কাজ করার দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দিন হযরত হাওয়ার স্রাব এসেছে, হাবিল নিহত হয়, হযরত জাকারিয়া, ইয়াহয়া আলাইহিস সালাম, জরজীস, ফেরাউনের যাদুকর, কায়সাকে হত্যা করা হয়। বুধবারের শেষ অংশ জ্ঞান শুরু করার জন্য উত্তম। বৃহস্পতিবার দিন রাজা-বাদশাহদের সাথে মিলিত হওয়া ও মামলা করার জন্য উত্তম। উক্ত দিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নমরূদের সাথে মুনাজেরায় বিজয় লাভ করেন। শুক্রবার দিন বিবাহের জন্য উত্তম, উক্ত দিন হাওয়া আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গে, জুলেখা ইউসুফ আলাইহিস সালাম'র সঙ্গে, বিলকিস হযরত সুলাইমানের সঙ্গে এবং বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহ হয়।[৬০]

(২৭৩) প্রশ্ন : যখন প্রত্যেক জিনিস তাকদীরে এসে গেছে তাহলে দোয়া কেন করা হয়? যা হওয়ার তা স্বয়ং হয়ে যাবে।

উত্তর : দোয়া করাও তাকদীরে ছিলো। বান্দা এ প্রার্থনা করবে তখন এ নি'মত পাবে। এই জন্য রোগের ঔষধ, রিজিকের জন্য রোজগার, রোগ থেকে বাঁচানো হয়। যদিও সুস্থতা, রিজিক সব নির্ধারিত তবে এ উপকরণসমূহও তাকদীরে লিপিবদ্ধ ছিলো।

---

[৬০]. রুহুল বয়ান, সুরা ইউনুছ আয়াত ফি সুন্নাতিল আইয়্যাম

(২৭৪) প্রশ্ন : তাকদীরে কি পরিবর্তন হতে পারে? যদি হয় তাহলে এ আয়াতের কি অর্থ-

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

"যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।"[৬১]

যদি হতে না পারে তাহলে এ হাদিসের কি অর্থ- "দোয়া তাকদীরকে পরিবর্তন করে দেয়।" অথবা "দাউদ আলাইহিস সালামের বয়স ষাট ছিল তবে আদম আলাইহিস সালামের দোয়া দ্বারা একশ বছর হয়ে গেছে" অথবা "সদকা বয়স বৃদ্ধি করে।"

উত্তর : তাকদীর যা প্রভুর জ্ঞান উহাতে পরিবর্তন অসম্ভব। তার নাম কাজা মুবরম'। উহার আলোচনা এ আয়াতে আছে। তাকদীর যা প্রভুর অবগতি যার ঘোষণা ফেরেশতাদের মধ্যে হয় তাকে 'কাজা মুয়াল্লাক' বলে। উহাতে পরিবর্তন হতে পারে। হাদিসে উক্ত তাকদীরসমূহের উল্লেখ আছে। তার জন্য এ আয়াত-

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

"আল্লাহ্ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।"[৬২]

(২৭৫) প্রশ্ন : যখন কিছু আত্মা বেহেশতী, কিছু আত্মা দোজখী জন্ম নিয়েছে তাহলে আমলের কি প্রয়োজন? প্রত্যেক রূহ নিজ স্থানে পৌঁছে যাবে।

উত্তর : আত্মাসমূহ বেহেশতী ও দোজখী হওয়ার এই অর্থ যে, প্রভুর এই জ্ঞান আছে যে, অমূক আত্মা স্বাচ্ছন্দে পুণ্য কাজ করত: বেহেশতে এবং অমূক কাজ করে দোজখে যাবে। তবে জান্নাতী ও দোজখী হওয়া আমল দ্বারা হবে। কাজ কর্তার ইচ্ছায়। আমল যেন বীজ। কৃষক বীজ থেকে বেপরোয়া যেমন হতে পারে না, বীজের উপর ভরসাও করতে পারে না। সময়মত বৃষ্টি ও রোদ পৌঁছলে এবং বৃক্ষ বিপদ থেকে রক্ষা পেলে তাহলে শষ্য ফলন হবে। অনুরূপ আমল থেকে আমরা বেপরোয়া যেমন নই তেমনি ঐ গুলোর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীলও নই। আমলসমূহ রিয়া, অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পেলে এবং

[৬১]. আল কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ৩৪
[৬২]. আল কুরআন, সূরা আর রা'দ, আয়াত : ৩৯

কবুল হওয়ার বায়ু প্রবাহিত হলে তাহলে বেহেশত দেখার সৌভাগ্য নসিব হবে। মোট কথা আমল করে যাও এবং ভয়ও করতে থাক।

(২৭৬) প্রশ্ন : উচিৎ হচ্ছে আমল ব্যতীত কেউ বেহেশতী ও দোজখী হতে না পারা কেননা বীজ ব্যতীত বৃক্ষ হতেই পারে না। অথচ মুসলমানের শিশুরা, পাগল, কিছু কুকর্মকারী মু'মিন বেহেশতী হবে। বেহেশত ভর্তি করার জন্য একটি সম্প্রদায় তৈরী করা হবে, কারো মতে মুশরিকদের শিশুরা দোজখী হবে অথচ তারা কুফুরী করে নাই।

উত্তর : আমল বীজের মত তার জন্য যার আমলের সুযোগ হয়েছে। যে সুযোগ পায় নাই তার হুকুম ভিন্ন। মু'মিন বীজ হতে উৎপন্ন জান্নাতী বৃক্ষ, তাদের মৃত্যু প্রাপ্ত শিশু সন্তান কলমী জান্নাতী, আর যে সম্প্রদায়কে বেহেশত ভর্তি করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তারা আমলবিহীন দয়ার বশবর্তী হয়ে প্রবেশ করবে। মোটকথা তিনটি উপায়ে বেহেশত অর্জিত হবে, আমল দ্বারা, উত্তরাধীকার সুত্রে, কেবলমাত্র দয়ায়।

(২৭৭) প্রশ্ন : কাফের এবং অবাধ্য মানুষ শয়তান থেকে নিকৃষ্ট না উৎকৃষ্ট?

উত্তর : কিছু ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট। শয়তান আগুনের তৈরী, মানুষ মাটির তৈরী। মানুষের উচিৎ নিরহংকার ও ভদ্র হওয়া। তার অবাধ্যতা স্বভাব বিরোধী। শয়তান মুশরিক নয় মানুষ মুশরিক। যতগুলো পাপ মানুষ করে ততগুলো শয়তান করতে পারে না। প্রভুর কাছে শয়তান মিথ্যা বলে নাই, সে দু'মুখি কথা বলে নাই। আরজ করে-

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

"তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব।"[৬৩]

তবে অবাধ্য মানুষ প্রভুর কাছে মিথ্যা ও দু'মুখি কথা বলা থেকে বিরত থাকে নাই। নবীদের ও অলিদের শক্তি ও নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে তারা ও পক্ষে মত দিয়েছে। তাই সে বলেছে-

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

"আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।"[৬৪]

[৬৩]. আল কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত : ৩৯
[৬৪]. আল কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত : ৪০

আপনার সত্যিকার বান্দাদের গোমরাহ করতে পারব না। তবে বেদ্বীন মানুষ নবী অলিদের সম্মান ও নিষ্পাপ হওয়াকে অস্বীকার করে। শয়তান নিজেদের পথভ্রষ্ট মনে করে তাই সে বলেছিল-

رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى ﴿٣٩﴾

"হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন।"[৬৫]

তবে কাফের কুফুরী করে নিজেদেরকে হেদায়তের উপর মনে করে। তাফসীরে কবির'-এ আছে, "শয়তান প্রত্যেক দ্বীনি মসয়ালা সম্পর্কে অবগত আছে।"

(২৭৮) প্রশ্ন : যখন খোদার জ্ঞানে ছিল যে, অবশেষে শয়তান পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে তাকে এত সম্মান কেন দেয়া হল, ইল্‌ম, ইবাদত ও ফেরেশতাদের দলে থাকার সম্মান।

উত্তর : কিয়ামত পর্যন্ত জ্ঞানীরা, আবেদগণ, জাহেদগণ'র শিক্ষা হওয়ার জন্য যে, নবীদের বিরুদ্ধাচরন দ্বারা ইল্‌ম ও আমল সব নষ্ট হয়ে যায়।

(২৭৯) প্রশ্ন : নবী ও অলিদের ভয় হয় কিনা, যদি না হয় তাহলে ঈমান অর্জিত হয়ে কিভাবে? ঈমান তো ভয় ও আশার মধ্যে। যদি ভয় হয় তাহলে এ আয়াতের কি অর্থ-

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"মনে রেখো যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।"[৬৬]

উত্তর : 'ভয়' এর তিনটি শ্রেণী আছে। ১. প্রভুর উপর অনির্ভতার কারণে না জানা তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন কি করবেন না। এটি কুফুরী। কোন মু'মিনের এ ধরনের ভয় হয় না। ২. নিজের উপর অনির্ভরতার কারণে না জানা মৃত্যুর সময় ঈমান ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কি না, এ জাতীয় ভয় আমাদের মত পাপীদের থাকে। বিশেষ শ্রেণীর অলি ও নবীরা এ থেকে মাহফুজ। যাদের বেহেশতী হওয়ার প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। প্রভুর ভয় ভীতি নবী ও অলিদের খুব বেশী থাকে। প্রভুর সান্নিধ্য যতবেশী অর্জিত হবে ভয় ভীতিও ততবেশী হবে।

---

[৬৫]. আল কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত : ৩৯

[৬৬]. আল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬২

বিবিধ মসয়ালা

(২৮০) প্রশ্ন : আরবী বছর জ্বিলহজ্ব মাসে শেষ এবং মহররম মাসে শুরু হয়। এ মাসগুলোর মধ্যে কি সম্পর্ক। হিজরত 'রবিউল আউয়্যাল'এ হয়েছে উচিৎ ছিলো হিজরী বছর 'রবিউল আউয়্যাল' দ্বারা শুরু হওয়া।

উত্তর : ইসলামের প্রত্যেক জিনিসের ভিত্তি ইবাদত ও বিসর্জনের উপর। হোলী, দেওয়ালী, (উভয়টি হিন্দুদের উৎসব বিশেষ) তে খেলা ধুলাই আছে। তবে কুরবানীর ঈদে ইবাদত ও কুরবানী আছে। যেহেতু জ্বিলহজ্বে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্তানের কুরবানী পেশ করেছেন, মহররম মাসে অনেক নবী-রাসূল কুরবানী দিয়েছেন, উক্ত মহররমে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কুরবানী অনুষ্ঠিত ছিলো। এজন্য ইসলামী বছর কুরবানী মাসে শেষ হবে এবং কুরবানী মাসে শুরু যাতে জানা যাবে যে, মু'মিনের জীবনের শুরু যেমন কুরবান দিয়ে শেষও কুরবান দিয়ে।

(২৮১) প্রশ্ন : ফকিহরা এবং হাদিস সমূহ অনেক শরয়ী হিলা শিখেয়েছে, অথচ বনি ইসরাইল সপ্তাহের দিন (শনিবার) শিকারের হিলা করেছে। সকলকে বানর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। জানা গেল যে, হিলা করা ভীষণ হারাম।

উত্তর : যেভাবে বনি ইসরাইলের উপর এটি আজাব ছিলো যে, তাদের উপর হালাল বস্তুসমূহ যেমন হালাল জন্তুদের চর্বি হারাম করে দেয়া হয়েছে অনুরূপ এটিও আজাব ছিলো- 'তাদের উপর হিলা করা হারাম করে দেয়া হয়েছে'। তাছাড়া হিলার দুটি পদ্ধতি। এক. প্রবৃত্তির জন্য এটি এখনো নিষেধ এবং দুই. শরীয়তের প্রয়োজন পুরা করার জন্য, তা হালাল। বনি ইসরাইলের হিলা ছিলো প্রথমটি।

(২৮২) প্রশ্ন : জুমাকে জুমা কেন বলে? 'হাপ্তাহ'কে ইয়াওমুস সাব্‌ত, রবিবার কে 'ইয়াওমুল আহাদ' কেন বলে?

উত্তর : দুনিয়া সৃষ্টির সূচনা রবিবার দিন হয়েছে তাই তার নাম 'য়াওমুল আহাদ' হয়েছে অর্থাৎ প্রথম দিন। পরবর্তী দিনসমূহের নাম ধারাবাহিক হয়েছে। অর্থাৎ সোমবার দিনকে 'ইয়াওমুল ইসনাইন' অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন, মঙ্গলবারকে 'ইয়াওমুস সালাসা' অর্থাৎ তৃতীয় দিন বলা হয়েছে। জুমা'কে জুমা' এজন্য বলা হয় এটি "জম'উন" থেকে গঠিত অর্থাৎ একত্রিত হওয়া।

উক্ত দিন দুনিয়ার সৃষ্টি পরিপূর্ণ হয়েছে এবং সমুদয় বস্তু অস্তিত্বে একত্রিত হয়েছে। অথবা এ জন্য যে, উক্ত দিন আদম আলাইহিস সালামের মৌলিক উপাদান একত্রিত হয়েছে। তাছাড়া উম্মতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দিন জমায়েত হয়ে জুমার নামায পড়ে। উপরন্তু কিয়ামত উক্ত দিন অনুষ্ঠিত হবে যাতে যাবতীয় আদি-অন্ত একত্রিত হবে। তাই তাকে জুমা বলা হয়। 'হাপ্তাহ'কে 'ইয়াওমুস সাবত' এ জন্য বলা হয় 'সাবত' অর্থ শূণ্য। যেহেতু এ দিন সৃষ্টি থেকে শূণ্য রইল। জুমার দিন সৃষ্টি পূর্ণতা পেয়েছিলো, তাই তার নাম 'ইয়াওমুস সাবত' অর্থাৎ শূণ্য দিন রাখা হয়েছে। সপ্তাহে জুমার দিন কর্মস্থলে একদিন ছুটি এ জন্যই হয়ে থাকে।

(২৮৩) প্রশ্ন : উচিৎ হচ্ছে হয়ত: 'শনিবার' দিন ছুটি করা কেননা প্রভু এই দিন শূণ্য রেখেছে অথবা রবিবার দিনকে ছুটি করা কেননা এই দিন দুনিয়া সৃষ্টি শুরু হয়েছে, তা আনন্দের দিন।

উত্তর : রবিবার দিন পৃথিবীর গোড়া পত্তনের দিন। জুমার দিন আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ও পৃথিবীর পূর্ণতার দিন। তাই আনন্দ প্রকাশ, ছুটি পাওয়ার উপযুক্ত দিন হচ্ছে এই দিন। ঘরের ভিত্তি রাখার আনন্দ উদযাপিত হয় না বরং ঘর পরিপূর্ণ হওয়ার দিন উদযাপিত হয়। যেহেতু পৃথিবীর পূর্ণতা, মানব বংশের সূচনা জুমার দিন হয়েছে তাই ঐ দিন সপ্তাহের প্রথম দিন হয় এবং উক্ত দিনকে ইবাদতের জন্য খালি রাখা হয়েছে।

(২৮৪) প্রশ্ন : প্রভু বলছেন- পৃথিবী কেবলমাত্র 'কুন' বলে দেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে অতঃপর ছয় দিনে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ কি?

উত্তর : ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে তবে 'কুন' বলা দ্বারা । 'কুন' বলা সৃষ্টির প্রকার এবং ছয় দিন সৃষ্টির সময়কাল। আজকের كـن (কুন) দ্বারা আসমান সৃষ্টি হয়েছে। কাল 'কুন' বলেছেন জমিন সৃষ্টি হয়েছে। উপাদান, আকৃতি এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় নাই।

(২৮৫) প্রশ্ন : যখন প্রথমে সূর্যই ছিলনা তাহলে ছয় দিন কিভাবে নির্ধারিত হয়?

উত্তর : উদ্দেশ্য ছয়দিনের পরিমাণ অর্থাৎ এই পরিমাণ সময় ব্যয় করা হয়েছে। যদি সূর্য হতো তাহলে ছয় দিন হত।

(২৮৬) প্রশ্ন : সাহাবাগণ ও সম্মানিত আহলে বায়তের অনুসরণ কেন প্রয়োজন? হেদায়তের জন্য পয়গম্বর যথেষ্ট নয় কি?

উত্তর : আহলে বায়ত উম্মতের জন্য যেন নৌকা। ঐ সম্মানিতরা ইসলামের প্রথম কাতারেই যাঁরা ইমামের প্রত্যেকটি গতিবিধি জানেন। আমরা ইমামের শেষের কাতারে। তাঁদের বার্তা দেয়ার দ্বারা আমরা হুজুরের অবস্থা অবগত হই। যদি তাদের নামায অথবা ঈমান ভুল হয় তাহলে আমাদের ঈমান কিভাবে শুদ্ধ হবে। তাঁরা ইসলামী ট্রেনের প্রথম বগিতে যা ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত, আমরা শেষ বগিতে যার সাথে ইঞ্জিনের সংযুক্তি প্রথম বগির মাধ্যমে যদি ঐ সম্মানিত মনীষীরাই ইঞ্জিন থেকে কর্তন হয়ে যান, গন্তব্যস্থলে না পৌছেন তাহলে আমরা কিভাবে পৌঁছব; হুজুরের সাথে আমাদের সম্পর্ক তো তাঁদেরই মাধ্যমে, আমাদের মুক্তি তাঁদেরই তুফাইলে।

(২৮৭) প্রশ্ন : রাফেজীরা বলে, খেলাফত নিষ্পাপদের পাওয়া উচিৎ ছিলো, বার জন ইমাম নিষ্পাপ, তাই তাঁরাই খলিফা হওয়া উচিৎ ছিলো, না তিনজন খলিফা কেননা তাঁরা যদিও মু'মিন তবে নিষ্পাপ নয়।

উত্তর : যদি খেলাফত নিষ্পাপদের অধিকার হতো তাহলে সন্তানদের জুটতনা বরং ফেরেশতাদের জুটত। এটি তো ফেরেশতাগণই বলেছেন; মানুষ রক্তপাত করবে, ফিৎনা ফাসাদ করবে অর্থাৎ নিষ্পাপ হবে না। অবশেষে প্রভুর খেলাফত ফেরেশতাগণ মেনে নিয়েছেন। ইবলিস মানে নাই মোস্তফার খেলাফত মু'মিনগণ মেনে নিয়েছে মানব শয়তানরা মানে নাই। উভয়ের অবস্থা একই রকম।

(২৮৮) প্রশ্ন : আল্লাহর নাম ওহী দ্বারা প্রাপ্ত, অতঃপর তাকে 'খোদা' কেন বলে? এ নামটিও কোন ঐশী গ্রন্থ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

উত্তর : খোদা প্রভুর নাম নয় বরং তার গুণ অর্থাৎ মালিকের অনুবাদ। খোদার গুণের অনুবাদ প্রত্যেক ভাষায় করা জায়েয তবে নামের জন্য প্রয়োজন যে, তা আরবী অথবা হিব্রু ভাষায় হওয়া। কেননা মৌখিক গ্রন্থ এবং ছহিফা উক্ত ভাষা সমূহে এসেছে। যদি এ শব্দগুলো নাম হতো তাহলে অজিফা, নামায, আযান এবং যবেহের সময় বলা যেতো।

(২৮৯) প্রশ্ন : সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের কে?

উত্তর : নিকৃষ্ট কাফের পয়গম্বরের অবমাননাকারী। শয়তান ঐ শ্রেণীর কাফের ছিলো। সে প্রভুত্ব, হাশর নশর ও প্রভুর গুণাবলীর অস্বীকারকারী ছিল না বরং

আদম আলাইহিস সালামকে মাটির তৈরী বলত। خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ যার উত্তরে পুরস্কার পেল।

(২৯০) প্রশ্ন : নবীদের জুতোদ্বয়ের অবমাননাও কুফুরী কেন?

উত্তর : এ জন্য যে, তাদের প্রত্যেকটি জিনিস প্রভুর অনুমোদিত। অতএব তাদের যে কোন জিনিসের উপর আপত্তি প্রভুর উপর আপত্তি যেমন সৈনিকদের পাগড়ীর উপর আপত্তি করা বাদশাহর উপর আপত্তি করা। এগুলো বাদশাহর অনুমোদিত।

(২৯১) প্রশ্ন : কোন পয়গম্বর নবুয়ত ও তাবলীগের উপর বিনিময় নেন নাই। لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا না খোলাফা-ই রাশেদীন খেলাফতের উপর বিনিময় নিয়েছেন অথচ এরাঁও তাবলীগ-ই করছেন।

উত্তর : যার নির্বাচনে বান্দাদের অভিমতের কোন ভূমিকা নাই বরং তাঁর পদায়ন কেবলমাত্র প্রভুর নির্দেশে তার বিনিময় কেবলমাত্র প্রভুর বদান্যতার উপর, বান্দাদের থেকে নেয়া হবে না। যেখানে নিয়োগে বান্দাদের ভূমিকা আছে সেখানে বিনিময়ও বান্দারা দেবেন। যেমন কাচারির জর্জ, ওকিল, মোক্তার, মুন্সি। জর্জের বেতন হুকুমতের দায়িত্বে কেননা সে তাকে নিয়োগ দিয়েছেন তবে ওকিল, মোক্তারের বিনিময় জনগণের দায়িত্বে কেননা তারা নিজেরাই নির্বাচন করেন। অনুরূপ নবুয়তে বান্দাদের অভিমতের কোন ভূমিকা নেই তাই তাঁর সেবার বিনিময় কেবলমাত্র প্রভুর উপর। তিনি নিজেই বলছেন- إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى اللهِ খলিফাতুল মু'মিনীন, আলেম, ওয়ায়েজ ইত্যাদি নিয়োগ স্বয়ং বান্দারা করেন, তাই তাদের সেবা তারাই করবেন।

(২৯২) প্রশ্ন : কুরআন বলছে, "আল্লাহর আয়াতসমূহ অল্পমূল্যে বিক্রি করো না।" বুঝা গেল অধিক মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয।

উত্তর : কুরআনের জন্য সমগ্র দুনিয়াও অল্পমূল্য-

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ﴿٧٧﴾

"হে নবী আপনি বলে দিন! দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য।"[৬৭]

কেননা দুনিয়া নশ্বর এবং কুরআন অবিনশ্বর। দুনিয়া, কবর, হাশর প্রত্যেক স্থানে কাজে আসে। নশ্বর যতই অধিক হোক না কেন অবিনশ্বরের

৬৭. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৭৭

তুলনায় অতিঅল্প। মোটকথা- কুরআনের আয়াতসমূহকে সমগ্র দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করাও অল্পমূল্যে বিক্রয়, তাই হারাম।

(২৯৩) প্রশ্ন : উচিৎ হচ্ছে ওয়াজ, তাবিজ, কুরআনের শিক্ষার উপরও বিনিময় নেয়া হারাম হওয়া, কুরআন শরীফের ব্যবসা তো ডাবল হারাম হওয়া কেননা এটি তো সম্পূর্ণ কুরআন বিক্রি করা?

উত্তর : এটি কুরআনি আয়াত বিক্রি নয়। ওয়ায়েজ, শিক্ষক ইত্যাদি নিজেদের সময়ের বিনিময়, স্থানের বিনিময় এবং পরিশ্রমের বিনিময় নেয়। প্রেসের মালিক কাগজ ও ছাপানোর খরচ নেয়। কুরআন বিক্রয়ের অর্থ হচ্ছে পয়সা নিয়ে কুরআনী আয়াতের বিধান পরিবর্তন করে দেয়া। যা ইয়াহুদরা করতো, এটি হারাম।

(২৯৪) প্রশ্ন : কুরআনী বিধানসমূহ কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য না পয়গম্বরদের জন্যও। কাফেরদেরকেও উক্ত বিষয়ে সম্বোধন করা হয়েছে কিনা। যেমন أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ দ্বারা নামায কেবলমাত্র মুসলমানের উপর ফরজ হয়েছে নাকি হুজুর আলাইহিস সালামের উপরও, প্রত্যেক নামায ফরজ কিনা?

উত্তর : এ জাতীয় বিধান উম্মত-নবী সকলের জন্য। বরং বাস্তব হচ্ছে এই যে, আখিরাতের আযাব অনুপাতে এ বিধানসমূহ কাফেরদের উপরও প্রচলিত। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের উপর নামায পড়া ফরজ নয়, তবে আযাব নামায বর্জনের উপরও হবে যে, তোমরা মুসলমান হয়ে নামায কেন পড় নাই? এ কারণে মুসলমান কুফুরী যুগের নামায কাজা করে না।

(২৯৫) প্রশ্ন : অতঃপর নবী অনবীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : বড় পার্থক্য আছে। হুজুরের জন্য শরীয়তের বিধান এরূপ যেমন আমাদের জন্য আহার-পানাহার করা। যদি আমাদের এ বিধান না দেয়াও হতো তবুও আমরা নিশ্চিত আহার-পানাহার করতাম। তবে বিধান আসার কারণে আহার-পানাহার পুণ্যময় হয়ে গেল। অনুরূপ হুজুর আলাইহিস সালাম নির্দেশ ব্যতীত শরীয়তের বিধান পালন করতেন। যেমন হুজুর মি'রাজের পূর্বেও নামায পড়তেন, জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই সিজদা করেছেন। ঐ সময় সিজদা ও নামাযের হুকুম কোথায় ছিল। তবে নির্দেশ দ্বারা তাঁর সান্নিধ্য আরো বেড়ে গেছে।

মোটকথা এ বিধানসমূহ কাফেরদের জন্য অধিক আজাবের কারণ, মুসলমানদের জন্য হেদায়তের কারণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অধিক সান্নিধ্যের কারণ।

(২৯৬) প্রশ্ন : কেন বলা হয় যে, হুজুরের সাদৃশ অসম্ভব। প্রভু সক্ষম যে, এরূপ হাজার পয়গাম্বর বানাতে পারেন?

উত্তর : আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত জগত হুজুরের নুর দিয়ে তৈরী, এখন হুজুরের সাদৃশ কিভাবে হতে পারে। যে সাদৃশ হবে সেও হুজুরেরই নুর দ্বারা তৈরী হবে। অতঃপর তা সদৃশ কিভাবে রইল। যখন এক ব্যক্তি নিজ পিতার বীর্য দিয়ে তৈরী হয় তাহলে এখন তার দ্বিতীয় প্রকৃত পিতা হতে পারে না। যখন পৃথিবী হুজুরের নুর দ্বারা তৈরী হয়েছে তাহলে আর একজন মোস্তফা কোনভাবে হতে পারে না।

(২৯৭) প্রশ্ন : ইসলামে মহিলাদের উপর পর্দার বিধান কেন রাখা হয়? তাতে মহিলাদের জ্বর, উষ্ণতা অনুভব হয়।

উত্তর : জ্বর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্দি থেকে বেঁচে থাকা হয়, প্লেগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইঁদুরের আধিক্য থেকে বেঁচে থাকা হয়। ব্যভিচার হারাম হয়েছে তাই তার উপকরণ অর্থাৎ মহিলাদের পর্দাহীনতাও হারাম হয়। মূল্যবান মুক্তা ঢেকে রাখো। মহিলাজাতি মূল্যবান মুক্তা, তাকে ঢেকে রাখো। কাঁচ পাথর থেকে পৃথক রেখো। মহিলা লাজুক কাঁচ, অপরিচিতের দৃষ্টি যেন পাথর। ফুলবাগানে সুন্দর দেখায়। মহিলা ফুল, ঘর হল তার বাগান। পুরাতন জ্বর পঞ্চাশ বছর থেকে হচ্ছে আর পর্দা চৌদ্দশত বছর থেকে চলে আসছে এখনো পর্দাহীন মহিলাদের জ্বর অধিক হয়।

